মহাভারত-কাব্যাভিনয়।

কেশবার্জ্জুন

বীর-চরিত

আদিপর্ব্ব

ভট্টপল্লীনিবাসী
শ্রীরামগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত

১৩৪০

মূল্য ৷৷৵০ বারো আনা।

প্রকাশক—
শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।



কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
'বসুমতী ইলেকট্রিক্ মেসিন যন্ত্রে'
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

প্রবেশ-পত্র

বঙ্গসাহিত্য মহামণ্ডলে প্রতিভাবান্ বাণী-বরপুত্রগণের কাব্যকুঞ্জে, মানমঞ্চের যোগ্যতা বা প্রবেশাধিকার, আমাদের নব্যপরিচিত মহাকাব্য-'কেশবার্জ্জুন'-প্রণেতা গুণানুসারে অর্জ্জন করিতে পারিবেন কি না, তাহা বঙ্গের সুরসজ্ঞ পাঠকবর্গের দ্বারা ক্রমশঃ বিবেচিত হইতে পারিবে ; কিন্তু এই দশসহস্রাধিক শ্লোকাত্মক, চতুর্দ্দশপদা অমিত্রাক্ষর কাব্যের, আয়তনের দৈর্ঘ্য ও পদগাম্ভীর্য্যের সারবত্তা দেখিয়া, আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবি-লেখনীর অনুবর্ত্তী হইলে, দেখিলাম, বাক্‌দেবতা বঙ্গের পল্লীপাটে সত্যই একটা কাব্যোৎসবের নহবৎ বাজাইতেছেন। সেই সঙ্গতে দেবতা ও মহামানবগণকে পৌরাণিক দেবচরিত্রে এবং অলৌকিক মানবত্বের স্বভাবে যেরূপ ভাববিনিময় করিতে দেখিলাম, তাহাতে ছন্দোবন্ধের সারল্যে ও বাক্যের স্বতঃ স্ফুরণে কখন কখন ব্যতিক্রম অনুমিত হইলেও শব্দের শ্রুতিমাধুর্য্য ও ভাবের ব্যুৎপত্তি, আমাকে স্বপ্নাভূতের ন্যায় কল্পনারাজ্যের রসসাগরে নিমজ্জমান রাখিয়া, কেমন একটা সুখানুভব করাইতে লাগিল। অনেকস্থলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে মানিতে বাধ্য করিয়াছে যে, ভাষা-চিত্রে যে যে চরিত্র বা ঘটনা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই ; ভাবছন্দের বংশীবাদনে তাহা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা কাল্পনিক ভাবধারা, প্রাগৈতিহাসিক চরিত্রে ওতপ্রোত ভাবে বিগলিত হইয়া আর্য্য সমাজের তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের জয়ধ্বজা ও অত্যুচ্চ ক্ষাত্র আদর্শের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। আর্য্যধর্ম্মের সভ্যতা ও মানবত্বের সত্যবুদ্ধি কি বিপুল কৌলীন্যগর্ব্বে আমার চিত্তাকর্ষণ

করিয়াছে, তাহা প্রত্যেক পাঠকের পাঠকালে হৃদয়ঙ্গম হইবে, শুনিলে বিশ্বাসযোগ্য হইবে না! অবশ্য আমিও ভাষার শব্দ-লালিত্যে প্রতারিত হইতে পারি, কিন্তু বাণীকণ্ঠের সুর-সঙ্গতে আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছি, স্রোতে গঙ্গাবগাহন করিতেছি! সুতরাং মোহগ্রস্তের ক্ষোভ আমাকে কখন উদ্বেলিত করিতে পারে নাই। যাঁহারা আলঙ্কারিক সাজশয্যায় বিশেষ মনোযোগী, তাঁহারা হয় ত কাব্যের শব্দ-কাঠিন্যে ও আধুনিক প্রগতির ভাবকার্পণ্যে বিমর্ষ হইতে পারেন ; কিন্তু তাঁহাদেরও আতিথ্যোপযোগী মর্ম্মবাণীর কমনীয়তার অভাব নাই। মহাভারতের গল্পটি সুষ্ঠুশ্রাব্যনাট্যের অভিনয়ে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ব্যক্তিত্বের দ্বারা পরিকল্পিত হইয়া বেশ সুন্দর-ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহাকাব্যের প্রথমাংশটী গল্পরসে কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও তাহার অন্তর্বাহ্য শুভারম্ভের শঙ্খধ্বনি ও সচ্চিদানন্দের আগমনী গানে মুখরিত হইয়া সামান্যাভাব পূর্ণ করিয়াছে। যাহা হোক আমার একটু নিকটাত্মীয়তা দোষ থাকিলেও, পুস্তকের যে মূল্য ধার্য্য হইয়াছে, তদতিরিক্ত আনন্দ ও সন্তোষ যে প্রত্যেক পাঠক পাইবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ যেন নিজস্ব মতবাদের অবতারণা করেন ; কর্ণাকর্ণির কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন ইহার সুখস্বাদে প্রবঞ্চিত না হন। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মৌলিকতা মহাভারতীয় হওয়াতে, তাহাতে বর্ত্তমানের আবহাওয়ার হয় ত, হু-বহু চিত্রাঙ্কন হয় নাই ; কিন্তু যখনি দ্বাপরের যুগসন্ধ্যায় মানবাদর্শের চিত্রগুলিকে, ভাষায় ভাবে ও রসে, আধুনিক ছায়াচিত্রের আলোকে কিঞ্চিৎ মানসাকাশে উদ্ভূত করি, তখনি দেখি, তাহারা হয় ত পুরুষাবতার বেদব্যাসের বা অন্য কোন মনীষীর চিত্রফলক হইতে উদ্ভূত না হইতে পারে, তথাপি তাহারা সজীব ও সত্যকার চলচ্চিত্র। লেখকের

ভগবৎপ্রীতি মহাকাব্যের মূল উৎস হওয়াতে উহার চরিত্রগত গুণাগুণের উৎকর্ষাপকর্ষ ঐ মানদণ্ডের সাহায্যে স্থিরীকৃত হইলে ভাল হয়। গ্রন্থের ভাষ সম্পাদ্ আরো প্রাঞ্জল হইলে হয় ত কাব্যটি অধিকতর মনোমুগ্ধকর হইত; কিন্তু তাহাতে গীতাবক্তার ঐশ্বর্য্য ও তদুপযুক্ত দেশকাল-পাত্রাদির সামঞ্জস্য রক্ষা হইত কি না সন্দেহ।

ফলকথা, কাব্যখানি মহাভারতের কঙ্কালসারে গঠিত; সুতরাং তদ্ভাবে পঠিত হইলেই লেখকের শ্রমসাধনা সার্থক হইবে। সুধীজনের আনন্দ-বর্দ্ধনে এই গ্রন্থখানিসাধারণ্যে প্রকাশিত হইল—অলমতিবিস্তরেণ।

ইতি সন ১৩৪০ সাল,
১৫ই শ্রাবণ।

বিনীত
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।
শিলং।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
কিরীটী	কিরীট	২	৫
বাসন্ত দেবীর	বাসন্তী দেবীর	১২	৭
গুণাততী	গুণাতীত	১২	১৪
স্বর্গ	সর্গ	১৫	১
মহারথী	মহারথ	১৮	১৮
কক্ষে	বক্ষে	৩১	১৭
এ দীপ	প্রদীপ	৩৭	১৭
নারি	নারী	৪৮	১০
স্বমি-পুত্র	স্বামি পুত্র	৫০	৮
লৌহচক্র	মোহচক্র	৫৬	৫
মায়ায়	মায়ার	৫৬	৭
বিশ্বতরু	কল্পতরু	৫৬	১৫
সান্ধিরিয়া	স্তুবিয়া	৫৭	৪
সখে	সখি	৫৯	১
ওই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব	জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব	৬৪	২১
ভুলবিভ্রমে	ভুলক্রমে	৭৬	৯
জলে	জ্বলে	৮২	৮
মণিকাঞ্চন	নীলরতন	৮৫	৩
প্রাচীর	শিবির	৯০	১৬
উদ্গার	ফুৎকারে	৯১	২২
সসয়	সময়	৯৫	৩
পূর্ব্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ	৯৫	ঐ
জয়শ্রীর	যশোদার	৯৬	১৩
কিন্তু ওই	ভুলিব না	৯৮	১০
ইচ্ছাময়	ইচ্ছাময়	১০৪	১৬
সে বয়নে	বিপুকম্মে	১০৭	২২
দাসের দৈন্য	বন্ধনরজ্জু	১০৯	৫
পূজ্যপাদ	বিদ্যার্ণব	১১৪	৪
হইবে	বর্ত্তিবে	১২৫	১২

কেশবার্জ্জুন

উদ্বোধনী

পুষ্পাঞ্জলিবদ্ধ করপুটে নৃত্যশীল নট ও নটীর প্রবেশ ও উভয়ের স্তোত্রপাঠ।

উভয়ে ওঁ হরি ব্রাহ্মণ্যে ; গীতাঙ্গে পুরুষোত্তম ;
স্বাধ্যায়ে বিজ্ঞানঘন "সত্যস্য সত্যম্" ;
গৌরাঙ্গ প্রভু চৈতন্য-চরিতামৃতের ;
বন্দে শ্রীপদারবিন্দে জ্যোতিঃ-স্বরূপের।
জ্যোতিঃশরণ্য সূর্য্য-বরেণ্য ঠাকুর,
সদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ সুন্দর মধুর,
অখণ্ড অন্তরযামী নীলকান্তমণি ;
তৎসতে প্রণামাঞ্জলি কাব্যকমলিনী।

(পুষ্পাঞ্জলি দান)

নট। যে কাব্য-মধুকোরকে মুঞ্জিলে শ্যামল ;
অর্দ্ধস্ফুটে বিকচিলে ব্রজের দুলাল ;
মধ্যমায় আমোদিলে গীতা পুরোহিত ;
সে গতযৌবনাম্বুজে ঢল মক্তিদীপ।
কনক-কিরীটী শঙ্খ-গদা-চক্র ফেলি,
কুঞ্জলাল মধুকাব্যে বাজাও মুরলী ;
শ্যামচন্দ্রে প্রবোধিতে নব্যরসকলি,
সাধে কে ভজনাবলী ; ভাব-গুঞ্জমালা
গাঁথে কে প্রেমের পুষ্পে ভরি মর্ম্মডালা।
বাজায়ে উদাত্ত সুরে ভাষা একতারা,
ঠুংকারে কে কাব্যকলনাদী, দ্বৈতবাদী,
রঞ্জিতে পূর্ণাবতারে জ্যোতিঃ পরোব্রহ্ম
ঐশ্বর্য্য অপৌরুষেয় ; যে স্রক্‌-চন্দনে
ভরি সাজি ভাগবত-মালঞ্চের মালী
পুষ্পিল পুরুষোত্তমে গীতাঞ্জলি-ডালি ;
সে কুঞ্জকুটীরে বঙ্গপল্লী-মালাকর,
যুগসন্ধ্যা-ঝরা ফুলে মিনিসূতা-হার,
গাঁথিছে কেশবার্জ্জুন প'রো বনমালী,
মোদিতে নিষ্প্রভারুণা কাব্যের গোধূলি।

(প্রণাম)

নটী। বাজা মা বেদাঙ্গ-বীণা মূর্ত্ত্য-উপাসনা,
পরাভক্তি-বরদাত্রী প্রেমানন্দাসনা ;

উদ্বোধনী

ভাষার রসনাক্ষীরা বরিষ বরষা ;
ভাবের তরঙ্গে বঙ্গে কাব্যামোদে ভাসা ;
কল্পনার বন্যা ডাকি আয় মা ভারতি
কলস্বনা বীচি-শঙ্খে করি সন্ধ্যারতি ;
অভ্রান্ত-পথের বাঁকে বর্ত্তিকা-ধারিণী,
জ্ঞানাঞ্জনে সন্ধ্যা দিও জ্ঞানানন্দরাণী ।
গুঞ্জমা ভ্রমরা ধরে, ওঙ্কার ঝঙ্কারে,
উদ্গীথি সামগা সতী ; দে গো শ্বেতভুজে
অঙ্গুলি চম্পককলি সুরসপ্তমায়,
গোবিন্দ নিগুর্ণো গুণী চরিতার্চ্চনায় ;
লো ব্রহ্মবাদিনি ওই ভগ্ন আঘাটায়
বাজিল মোহন-বাঁশী বাঁধ মা বীণায় ।
নট । কবীণ গণেশে বন্দি, চন্দ্রচূড়ে ভজি,
অচ্যুত-নির্ম্মাল্যভূতা শৈলসুতে পুজি,
নিরাধারা ব্রহ্মময়ি দুর্গে বোধনিয়া,
শুভারম্ভ আরম্ভিল মালঞ্চ-পাপিয়া ।
আদি কবি বাল্মীকির পদাম্বুজে নমি,
যাহার অমর বীণা গাহি রামায়ণী,
ছন্দোপকরণে পদ্য নৈবেদ্য গাঁথিল,
প্রথম বেদের কণ্ঠে কাব্য-সুর দিল ;
কবি-গুরু দ্বৈপায়নে সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
যাঁর বাণী সভ্যতার লিপি পুরাতনী ;

কেশবার্জ্জুন

যাঁর জ্ঞানাঞ্জন-লেখা শ্রুতি সাংখ্য যোগে,
কবি-কল্পনার শিল্পে কলাবিদ্যা-ভাগে,
আর্য্য-আভিজাত্যতায়, ধর্ম্ম প্রেরণায়,
অদ্বৈতাঙ্গে নির্দ্দেশিল পরিপূর্ণতায়।
যাহার ভারত-কাব্য-বারিধি-ভাণ্ডারে
অর্দ্ধাধিক বেদ-তন্ত্র মগ্ন স্তূপাকারে
সে বাগ্মিমণ্ডলাচার্য্য সরস্বতী-বরে,
প্রথম কাব্যের যোনি বাল্মীকিপ্রবরে,
পূজার্ঘ্য পুষ্পিল কুঞ্জ-লতিকামণ্ডলে।
শঙ্কর শিবাবতারে পরহংস-মঠে,
স্থাপিয়া সর্ব্বতোমুখী স্মৃতির স্তবকে ;
যে দণ্ডী বিবেক-মুণ্ডী আত্মযোগ-বলে,
আর্য্যের স্থাপিল ধর্ম্ম বৌদ্ধ-দাবানলে,
যাহার উদার তর্ক সিদ্ধান্ত-কৌমুদী
ভিক্ষুর মোহান্ধকারে দীপ্তিল দীপালি ;
স্মরিল কনকাঞ্জনা দীপাঞ্জলি রাগে,
তাপসে বনতোষিণী বেলা ভাষ্য বচে।
ভবভূতি ভারবির ভাবে বিভোরিয়া,
ভক্তিগাথা জয়দেবী ছন্দে কুহরিয়া,
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কীর্ত্তনে মাতিয়া,
গৌরাঙ্গে নাচিয়া, রামকৃষ্ণ করতালে
বাক্‌দেবতা পল্লীবাটে মহোৎসব করে।

উদ্বোধনী

নটী। এ শুক্লা মাধবী রাতে কে রে ব্রজবাসী
উদাসী বাজাস্ বাঁশী, ভারতী-মন্দিরে
কে পূজারী, বন্দিছ মুরারি? ধূপ-গন্ধে
হোমানলে হর্ষে দেবালয়,—গীতাঞ্জলি
ব্রহ্মযোনি বাগীশ্বরী গায়,—বহুবর্ষ
জীর্ণ-তন্ত্রী—বীণা-যন্ত্র ছিল অজানায়,
ভুলি মহা-কাব্য ভজনায়—কে 'রে' তার?
ছেঁড়া তারে দিলি বেঁধে নবীন ঝঙ্কার,
প্রভাকর কাব্য যুগে ফেরালি আবার।
যে নব্য-সঙ্গতে গাহি শ্রীমধুসূদন,
বীরমঞ্চে রামায়ণী-গীতি,—ঘুমাইল
আলস্যের মহাঘুম-ঘোরে,—দূরাগতা
মহাগীতি শুনাইয়া বিশ্ব ভারতীর,
সে সুরবাহার গন্ধী যুগ অবেলায়
কে রাত-ভিখারী পুনঃ আরতি বাজায়।
নট ভাগীরথী-তটভূমি মুখর করিয়া,
যে শব্দ-তরঙ্গে বঙ্গে নদের নিমাই,
জ্ঞানের কনক-শঙ্খে, প্রেমের আরতি
করিয়া মঞ্জিল পুণ্য নবদ্বীপ-ভূমি;
সেই অনাহত ধ্বনি, কুহরে মুখরা.;
সেই অনবদ্য সুর ঝঙ্কারে উদারা;
ভট্টপল্লী-অংশুমালী জ্ঞান-গরিমায়,

সেথা এ কাব্যের মোহ-মুদ্গর-তাড়নে,
লঙ্ঘি প্রতীচীর জড়-বিজ্ঞান স্বপনে,
যদি এ পল্লীর প্রাণ হর্ষে প্রেমালোকে,
বন্দিছে বাণী-মন্দিরে কাব্যপরভৃত,
ভট্টকবি কলকণ্ঠে কৃষ্ণকথামৃত।

নটী। এতটা ভণিতা কেন—প্রেমের নিমাই
প্রেমাঞ্চলে যে জীবন দু'হাতে বিলায়,
সে কথা পাইবে কোথা? কি ঢঙে কৌতুকী,
মৃদুমন্দ রাগে গাহ মিঠান বৈঠকী।

নট। শুন প্রাণসই, ছিল পুণ্যশ্লোক এক,
ভট্টপল্লী গ্রামাঞ্চলে ভক্ত মহাভাগ;
ধর্ম্মাচারে আত্মম্ভরী, ঈশ্বর-প্রেমিক;
নির্ভীক বিদ্যোৎসাহী নৈষ্ঠিক শ্রমিক;
প্রজা-সুখান্বেষী, আত্মভোগে বীতরাগ,
কলির যুগান্তে সত্য পুণ্যের পরাগ;
আবাল্য সাত্ত্বিক দ্বিজ ত্রিসন্ধ্যা পূজারী,
সংসার আশ্রমে যথা আরণ্যকাচারী,
মুদিল শেষের ডাকে নয়নতারায়
শ্মশানের কুহেলায়, শান্ত মহিমায়;
সে পর-পারের যাত্রী—বিদায়ে কীর্ত্তন;
এ কাব্যের মঙ্গলাচরণ।

নটী। কীর্ত্তনাঙ্গ

উদ্বোধনী

কোথায় কাব্যাভিনয়? যে নাট্য-উৎসবে
ভগ্নকণ্ঠী নীম-গীতি ঝঙ্কারিতা হবে?

নট। সেদিন জাহ্নবীতটে, সান্ধ্য-বিচরণে,
দেখিণ পূজারী মঠে, শুদ্ধমিতাচারে,
করে পাঠ অমিয় চরিত—পুরোহিত
সম্বোধি সুরেন, তথা সভ্যে কথকিল,
লোলগ্রন্থী গ্রন্থ পুরাতনী - মধু-ছন্দে,
হেমকান্ত ভাবানন্দে, বঙ্কিম-ভাষায়,
কি যেন শ্রীহরি গুণ তথৈব নির্গুণ
মুক্তায়িত হ'ল পদ-লালিত্য-প্লাবনে।
সে বৈঠকে দুটি দৃশ্যে ঝঙ্কারিল বীণা,
শ্রুতিস্বাদ মিটিল না—অন্ত্যেন্দুকিরণে
একদা বাসন্তী সন্ধ্যা উদ্ভাসিতালোকে,
অলকানন্দের পথে, সুরেন শ্রোতায়
ভেটিলাম বিস্মিত পুলকে,—সুধাইলে
কাব্যের বারতা, আদ্যোপান্ত বর্ণিল সে
জাতিস্মরতায়।

নটী। শ্রোতার অল্পায়ুঃ ভাষে
কেমনে শুনিলে রায়! জ্ঞানোজ্জ্বল দেশে,
কি সাহসে গাহ বঁধু খণ্ড-নাটিকায়!

নট। খণ্ড সে কাব্যাভিনয় নহে লো ভারতী
কাব্যামোদী স্বয়ম্ গাহিলে কবি, তারো

ভুল হ'ত ; শ্রুতিধর অভ্যস্তপূর্ব্বের
কীর্ত্তনে অশ্রুতপূর্ব্বে আদ্যন্ত গাহিল .
দেহমুক্ত আত্মারাম স্মার্ত্তানুশীলনে
প্রভূত সামর্থ্যবান দেহভূত হ'তে ;
কবির পার্থিব রসে, ঊর্দ্ধ রসামৃত,
কি যেন কাব্যাঙ্গে মৃতসঞ্জীবনী দেছে ।
কল্পপূর্ব্ব জাগরণে জন্মান্তর দিয়ে
গৌরাঙ্গের নববঙ্গে দেছে পৌরাণিক
কাব্যের সে মধুচক্রে ষড়্‌রসামৃত
প্রচুর ভরিয়া দেছে বিদেহী সুহৃদ
পূতাত্মার কথাচ্ছলে মৃত বন্ধু-মুখে
সুকাব্য কেশবার্জ্জুন পেনু ঊর্দ্ধলোকে ।

নটী । চল মিত্র, কুশীলবে করিয়া আহ্বান,
দেব-ভবনের ভগ্নঘাট আলিচায়,
সুকাব্যাভিনয়-কুম্ভে, ভক্তি নারায়ণী,
দ্বারিকানাথের তীর্থে করি গে বর্ষণ ।
সুহৃদ মন্ত্রিত শ্রাদ্ধ বার্ষিক বাসরে,
নামামৃত বঙ্গালয়ে হোক বিতরণ ।

নট । দাস্য-প্রেম-ভক্তি গাঁথা নব্য অভিনয়,
সন্ধ্যারাগে আরম্ভিবে বন আঙিনায়,
অস্ফুট কিশোর কণ্ঠে ; যাই দেবযোনি
বঙ্গের সমাজে দিব নব বঙ্গবাণী

উদ্বোধনী

নটী বঙ্গের সমাজে যান দিতে সমাচার !
বঙ্গ তো উৎকীর্ণ কর্ণে করিবে শ্রবণ !
পল্লীবধূ গৃহাঙ্গনা তার বিনোদনে,
হয় ত শকতি নাই, গেলেন হাঁকিতে
বঙ্গের বিশাল প্রাণে, যে কাব্য-কাননে
বাজে ঠাকুরের বাঁশী বিহঙ্গ প্রভাতী
মারে সুর সাগরের পাড়ি, কিবা তাঁর
ভাষার বৈচিত্র্যে, পদলালিত্য কলার,
বৈজয়ন্তী কল্পনা অলকা, অতি উচ্চ
ভাবুকের ভাবের উৎসব , যে উচ্ছ্বাস
কাব্যামোদী সিন্ধুবুকে জাহ্নবী-প্রপাত ;
তথাপি এ মহাকাব্য মন্ত্রপূত এক
যাহার প্রথম নাদে টুটিবে কপাট,
সেটী বৃন্দাবন বেণু বাদিত নিনাদ ।
সে বাঁশী বাজিলে দেশে গৌরাঙ্গের ভোলে,
আর কিছু চাহিবে না কাব্য-কোলাহলে ;
নবান্ন কেশবার্জ্জুন নেবে মাথা পেতে,
সুধী সভ্যে সম্ভাষিয়া কাব্যাভিসারিকা
বাজাল মাদল মৃদঙ্গে গৌরচন্দ্রিকা ।

[উভয়ের প্রস্থান

আদি পর্ব্ব

প্রথম সর্গ

স্থান—যমুনাতীর-সংলগ্ন বনপ্রান্তরে শিলাখণ্ডে অর্জ্জুন একাকী উপবিষ্ট। সময়—অপরাহ্ন।

অর্জ্জুন। প্রভাবতী উষসীর শিশু নবারুণ,
অলক্তে জননী-স্নেহচুম্বনে তরুণ,
যে বিধি-বিধানে, ক্রমে মধ্যাহ্ন-যৌবনে,
উতরি পড়িছে ঢলি সান্ধ্য ছায়াপথে ;
নিয়ন্তার সে গূঢ় সঙ্কেতে, নবজাত,
তথা, মাতৃস্নেহনীড়ে অজ্ঞানাভিভূত,
সে দিনে যে ছিল শুভ্র-শিশু—সে কৈশোর
উপকণ্ঠে আজ, মন্ত্রমুগ্ধ বাহে মরু-
মরীচিকা ভ্রমে, ক্রমে দুঃখ-কণ্টকিত
ঘর্ম্মাক্ত যৌবনে। রুদ্রজ্যোতিঃ মধ্যাহ্নের,
হেরি অস্তমিত-প্রায় বনস্পতি-শিরে,
অন্তর আশঙ্কাকুল ব্যথায় চঞ্চল ;
সদা ভয়—ভাগ্যের কুহক মন্ত্রশক্তি
ছলনায় ; যৌবনের ক্ষুব্ধ অবেলায় ;

বাসনা করকাকীর্ণ প্রাবৃট ঝঞ্ঝায় ;
নগণ্য জীবনতরী পাছে ঘূর্ণিকায়,
কোথা ডুবে যায় ; যথা তৃণ পথহারা।
কে দেখাবে পথ মোরে—কে দেবে বলিয়া
কি অন্নে অন্তরক্ষুধা মিটিবে আমার ;
বিশাল বারিধি-বেলা, দেখি স্বপ্নদোলা ;
বৈশাখী বিদ্রোহী বায়ু করে রঙ্গ-লীলা,
এ ভাঙ্গা সংসার-ঘরে অভাব-দোলায়,
কি দিয়ে অশান্ত প্রাণে রাখি সান্ত্বনায় !
হে বিরাট ! মাতৃকণ্ঠে মন্ত্র শুনিয়াছি,
তুমি পরমেষ্ঠদেব এসেছ অতিথি,
আমাদের নিকটস্থ আত্মীয় সদনে ;
বিকাশ হে বিশ্বম্ভর, মহতো মহান্,
ত্রিপাদে অঙ্কিত যার বিশ্ব চরাচর,
সর্ব্বস্থিত যার সীমানায়, যিনি মাত্র
দিগম্বর অসীমের সসীম আধার,
সমক্ষে লোকচক্ষুর ; এস বাঞ্ছারাম,
এস অন্তরের ধন ; আজন্ম বাঞ্ছিত,
এস গো স্বয়মজ্যোতিঃ স্বরূপে চিহ্নিত
জগজ্জ্যোতি পূর্ণাবতারের সত্যরূপে
হও স্বপ্রকাশ—কে আছে এমন
তোমারে চিনাতে পারে ? তুমি না চিনাও

যদি অচিন্ত্য মনীষা ; অদূরের বধূ,
ললাটে সিন্দূর-লেখা কোকিল অঞ্জনা ;
হৃদয়ে সুষমারতি, পুষ্প মধুমতী,
কুরঙ্গ কটাক্ষময়ী, দীপান্বিতা বেণী,
শ্রীকান্তে আরতি করে বন-বিনোদিনী।
বিজনার এ পূজা-পদ্ধতি—এ নাটিকা
বাসন্তদেবীর—কিম্বদন্তী বৃন্দাবনে,
বাঁশরী পাগলপারা রতিসুখভৃতা
পতিতা রাধা কুঞ্জের সুরের নকলী।
কে বট বালেন্দু-শুভ্র, মধুর-দর্শন,
মৃন্ময় পীযুষকান্তি প্রফুল্ল সুতনু,
সোঽহম্ ব্রহ্মণ্যদেব বালবেশী কানু,
আসে কে স্বভাব শিশু—অহো অভ্যাগত,
গোস্বামী তরুণাদর্শ শুক প্রভুপাদ ;

(শুকদেবের প্রবেশ)

প্রণতঃ চরণাম্বুজে কিঙ্কর ভারত।
শুকদেব। শুভমস্তু তাত ! সাত্ত্বিকী বাসনা তোর,
অব্যক্তে করেছে ব্যক্ত মানব-কল্যাণে।
শোন ভাগ্যবান্, শুক আগমন হেতু
বাহি দীর্ঘপথ ; সবীজ সমাধিযোগে
হেরিযাছি আমি ওই বিপুল বিরাটে,

তুমি যা পূর্ব্বাহ্নে ভাব-প্রত্যক্ষ করিলে
ব্রহ্মজ্যোতি বিরাটের ;—দেখেছি পার্থের
সারথ্য আসনাসীন কপিধ্বজ রথে,—
তারকব্রহ্ম সে নরসারূপ্যে বিরাজে ;
যোগান্তে জনকপদে, পুলকিত প্রাণে
নিবেদিলে ধ্যানাগম ; সাঙ্কেতিল ব্যাস
ওম্ নাদে ; দৈববাণী দিল' মহাকাশ ;
শুকের সমাধিগম্য দৃশ্য মনোরম,
অচিরে ধরণীবক্ষে হবে অভিনীত ;
তাই বৎস ! আসিয়াছি হেরিতে কেমন,
শোভিবে মৃণালকান্তি গোবিন্দ সরোজে ;
কৃষ্ণার্জ্জুন কবে লোকে—করি বর দান,
এ মহাসঙ্গম তীর্থে কর মুক্তিস্নান ।

অর্জ্জুন । গুণাতীতা ব্রহ্মবিদ্ গুরো—রাষ্ট্রগুরু
কুলপতি ব্যাসের মানসাত্মজ ! এ যে
ঊর্দ্ধমূল বাসনার প্রাঞ্জল বিকাশ ।
এ আদর স্নেহাধিক স্ফটিক ভাস্বর ;
এ আশিস্ ঐশ্বরিক স্ফুট প্রত্যাদেশ ।
ঋষিবরে আজি মোর সিদ্ধ মনোরথ,
শুনিলাম, তৃষিতের তড়াগ আহ্বান ;
মন্ত্রপূত হ'নু আজ, ভবিষ্যের দৃঢ়
অন্ধকারে—সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী—

সরসিজাসন—কনককেয়ূরবানে
পেয়েছি সন্ধান ; আর কি ভাবনা গুরো !
এবার ত্রিলোকপূজ্য ধরিব সুন্দরে।
সে মোর পরমারাধ্য পড়েছে শৃঙ্খলে।
শুকদেব। অরে, পার্থ—শুন ভক্তি-স্বভাব মাধুরী,
হরিভক্তি-প্রদায়িনী পূজার পদ্ধতি।
ভক্তাধীনা হরিমতি—কিন্তু হরিবোলা,
সেবাদাসী আত্মারামে শুধু ; অহমিকা
বিষকুম্ভ দম্ভ পয়োমুখে—ষড়্‌রাগ
উদ্দাম নবযৌবনে—প্রভুত্ব খেয়ালে
উদ্বেলিত হ'লে ; কামনার ক্রীতদাস্যে,
কার সাধ্য শুদ্ধ সত্ত্ব গোবিন্দসুন্দরে,
হৃদ্-মন্দিরে ধ'রে রাখে ; ইন্দ্রিয় প্রবল
সবলে ডুবায় কাম—জীর্ণ সে ভেলায়,
নাবিকের অবেলা খিয়ায়। নির্ভরতা
আসক্তি নির্ধৃতারতি—প্রীতি ভালবাসা
ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণাত্মীয়তায় ; তপ, হোম
বেদোক্ত বৈদিক যাগ—জ্ঞানরজ্জু ; পোত
সহায়ক ; নহে কিন্তু তরীর তারক,
জীবত্বে চরমোৎকর্ষ শ্রীহরি সঙ্গত্।
এ কারণে নিমজ্জিতে সে সিন্ধু-সোহাগে,
সত্য যদি জাগে অনুরাগ ; ওম্ হরি

জপ্যমান রহ দিন-রাত ; মৈত্র পাতো
বিশ্ব পরিবীরে ; ভক্তিপুষ্পে প্রেমিকের
রঞ্জ তাঁর রাতুল চরণ—ধ্যানযোগে
মানস প্রত্যক্ষ কর হিরণ্ময়ী ছবি,
পদ্মনাভ, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,
তবে সে সত্যের সত্যে চিনিবে কদাপি :
প্রশান্ত পরমানন্দ আসেন যদ্যপি ।
আসি বৎস—হের অস্তাচলাবলম্বিনী,
জগত-প্রসূতি আদ্যা আদিত্য বিভূতি ।
ব্রাহ্মণ প্রসাদ পেও—অচিরে হেরিও
উদ্গীথ আনন্দ-ঘন ভূমা চিদাকাশ ।

অর্জ্জুন । ভগবন্—গুরুব্রহ্ম—হে মুক্ত-স্বভাব,
কি গুরুদক্ষিণা আজ দিব এ মন্ত্রের ;
আছে এ নৈবেদ্য প্রাণ উৎসর্গ দিলাম
শ্রীপাদ-পঙ্কজে, প্রভো, কর দৃষ্টি-ভোগ ।

শুকদেব । এ নহে মন্ত্রের দান ; প্রারব্ধ স্বভাবে
উদ্বুদ্ধ করেছি, জ্ঞানের তত্ত্বান্বেষণে ।
হইও স্বকৃত মন্ত্রশিষ্য কেশবের ;
আমি উপগুরু তোর ; শিক্ষা প্রাথমিকে
রোপিনু সংস্কারে, সত্যে প্রত্যক্ষকরণে ।
যাই বৎস—ব্রাহ্মণ্যের প্রত্যবায় ঘটে ;
না পূজি অর্দ্ধাস্তরূপে জ্যোতিঃ স্বরূপের ।

অর্জ্জুন। বিদায়—বিগলিতাঙ্গে কার প্রণিপাত,
নমো নমঃ তাপসেন্দ্র তরুণ সম্রাট।

[শুকদেবের প্রস্থান

কি সুন্দর এ সন্ধ্যার নাট্য প্রহেলিকা,
স্নাতক করিয়া গেল শ্রীমণিকণিকা।
এ কি মোর ব্রহ্মজন্ম দিলেন ব্রাহ্মণ?
করিয়া ব্রহ্মোপদেশ হরি-মন্ত্র দান।
শুন ওরে জীবগ্রাম চরাচরবাসী,
শুন গো অম্বরলোকে দেব-পারিষদ,
ভেদি ধরাতল, শুন রে অনন্তনাগ,
আর যত আছ লোকপাল—ব্রহ্মবিদ্যা
আরম্ভ করিল সিদ্ধ পুরুষ আমার।
জ্ঞানাঞ্জনে উদ্‌ঘাটিল দ্বার;—ভাগ্যবান
মোর সম কে আছে কোথায়? কে কোথায়,
লভিয়াছ নারায়ণে সাম্য আঙিনায়?
যোগীশ্বর ঈশানের সমাধি-সম্পদে,
রত্নেশ্বরী কমলার চিন্তামণি ধনে,
অক্ষর-পরমব্রহ্মে—আদ্যন্ত অমৃতে,
চিন্ময় দুরধিগম্যে বিনা সাধনায়,
লভিতে চলিল পার্থ গুরু-করুণায়।
দীননাথ—হে অনাথনাথ—পতিতের

অনন্ত আশ্রয়—ভক্তের আশার আলো,
মুক্তির প্রদীপ—প্রত্যয় কি হয় প্রভু,
মোর রথে জগন্নাথ হবে অধিষ্ঠান!
শুক-উপদিষ্ট মন্ত্রে হই সন্দিহান ;
জানিয়াছি মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু তুমি,
বড় সাধ জাগে প্রাণনাথ—প্রাণসখা
বলি তোমা করিতে আহ্বান—রামায়ণে
চণ্ডাল গুহকে যথা মিতাল রাঘব,
সে ব্রাহ্ম মৈত্রেয় সুখে ভাগ্যবান ক'রে ;
বর দত্ত্বা আর্ষবাণী ঋতম্ভরা·রেখো।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! শার্দ্দূল-শাবক দেখ,
হত গদাঘাতে ; গিয়াছিনু বনান্তরে
মৃগয়ান্বেষণে—প্রাণপাতে তন্ন তন্ন
করেছি সন্ধান—হেরি অস্তাচলচূড়ে,
হতাংশু মার্ত্তণ্ডদেবে,—ভগ্নমনোরথে,
ফিরিতেছিলাম তব সন্ধান-উদ্দেশে।
মধ্যপথে হেরিলাম মৃগারি শার্দ্দূলে ;
লক্ষ্য করি ভীম গদা করিনু নিক্ষেপ ;
ভ্রষ্ট লক্ষ্য, গদা তার·শিশুর গ্রীবায়

যমদণ্ডে করেছে প্রহার—পশুরাজ
পলাইল প্রাণ লয়ে ফেলিয়া শাবকে
কৃতান্ত-করাল-করে। এ স্নেহ-কার্পণ্য
পিতৃত্বের—প্রাণে মোর বাণ বরষিছে।
রুধির-প্লাবিত মুখ যতই নেহারি,
ততই বিদীর্ণ হয় বক্ষ এ ভীমের ;
অশ্রুধারা বন্যা ঢেলে দেয়—হা ভারত !
বিধাতার অভিশাপরূপী, শিশুহত্যা,
ভীমবীর্য্যে বিভীষিকা করে উদ্দীপন ;
ক্ষত্রিয়ত্ব বিচূর্ণিত আজ—ক্ষতবীর্য্য
ভীমসেন জ্যেষ্ঠপদে কি দিবে উত্তর।

অর্জ্জুন। মধ্যমার্য্য, ভগ্নগ্রীবা শার্দ্দূল-শাবক,
কি এক অস্ফুট ছবি ভবিতব্য রাগে,
ফুটায় হৃদয়াকাশে অলক্ষিতালোকে।
জানিংনাক দুর্ভাগ্যের কোন লহমায়,
যমদণ্ডাঘাত সম, অভ্রান্ত নিক্ষেপ
শূলিভুজে শূলক্ষেপ যথা, ব্রহ্মমন্ত্র
উদ্গারিত যথা অভিশাপ, লক্ষ্যভ্রষ্ট
হয়ে গেল ; একদিকে সৌভাগ্যের
বৃহস্পতি দশা ; নরের মোক্ষার্থ লাভ ;
দীনের সম্রাট-পদ ; বিধি করুণার,
উৎকৃষ্ট অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দানে পূর্ব্বরাগ।

পক্ষান্তরে, অতি তীব্র তীক্ষ্ণ অভিশাপ,
জর্জ্জরিত নিন্দা-হলাহলে ; পুরঃসর
বাসন্তী-পূর্ণিমা নিশি ফুল্ল জোছনায়,
অকস্মাৎ ঘনঘটা বৈশাখী ঝটিকা।
দ্বারে হর্ষে অভ্যাগত ব্রহ্ম মহাজন,
অভ্যন্তরে শিশুহত্যা কাণ্ড বিভীষণ ;
চির-প্রহেলিকাময়, দাদা, বিধাতার
অদ্ভুত বিধান ; সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বুঝি
হয় না কোথায় ? যা হবে তা হোক আর্য্য,
কি হবে ভাবিয়া ;—স্কন্ধে মৃগরাজ-শিশু,
হৃদে ভক্তি নারায়ণী, বহিবে এ বাহু
মৃগয়ায় পুরস্কার—দানিব অগ্রজে
প্রথম গুরুদক্ষিণা মৃগয়া দীক্ষার।

ভীম। রে অর্জ্জুন ! আত্মগ্লানি-জর্জ্জরিত প্রাণে,
এ তোর সান্ত্বনা যেন সুধার প্রলেপ।
কিন্তু তোর ভাষা-লিপি অজানা গন্ধের,
যেন কি সম্বাদবাহি ; সত্য বল মোরে ;
কিশোর বালক বোধে, যমুনার তটে,
রেখে গেনু নিরাতঙ্কে—না নিলাম সাথে,
ভীষণ হিংস্রকাকীর্ণ ভয়াকুল বনে ;
ইতোমধ্যে কি সৌভাগ্য ফুটিল তোমার,
স্ফূর্ত্তি যার হাস্যাননে দিল স্বর্ণরাগ।

বল মোরে প্রাঞ্জল ভাষায়—শুনে ভীম
দাবানল-দগ্ধ হিয়া করে সুশীতল।

অর্জ্জুন। এ ঘটনাচক্রে ভাষা পারে না বর্ণিতে,
এ যে আর্য্যা, অঘটনপটীয়সী দয়া।
সর্ব্বশাস্ত্র নিগমের চিন্তার অতীত!
প্রখর মধ্যাহ্নে যবে রাখি নদীতীরে
সশঙ্কিত প্রাণে—স্নেহ-স্বভাবে দুর্ব্বল,
আশ্বাসিয়া ফিরিবে অচিরে,—চ'লে গেলে,
আমি একা, বিবিধ চিন্তায়,—আত্মহারা
অপেক্ষা করিতেছিনু পুনরাগমন।
সে ভাব আবেশে—প্রাচীকণ্ঠে পৌর্ণমাসী
শশী—প্রতীচীর রক্তারুণারুণ, আসি
তেজঃপুঞ্জ বাগ্মিবর সাধু—শুনালেন,
ঈশ্বরের আগমনী নিধু—"ভাগ্যবান!
ধ্যানযোগে শ্রীগোবিন্দে কপিধ্বজ-রথে,
পার্থ সাথে করেছি দর্শন"—আরণ্যক
বেদব্যাস শুনি তার পুত্র-নিবেদন,
ওম্ নাদে হরষিল;—দিয়ে কাম্যবর,
তপস্যা-প্রসূত সেই সিদ্ধ নবারুণ,
অস্তমানে অর্ঘ্য দিতে গেল। মধুমতী,
এ হেন পরমানন্দা সৌভাগ্যের ঝুলি
কে কোথা কুড়ায়ে পায়? প্রেমরসে

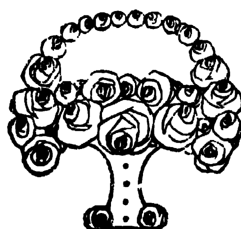
মাতিল পরাণ, বাসনার সুনিবিড়
রেশমী অঞ্চলে—সুখনিদ্রা পেতেছিনু,
যে তন্দ্রা করুণাহ্বানে, খুলিল পলক।
চল দাদা, যাই গৃহে,—ছায়াময়ী নিশা
অস্পষ্ট করিছে ক্রমে দূর বনপথ।

ভীম। চল ভাই স্নেহের মাণিক, শুনি তোর
অদ্ভুত বারতা,—বিস্ময়-কারুণ্যে প্রাণ,
নিতান্ত শিশু-আহ্লাদে হতেছে চঞ্চল।
যজ্ঞান্তে যাজ্ঞিক দেয়, সোম মধুপানে,
উৎকণ্ঠিত অন্তেবাসী যথা ; তেমতি এ
আশ্বাসিত গোবিন্দ-মিলনে—সোমসিন্ধু
পিপাসায়—অতিষ্ঠ হতেছে প্রাণমন।
এ সুখ, চিন্তার স্রোতে করে কণ্ঠরোধ,
যথা রুদ্ধবেগ অন্তঃসলিলা ফল্গুর।
চল ভাই গৃহে যাই ; এ উৎসব-রাগ,
জ্যেষ্ঠ তারে না বাজিলে হবে না সুতার।

অর্জ্জুন। স্নেহাতুরা এতক্ষণ দুঃখিনী জননী
ভয়াকুল পুত্রগণ সহ—না জানি কি
দুশ্চিন্তার তীব্র তাড়নায়—হতেছেন
কত না কাতর—ভুলি নাই সুমধ্যম,
মাতৃকণ্ঠে আমরা পাঁচটি ভাই—দুলি
একবৃন্তে পঞ্চফল পঞ্চামৃত-রসে।

যে কোন পাণ্ডবোৎসব গেয় অভিনেয়,
পঞ্চাননে নিনাদিত ; অন্তথা অজ্ঞেয়।
প্রণমামি বনভূমি গুরুমন্ত্রাসন
আবার আসিলে দেবি দিও মা চরণ।

[উভয়ের প্রস্থান।



দ্বিতীয় স্বর্গ

স্থান—দ্বারকাশ্রম, সময়—পূর্ব্বাহ্ন

কৃষ্ণ ও বলরাম উপবিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণ : আর্য্য ! মহারাজ উগ্রসেন,—শুনিতেছি
বৈদ্যরাজে জিজ্ঞাসু আলাপে,—জানিয়াছে,
অদূরস্থ মরণের দূত,—অপেক্ষিছে
দিবসান্তরালে ; একান্ত প্রার্থনা তাঁর,
মুমূর্ষু জীবনাধার জহ্নুবালা-কোলে,
শেষ শয়নের শয্যা পাতুক অন্তিমে।
আজীবন সহিতেছে, অসহ্য যাতনা,
কুপুত্রের দুর্ব্বিনীত ঘোর অত্যাচারে ;
শেষ জীবনের এই সাধের বাসনা,
অশান্ত প্রাণের গুহ্য পুণ্য অভিলাষ,
যদি থাকে অভুক্ত তাঁহার,—দেহমুক্ত
দুঃখিত পরাণী, দীর্ঘনিঃশ্বাসের বাণী,
বর্ষিবে যাদবোপরি কল্পান্ত অবধি।

বলরাম : হ্যাঁরে হরি ! বেদকণ্ঠে এ কি মোহ ক'লি,
যার নাম—নরলোকে মৃতসঞ্জীবনী,
মৃতকল্পে, শিবত্ববোধিনী ; নামাঙ্কিত
সে ব্যক্তিত্বে যদি কেহ শুভদৃষ্টি পায়,

তার ইচ্ছা-পূর্ণতায় বিঘ্ন কে ঘটায় ?
ভুলে কি গিয়াছ বিষ্ণু জাতিস্মরতায় ?
অথবা চাতুরী শুধু ভুলাতে আমায় ;
বার বার যদি মোরে করিস্ তাড়না,
এ ছলায় রে মাধব,—সমুচিত দণ্ড
দিব তোরে ;—সংসারের মোহ-ঘূর্ণিপাকে
ভাসা তরি কর্ণধার কেবল ঘুরাও ।

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য ! এ কি অহেতুক রোষানল তব ;
অহোরাত্র সুরাপানে বিকৃত মস্তক,
সদসদ্, যা কিছু কহিব,—মন্দভাবে
লবেন তখুনি ; না করি জিজ্ঞাসা যদি,
নেশায় উদভ্রান্ত এক উৎকট সন্ন্যাসে ;
অমনি অবজ্ঞা দোষে দণ্ডেন অনুজে ;
মনে হয়, দাদা আর নাহি ভালবাসে ;
কিংবা সেই শৈশবের প্রেম-বিনিময়
হ'ত মাত্র অভিনয় ; ছোট ভাই বলি
অকপটে দাদা যদি করিতে আদর,
অভিন্ন হতাম, তব হৃদয় হইতে,
তবে কি প্রকৃতিগত অহেতুক রোষ,
রামকৃষ্ণ-ভ্রাতৃত্বের জ্বালে বিষজ্বর ।

বলরাম। আরে রে, বঙ্কিম ! সুরাপানে মত্ত আমি ?
আর তুমি থাক, পূর্ণজ্ঞানে ধরাবক্ষে,

মহামিথ্যা করিতে রটনা ; ছলনায়
চাহ বুঝি লুকাইতে আধিদৈব ভাষ ?
চূর্ণি তোর মায়াছাঁদ হলের ফলকে,
ভাঙ্গিয়া বিশ্বের শিল্প দেখাব অচ্যুতে।
কৃষ্ণে নাহি ভালবাসে রাম ? রে কপট,
এ কথা বলিতে তোর নাহি এল ভয় ?
শৈশব হইতে যারে, হৃদি অন্তরালে,
রাখিয়াছি অন্তর্য্যামী করে ; সঙ্গোপনে,
প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা হিরণ্যকুসুমে,
সাজাতেছি বরবপু যার ; প্রাণ-ভরা
আশিস্ মঙ্গল, দেছি চন্দন-তিলক।
যার নিন্দা পশিলে শ্রবণে—ক্রোধোন্মত্ত
বলরাম আহ্বানে প্রলয়ে,—সেই জন
নিন্দে তারে কপট বলিয়া ;—এই সূত্রে
ধরাবক্ষে ভালবাসা হয় অনাদৃতা।
কৃষ্ণ বিনা বল রাম ছিল কোন্ দিন ?
যোগনিদ্রা-ঘোরে যবে ছিলে সে নির্ব্বাণে,
আমার অনন্ত শেষে ; এ বিশ্ব জগত
অণু-পরমাণু-গুচ্ছে ছিল লুকাইয়া ;
গুণময়ী প্রকৃতির ছায়া চিত্রাবলী,
নির্গুণের মহাশূন্যে গিয়াছিল ডুবি,
কোথা ছিলে সেই দিন ? ব্রহ্মজ্যোতীরেখা—

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যথা—অনন্ত শয্যায়—
রক্ষিত হইয়াছিল কপটের কোলে।
শিশু যথা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে—জায়া-পুত্রে
অনুরক্ত হয়ে,—বীজ-রক্তে স্নেহক্ষীরে,
হয় সন্দিহান, তেমতি এ লীলা তোর।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষম আর্য্য, অপরাধ কৃষ্ণের তোমার;
উদ্‌ঘাটিয়া বিস্মৃতির দ্বার,—প্রকৃতির
প্রাণহীনা ছবি—আর দেখায়ো না মোরে।
প্রেম আশে রচেছি সংসার,—প্রেম-মধু-
আস্বাদনে উৎকণ্ঠিত প্রাণ; চূর্ণ করি
মধু জাগরণ, দেখাও না অবাস্তব
অস্ফুট জগত; অতি দীন প্রেমহীন
শ্মশান-কঙ্কাল; হের আসিছে সাত্যকি,
অনুমানি সমাচার বহে অজ্ঞাতের।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। রাম-কৃষ্ণ! করি প্রণিপাত,—আসিয়াছে
বীর বপু,—জ্যোতিষ্মান্ ইন্দীবরনিভ,
আজানুলম্বিত ভুজ; দেব-আত্মা সম,
সুন্দর কশ্চিত্ যুবা প্রতিভা-মণ্ডিত;
পরিচয়ে বিজ্ঞাপিল হস্তিনায় ধাম,
যাদবের পিতৃস্বসা কুন্তীর নন্দন—

অর্জ্জুন-নামাধিকারী ; দর্শন-ভিখারী,
একান্তে যাদবপতি কৃষ্ণ-বাসুদেবে।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনিয়াছি অর্জ্জুনের নাম,—পিতৃহীন
পঞ্চভাই ওরা ; লয়ে এস সমাদরে।

[সাত্যকির প্রস্থান

বলরাম। দেখ ভাই, বোধ হয় অন্ধরাজ সনে
রাজ্য লয়ে বেধেছে বিবাদ ; অন্তরালে
থাকি, সবিশেষ করিব শ্রবণ—পরে
পরামর্শমত কার্য্য সাধিব দু'জনে।

প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। আয় পার্থ প্রিয়তম—ভক্তচূড়ামণি,
তোরে লয়ে খেলিতে সংসারে, মধুমুগ্ধা
রাধিকায় বিসর্জ্জন দেছি ; অপেক্ষায়
কত বর্ষ যায় ; আঁখিধারা অভিষিক্তা—
মর্ম্মবাণী প্রাণসখা মন্ত্রে আবাহন ;
প্রেম প্রীতি ভালবাসা পুষ্পাঞ্জলি গাঁথা,
দীর্ঘ অর্ঘ্য উপাসনা ; অহর্নিশ মোরে
করিছে ভর্ৎসনা। কতবার সকাতরে
ডেকেছ আমায়, বাসুদেব এস, বলি
মুহুর্মুহু নিরাশ্রয়ে করিছ প্রার্থনা।

পরিপূর্ণ সাধনা এবার—আয়—আয় ?
সাধ পূর্ণ কর্ তোর হেরি মাথুরায়।

(সাত্যকি ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কি মধুর ব্রজের মাধুরী ; কিবা স্নিগ্ধ,
নৃত্য নাগরালী ; কিবা মদনখঞ্জন
নিরুপম বাঁকা ঠাম ; নবঘনশ্যাম,
উজ্জ্বল কৃষ্ণাঙ্গ জিনি সান্ধ্য নীলিমায় ;
চন্দনচর্চ্চিত তনু, বিনোদ বয়ান,
চাঁচর চিকুর কেশ, গলে ফুলমালা,
পীতবাস চক্রধর প্রেমের ঠাকুর
লাবণ্যের মৌক্তিমায় ঢালা ; আহা মরি,
এত রূপ কোথা ছিল ? বড় সুপ্রভাত,
প্রথম প্রণামাঞ্জলি দেই শ্রীচরণে ;
নমি—নমি, নমি স্বামী সাষ্টাঙ্গ সম্ভ্রমে।

(নমস্কার ও অগ্রসর হওন)

শ্রীকৃষ্ণ। সুস্বাগত ক্ষত্রবীর ! কোন্ প্রয়োজনে,
সুদূর হস্তিনা হ'তে, কহ—কৌরবের
এ শুভাগমন ; প্রকাশিয়া সবিশেষ,
যাদবের চিন্তা দূর কর হে কৌন্তেয় !
মহামতি পিতামহ, ভীষ্ম মহারথী,

জ্যেষ্ঠতাত অন্ধরাজ, পিতৃব্য বিদুর,
দ্রোণাচার্য্য আচার্য্য-শার্দ্দূল, পিতৃষ্বসা
পাণ্ডুজায়া কুন্তী ভোজবালা, পঞ্চভ্রাতা
পাণ্ডবেরা, সকলে ত আছেন কুশলে ?

অর্জ্জুন। বাসুদেব, আপনার প্রশংসিত সবে,
সবিশেষ আছেন কুশলে ; আসিয়াছি,
তীর্থযাত্রা-ব্যপদেশে দূর দ্বারকায়,
সুদূর হস্তিনা হ'তে পৌরব কৌন্তেয় ;
প্রয়োজন গুহ্যতম, বাসুদেব-পদে,
মর্ম্মন্তুদ রহস্য রঞ্জনে ; নিরজনে
চাই সদ্যঃ নিবেদিতে অন্তর্ব্বেদনায়।

শ্রীকৃষ্ণ। পথশ্রান্ত তুমি হে কৌন্তেয়,—আতিথেয়
যাদব-কুটীরে আজি করিয়া গ্রহণ,
সম্মানিত কর আমাদের ; গত-ক্লান্তি
প্রমোদ-উদ্যানে বসি, দিবা অবসান,
বিশ্রম্ভ-আলাপে দোঁহে করিব যাপন।
হে সাত্যকি, তব শিরে অর্পিলাম আজি,
ক্ষত্রবীর কৌরবের আতিথেয়-ভার।
দেখ' যেন দীপ্যমান পৌরব-গৌরবে,
করিও না হতাদর অজ্ঞ অযতনে।

অর্জ্জুন। বাসুদেব ! পরিতুষ্ট অতিথি তোমার,
কৌরবের যথাযোগ্য সহজ সম্ভ্রমে।

কিন্তু ক্ষাত্র কৌলীন্যের কুটুম্বিতা ভোগে
আসি নাই স্বাধিকার-প্রমত্ত উদ্বেগে।
যে বংশে ক্ষত্রিয় গুরু গাঙ্গেয় জীবিত
বীর্য্যের সম্মান তার ক্ষোদিত তোরণে।

(বেগে বলরামের প্রবেশ)

বলরাম। আরে—রে,—পাণ্ডব—বাতুল প্রলাপে যথা,
তেমতি এ অসম্বদ্ধ বাক্যাবলী তোর ;
রসনা সংযত রাখি নিজ প্রয়োজন
সাবধানে কর বিজ্ঞাপিত—স্থির জেনো,
ক্ষাত্র-দম্ভ ক্ষমে নাক কভু হলধর।

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য, এ যে অতিথি কৌন্তেয় ;—পান্থজনে
অসংযত অসম্মান দানে—কেন কর
তীব্র অনাদর ; সনাতন গৃহধর্ম্ম
মহাপাপে হবে কলুষিত। আর্য্যনীতি,
আতিথেয় দান—মহাধর্ম্ম ভারতের ;
সে ধর্ম্মপালনে কেন, কহ আর্য্যগুরু,
বিচলিত নেহারি তোমায় ? বিশেষতঃ
গাঙ্গেয়-সম্ভ্রমে কেন ক্ষুব্ধ বলদেব !

বলরাম। অবশ্য ভীষ্মের কার্য্য—যোগ্য সুযশের ;
তবু শ্লেষাত্মক বাক্য নহে মার্জ্জনীয়।
যদিও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আতিথ্য-পোষক,

তথাপি অতিথি যেন ধর্ম্মের পীড়ক,
নাহি লভে আত্মশ্লাঘা করিতে সুযোগ,
করে নাই বলদেব নিন্দা অতিথির,
করিয়াছে কৌরবের দম্ভে শেলাঘাত।

অর্জ্জুন। যে সাধু সঙ্কল্পে আজো অপটু ভার্গব।
শুনি লোকমুখে, যবে জরাসন্ধাসুর,
কংসের শ্বশুর,—আক্রমিল মথুরায়,
গোপালের মধু মথুরায়, যাদবের
মাতৃভূমিকায় ;—সে সঙ্কটে কোথা ছিল
ভীষ্মের গৌরবে ক্ষুব্ধ বীর্য্য যাদবের ?
পার্ব্বত্য-প্রদেশ-পথে—আসি দ্বারকায়,
রাম-কৃষ্ণ বেঁচে আছে, অর্দ্ধমৃত প্রায় ;
করে নাই ক্ষত্র যাহা করেছে গাঙ্গেয় ;
ক্ষত্রের বিশাল বুকে অদ্যাপি জগতে ?
অক্ষত এ ক্ষত্রোত্তমে কে কোথা দেখেছে ?
দুর্নিবার, কোন শূর আছে এ জগতে ?
অপূর্ব্ব ত্যাগের কক্ষে বীর্য্যের পাহাড় ;
আজন্ম অপরাজেয় শূরে কে নিন্দিবে ?
কৌরবের ক্ষাত্র তেজ জগত-বিদিত
হাস্যাস্পদ দেখি তাহে—অসূয়া প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণ। যদিও গাঙ্গেয় অতি শ্লাঘ্য বলবান,
তথাপি মানব দেবে কোথায় সমান ?

না হের, কৌন্তেয় হেথা স্বয়ম্ভূ উদয়,
মহাবীর্য্য রত্নাকর, দেব হলধর।
ভার্গব পরাস্ত বলে ভীষ্ম-ভুজবলে,
কেহ কি বলিতে পারে কি ঘটিত ভবে,
বাধিত যদ্যপি রণ ভীষ্ম-বলরামে।
কংস বা শ্বশুর-ভয় ছিল না মোদের,
তবে দৈব মহাবলে আছে সদা ভয় ;
তাই ত লুকায়ে আছি শৈল-সানুদেশে ;
বলদেব ঈর্ষা করে ভীষ্মের সৌরভে
এটা কি উচিত তব কহিতে কৌন্তেয় ?

অর্জ্জুন। অবিদিত নহে পার্থে দেব হলধর,
বহুশ্রুত সবিশেষ বীর্য্যের ব্যাখ্যান ;
শুনিলাম ভীষ্মকণ্ঠে পুনঃ সে দিবসে,
নারায়ণ পলায়েছে জরাসন্ধ-ভয়ে,
দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটে ; তাই অসঙ্কোচে
এত কুৎসা নিবেদিনু এ বাদানুবাদে ;
এ নহে দম্ভের বাণী, সত্যের ব্যাখ্যান ;
ব্রহ্মবীর্য্য বলাকর যদি হলধর,
মহাশক্তি পূর্ণ কলেবর, ভ্রূভঙ্গীতে
যাঁর ত্রিলোক কম্পিত হয়, কেন তাঁর
ঈর্ষা দ্বেষ উচ্চতম সন্তান গৌরবে ?
কহ আর্য্য, দেবতা কি সুপ্রসন্ন নহে

ভীষ্মোপরি ?　দেবতার—ভীষ্মের সদৃশ,
আছে কি সন্তান আরো ধরণীর বুকে ?
চিনি নাই তাই দোষ করেছি বাসুকি,
কৃপণ নহিক কভু স্বয়ম্ভু সম্মানে।
বলদেব কৃপাভিক্ষা মাগি শ্রীচরণে।

বলরাম। সন্তুষ্ট হ'লাম বটে বিনয়-বচনে,
কিন্তু ওই তীক্ষ্ণ শেল যাদব বিক্রমে,
ভুলিতে কি পারে হলী, কভু এ জীবনে ?
থাক কৃষ্ণ গৌরবের—অতিথি লইয়া,
পাণ্ডবে ত্যজিল কিন্তু রাম রীতিমত।

অর্জ্জুন। তথাপি সহস্র নতি করি শিবতমে,
প্রলম্ব ধেনুকহন্তা ডরি না যাদবে।
কিন্তু মোরা পঞ্চ ভাই দেবতা-রক্ষিত,
আশ্রিত দেবতা-পদে ; দেবতার বরে
লভিয়াছি কৌরব জীবন ;　দেবভোগে
নিবেদিত আরতির পঞ্চদীপ-শিখা,
দেখো প্রভু, পঞ্চপাত্রে এ দীপ মাল্যের,
বিশেষতঃ মধ্যমানে, বঞ্চিও না কভু।

বলরাম। প্রীত বড়, আমারে করিলি পার্থ, সাধু-
ধর্ম্মভানে ;　চলিলাম তীর্থপর্য্যটনে ;
তোদের রহিবে হরি সম্পদে-বিপদে।
আমি কিন্তু রাখিব না পাণ্ডব-সংস্রবে।　　[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ পার্থ—সমুদ্র-মন্থনে, উগারিল
হলাহল, ফণী যথা—সুধাভাণ্ড ভালে;
তেমতি এ বিবাদের ফলে—লভিয়াছ
অখণ্ডন দৈব শুভাশিস্ ; চল বীর,
বিশ্রাম-আগারে তব, যেথায় সাত্যকি
শিষ্যব্রতে গুরুসেবা দানিবে তোমায়।

অর্জ্জুন। পীতাম্বর—একবার বলেছি তোমায়,
পুনরায় বারম্বার কহি শ্যামরায় ;
আসে নাই ল'তে পার্থ অতিথি-সৎকার,
ক্ষিপ্তপ্রায় মস্তিষ্ক আমার ; শ্রান্ত নহি
পথশ্রমে, ক্লান্ত বড় মনের আগ্রহে ;
হারায়েছি সদসদ্ শক্তি বিচারের,
পূর্ণ কর আকাঙ্ক্ষা প্রাণের,—বাসনার
শুষ্ককণ্ঠে করি বারিদান, নিরঞ্জন !
আশ্রিতে আশ্রয় দান কর অগ্রিমায়।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যস্ত কেন হতেছ কৌন্তেয়, সৎসাহসে
বাসনা নরের কভু অপূর্ণ কি রহে ?
পূর্ণকাম হবে তুমি রথী, যাই আমি,
বাড়ে বেলা ; যাও তুমি সাত্যকি সহিত।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। এসেছে মনের পদ্মে—ক্রমে প্রভাতিবে।

চল বীর সাত্যকি সুজন—কৃষ্ণাদেশে
আজি হ'তে শিষ্য তুমি পার্থ পাঠাগারে।

সাত্যকি। কৃতার্থ হ'লাম, লভি সদ্‌গুরু-সম্পদে,
বরিনু তোমারে গুরো রণ-অধ্যাপনে ;
অগ্রসর হন প্রভু অদূর আশ্রমে।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণাশ্রমে আশ্রমিত হ'লাম সাত্যকি,
এ দিনের শুভবার্ত্তা রেখো মনে করি ;
চল শীঘ্র, তর্জ্জনিছে কোপ-ছলা হরি।

[উভয়ের প্রস্থান।



তৃতীয় সর্গ

স্থান—পরশুরামের আশ্রম-বহির্ভাগ। বনপথ।

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ। কর্ণ একাকী আসীন।

কর্ণ। ওঃ, এ কি দুর্দ্দিন এল মোর ; ভেবেছিনু
অনৃতের শাঠ্য কুহেলায়, ঈশ্বরের
আত্মম্ভরী বিমনার দুঃস্থ অবেলায়,
শক্তি যা প্রলয়ঙ্করী করিব লুণ্ঠন ;
কিন্তু এক কীট দুরাচার, কীটযোনি,
কর্ণের প্রকাণ্ড শিল্প ছিন্ন ক'রে গেল ;
কোথা যাই, কোথা বা পলাই ; দিনমণি!
জগতের সুদর্শন সর্ব্বজ্ঞ সাক্ষাত।
বলে দিন—কোথা কর্ণ, এ দৈন্য-দুর্দ্দিনে
ক্লৈব্যের কলঙ্ককুণ্ঠে রাখিবে গোপন ;
ও কি ! মহাশূন্যে ছোটে বহ্নির শলাকা ;
প্রভাতের বায়ুশ্বাসে অনল উদ্গারে ;
ওঃ ! কোঽহয়ম্ ! কে গো উগ্র প্রচণ্ড মধুর !
দয়া ক'রে পদাশ্রিতে দিন পরিচয়,
গলগ্নীকৃতবাসে, দিয়ে বরাভয়।

(সহসা সূর্য্যের প্রবেশ)

সূর্য্য। বৎস, কর্ণ মোর, আমি রে জনক তোর,
পারিবে না চিনিতে আমায়। কোথা যাবি,
আশ্রয়ের কিবা প্রয়োজন? নিরাশ্রয়ে
অধিষ্ঠিত সর্ব্বশক্তিমান—নিরাধারে
ঈশ্বরের শক্তিবীজ লভে অঙ্কুরণ;
দেহ-কক্ষে হৃদ্বাসরে মন পদ্মাসন,
মুক্তপথে পেতে রাখ, আসিবে গোঁসাই!
জগতে তাচ্ছীল্যকর, সূর্য্যের তনয়,
ঈশ্বরের রোষমন্যু কর প্রজ্বলিত;
সে ব্রাহ্মী ভীষণা ভর্গে ভস্মীভূত হয়ে
নির্ব্বাণে মুছিয়া যাবে।

কর্ণ। সূর্য্যাত্মজ আমি,
কর্ণের কি এই পরিচয়; স্নেহময়
কোন্ ভাগ্যবতী নারী ভাস্কর-ঔরসে,
রতি দিল জন্মোৎসবে মোর; বল পিতঃ,
এ পাঞ্চভৌতিক দেহে কাহার সন্তান।

সূর্য্য। পরিচয়ে পৃথার তনয়,—পার্থ নয়;
সে কুমারী আজি বিবাহিতা, কুন্তীনাম্নী
পাণ্ডুর মহিষী; বালিকার খেলাঘরে
চেয়েছিল পরীক্ষিতে আর্ষ করুণায়,
বরলব্ধা দুর্ব্বাসার সেবানুকম্পায়।

হেরিয়া একদা নভে, নবারুণ ছবি,
কুলক্ষণে মন্ত্রে আরাধিল ; ভানুস্পর্শে
ঋতুমতী হইলে কুমারী—প্রসবিল
তোমায় কানীন্ ; লজ্জার দুঃসহভারে
কুমারীর ক্ষুব্ধপ্রাণ, ত্যজিল সন্তানে,
তটিনীর তাড়িত-কল্লোলে—কন্যাধর্ম্মে
দিয়ে সমাদর ; হ'ক্ বৎস—মাতৃপক্ষে
একটি নিশ্বাস তব করিও না ব্যয়।
শোন কর্ণ, বিধাতার নির্ম্মম লিখন।
শত্রুর জননী গর্ভধারিণী তোমার ;
কৌলীন্য স্বনামধন্যে ক'রো উপার্জ্জন ;
ভিক্ষাভাণ্ডে মাগিও না কুলের সম্মান।
যাই বৎস ! সাবধানে থাকিও সন্তান।

[প্রস্থান।

কর্ণ। পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ—তপোধন পিতা,
পিতার সন্তোষ পুণ্যে, তুষ্টি নিবেদিব,
এ প্রাণের ইষ্টদেবতায় ; কোথা পথ,
এই ত বুঝিনু সব ; পিত্রাদেশে রাম
করেছিল জননীর মস্তক ছেদন ;
আমি শিষ্য তাঁর, মাতৃত্যক্ত জলে ভাসা
দুরন্ত সন্তান ; গুরুও করেছে ত্যাগ ;

মাত্র তুমি পিতঃ, এ দুর্দ্দিনে আসিয়াছ
মৃতকল্প কালীনেব জ্বালিতে বাসনা।
যে বাসনা একদিন হয় ত জগতে,
ঈশ্বরের ভূমণ্ডলে, ভূমিকম্প দিবে ;
নয় ত গলিতাঙ্গারে স্বয়ম্ ভস্মিবে।

(সহসা পাপের প্রবেশ)

পাপ। কে তুমি সুজন, পার কি করিতে সেটা ?
একবার শিক্ষা কিছু পার কি দানিতে,
ঈশ্বরের দাম্ভিক খেয়ালে ;—অত্যাচার,—
অত্যাচারে,—জ্বলে হিয়া মোর,—আমি তার
একটি সন্তান,—তারি হাতে ক'রে গড়া
কারাগারে গেল দিন মোর,—আরো যারা,
তাঁহারি সন্তান,—অহর্নিশ সুখভোগে,
যাপিছে জীবন ; মোর প্রতি অত্যাচার
শুধু ; যেন বলীবর্দ্দ দুঃখ বহিবার।

কর্ণ। এত যদি অত্যাচারী তিনি ; হে ব্রাহ্মণ !
এতবড় পক্ষপাতী যিনি,—তাঁর কেন
সন্ধ্যা-পূজা নিত্যসেবা মানব-কুটীরে।

পাপ। জোর ক'রে।

কর্ণ। কারাবাস কত দিন হ'তে ?

পাপ। নাগিনী দেবকী যবে, প্রসবিল তাঁর

কুটিল শাবকে ;—তপ্ত অশ্রু অভিষিক্ত
কারাগারে রাখিয়ে আমায়, শৃঙ্খলিত
জনক জননী দ্বার করিল উদ্ধার।

কর্ণ। বুঝিলাম কেবা সে শাবক ;—কর্ণ-পাশে
কিবা উপকার তুমি যাচিছ ব্রাহ্মণ ?
গুরুশাপে অভিশপ্ত আমি,—মাতৃত্যাগে
জগতে অপরিচিত পান্থ অনাহূত ;
কিরূপে সাহায্য তোমা করিব, অজ্ঞাত !
ব'লে দাও কর্ণে, যদি উদ্ধারিতে পারি।

পাপ। চিনিয়াছ কুটিল শাবকে,—সে পামর
ধ্বংসের আগ্নেয়গিরি করে উদ্ভাবনা,
ভারতের কুরুক্ষেত্রে। সাজান বাগান,
এতদিন ধ'রে মোর যত্ন কোরে গড়া,
পৃথিবীর সভ্যপীঠ—আগ্নেয় প্রবাহে
একেবারে ভস্মীভূত করে ; যাও বীর,
কর গে শত্রুতা তার, জীবনের পণে।
সুসন্তান কংস ম'রে গেছে—আর আছে,
দুইটি সন্তান জরাসন্ধ সুযোধন,
রাজপাটে ভারতের—যে প্রমোদোদ্যানে
রঙ্গভূমি হতেছে কূজিত ; সেথা যাও
গুরু-দত্ত বিদ্যাবলে দিও পরিচয়।

[প্রস্থান।

কর্ণ। এই পথ মোর ;—হস্তিনায় পান্থাবাসে
ঘটিবে কি অন্ত্র-পরিচয় ;—নরহরি
স্বয়ম্ মুরারি—আসিবে কি শত্রু-শিরে
লইতে প্রণাম। অদ্বিতীয় রণগুরু,
দেখুন শ্রীগুরু—আপনার হতে আমি,
লভিব বরেন্দ্রভূমে উচ্চতর অরি ;
রঘুনাথ-করে যবে হলে পরাজিত,
সে দিন ভার্গব ভর্গ, প্রথম দমিত,
আত্মহত্যা করে নাই ;—মন্ত্রে গুপ্ত থাকি
শিষ্যে অঙ্কুরিত আজ,—শিষ্য এইবার
দানিবে সুশিক্ষা কিছু পূর্ণ রঘুনাথে।
চলিলাম তবে গুরো—ক'রো আশীর্ব্বাদ,
রাম-পরাজয় কথা জগত হইতে,
পারি যেন মুছে দিতে ; ভীষ্ম রামজয়ী
এখনো সংসারে লোকে, করে জনরব ;
কৃষ্ণ অরি, ভীষ্ম বৈরী, চলিল রাধেয়,
উদ্দেশে প্রণমি গুরো ; নমি দিনমণি।

(সহসা ব্রহ্মণ্যদেবের প্রবেশ)

ব্রহ্মণ্যদেব। আদিত্য-সন্তান। অতি উচ্চ অভিমান
জাগায়েছ প্রাণে ; কিন্তু ভাই মনে রেখো
নহে হরি কুটিল শাবক ; ভেব নাক,

শ্রীবাল্যে পূতনা বধি, গোবর্দ্ধন ধরি,
কৈশোরে বীরেন্দ্র কংসে, মল্লরণে বধি,
ডঙ্কারিবে কর্ণদ্বারে দিতে পরিচয়,
রণনীতি উচ্চতর কার ?　মন্ত্রশক্তি
অর্জ্জিযাছ যাহা গুরুপদে, আত্মশক্তি
বীজমন্ত্রে দামোদরে করাও সাক্ষাত।
পরাজিত হবে শ্রীমাধব,—গুরুদ্রোহী
পড়িবে অজেয় ভীষ্ম তব মন্ত্রণায় ;
কৃষ্ণজয়ী ভীষ্ম মারি হবে কর্ণরায়।

কর্ণ। কে তুমি অদৃষ্টবাদী, জ্যোতির্ম্ময়-দেহী ?
সত্যের স্বরূপ ধর্ম্মে করিলে বর্ণনা।
কর্ণের নিগূঢ় বার্ত্তা, সুগুপ্ত বাসনা,
অতি গুহ্য ভাব, অন্তরাত্মায় নিহিত,
জানে শুধু নারায়ণ, অন্তর্য্যামী যিনি ;
আত্মশক্তি ভরসায়, গুরুর প্রসাদী,
সাধিতেছি যেই মন্ত্রে করিতে সন্ধান,
পরম কপটাচারী অরি পরাজিতে,
কেমনে করিলে তার তথ্য নিরূপণ ?
কে তুমি অন্তরযামী বাগ্মী সুনিপুণ !

ব্রহ্মণ্যদেব। কেমনে জানিনু আমি—আমার এ জানা
জানিও নহেক কষ্ট-কল্পনা কাহারো !
কপটতা-বাসে হরি গুপ্ত না রহিলে,

কেমনে শত্রুতা বল হ'ত তব সনে ?
কিন্তু ওই কপটের অকপট প্রাণ,
অনাঘ্রাত মধুরসে করায়ে সিনান,
শত্রুভাবে মিত্র তাই করিছে কর্ষণ।
শত্রুতাই বড় ভাল—অত্যাচারে তার,
গোলোকে নিশ্চিন্তে থাকা হয় বড় দায়।
শত্রু তারে টেনে আনে—হিরণ্যকশিপু,
স্তম্ভের স্ফটিকে কৃষ্ণে দেছে পদাঘাত,
তবে না শব্দিল ব্যোম নৃসিংহ বিরাট।
কপটে শত্রুতা কর—তবে অকপটে
পাবে শীঘ্র নিজের কবলে—যাই ভাই
উপযুক্ত অরি হও শ্যাম শান্তনবে।

কর্ণ। যে মহর্ষি ভৃগু-পাদপদ্মে পদাঘাত,
সহাস্যে সহিতে পারে লক্ষ্মীনারায়ণ,
প্রবল দানব পদে রত্নাঙ্কিতাঘাত,
সহিল না নরসিংহ কিসের কারণ।
এ অতি রহস্যবাদ ; একে বিতাড়িতে—
যেন কি ত্বরিত-কর্ম্মা ; অন্যে প্রসাদিতে
উৎসাহে অমিতব্যয়ী ; এ আনুকূল্যের,
অথবা সে অনাত্মীয়তায়,—যেন তিনি
ক্ষিপ্রহস্ত, চিরাভ্যস্ত বদ্ধপরিকর।
এ হরি কেমন অরি বুঝি দ্বিজবর।

ব্রহ্মণ্যদেব। এ হরি সত্যের হরি ; শুন রে ভার্গব,
যেই ভৃগুপাদচিহ্ন দিল পদাঘাত,
তাহার প্রেরণা ছিল সত্যের সন্ধানে।
ব্রহ্মবিদ্যা অমর্য্যাদা দিল নারায়ণ,
যখুনি ভক্তের প্রাণে,—রুদ্ধদ্বার খুলে
তখুনি বৈষ্ণবী বিদ্যা, অবিদ্যা প্রেমিকে,
পদাঘাতে বসাইলা নিম্নস্তর তটে :
ব্রহ্ম সে পুরুষোত্তম—মদনমোহন
সাজিলে লক্ষ্মীর পাটে—রুদ্ধ করি দ্বার,
ক্ষুধার্ত্ত ব্রহ্মণ্যদেব দ্বাদশী বাসরে,
হরির মদান্ধ বুকে দিল পদাঘাত ;
কেন না, বিহারে তাঁর সাধিল ব্যাঘাত,
হরি-নিবেদন বিনা হ'ত নিরাহার।
কিন্তু দৈত্য পদাঘাত—দম্ভের উদ্গার,
বিষদন্তী বৃশ্চিক কামড়, কে সহিবে ?—
বল কর্ণ, কে সহিবে ? নৃসিংহাবতার
নহে হিরণ্যের,—প্রহ্লাদের তপোলব্ধ,
বিশ্বাসের অমৃত-বর্ষণ ; ওই ভীমাকৃতি,
ঈশ্বরের সর্ব্বাঙ্গীন বিশ্বের মূরতি·;
আসি ভাই সন্ধ্যাতারা ভাসে ছায়াপথে।

প্রস্থান।

কর্ণ।　এই ত সম্মুখে পথ—কিবা বাষ্পযানে,
চড়াল বিধাতা আজ ; যাই হস্তিনায়,
দেখি গিয়ে গুরুজয়ী দাম্ভিক গাঙ্গেয়,
কেমনে নিশ্চিন্তে আছে পৌত্রগণে লয়ে ;
শুনিয়াছি দ্রোণ গুরু, সেথায় কৌরবে
গড়িতেছে রণ-মন্ত্রদানে ;—দেখি গিয়ে
সুবর্ণ সুযোগ মোর,—রঙ্গভূমিপরে
দিব আত্ম-পরিচয় গুরু পত্রিকায়।

[প্রস্থান।



চতুর্থ সর্গ

স্থান—দ্বারকাশ্রম। কাল—সন্ধ্যা।

সুভদ্রা ও সখীত্রয় বেলা, চিত্রলেখা, মাধবী

শিলাতলে উপবিষ্টা।

চিত্রলেখা। চারুশীলে, ভদ্রে, উদাসিনি! এ সন্ধ্যায়
পূর্ণিমা-জ্যোছনা-ধোয়া পুষ্প-বাটিকায়,
আধ-ফোটা ফুলমালা পরি,—মধুলগ্নে
রাজিছ বাসন্তী রাণী, কোকিল অঙ্গনে।
মাতাল মলয় ধরি, রেশমী অঞ্চল,
অনাবৃত কেতকীরে, করে জ্বালাতন।
কিশোরীর মধুলোভে, লম্পট ভ্রমর
মল্লিকা কুমারী লজ্জা করে আলোড়ন।
এ সান্ধ্য মাধবী রাতে,—আসিত চকিতে,
স্বপ্নের নাগর কোন জ্যোছনায় ভেসে,
হ'ত' নাকি এ যামিনী আরো মধুময়ী।

মাধবী। হ'ত মধু! মধু!! মধু!!! বিরহ-বাদলে
কবে প্রফুল্লিত রয় নবীনার প্রাণ?
বয়সের সোহাগ উৎসব—ব্যর্থ সব,
বরবধূ না শোভিলে পাশে; বদ্ধপ্রাণ
মধুভারে করে টলমল, খোঁজে তারা

প্রাণতোষে কোথা পাই দেখা,—আত্মহারা
ভাবে কবে ভৃঙ্গরাজ গুঞ্জরিবে বুকে,
কবে প্রেম-মধু পানে মধুপ মাতিবে ;
কবে সে জীবন অর্ঘ্য বরে নিবেদিবে ;

বেলা। দেখ দিদিমণি—রঙ্গরসে পটীয়সী
মাধবীর কথা তুমি তুলিও না কাণে ;
রমণী কি এতই অবলা,—জন্মেছে কি
প্রাণের আহুতি দিতে পরকামানলে ;
পুরুষের মত তারা নহে কি জগতে,
পরম পিতার তুল্য—আদরের ধন ;
যদিও তটিনী যায় সাগরে ছুটিয়া,
সাগর কি বান ডাকি নেয় নাকো বুকে ?

সুভদ্রা। যথাসত্য বলেছ সজনী—কে বলিল
নারী-জন্ম কভু অভিশাপ,—প্রকৃতির
মানস সরসে এক বৃন্তে ফুটিতেছে
রমণী-পুরুষ-কলি, তুল্য স্নেহরসে ;
রমণী-সমাজে যে পুরুষত্বাভিমান
সম্ভ্রমিত রয়েছে সর্ব্বতঃ, হেতু তার,
রমণীর নির্ভরতা পুরুষ-পালনে।
যে দিন সমান সূত্রে, এই নারী নর,
সমাজের চালনায় পাবে অধিকার,
যে দিন সমান গুণে, কর্ম্মের বিভাগে,

অধ্যয়নে অধ্যাপনে পাবে তুল্যাদর—
দাম্পত্যের যৌন ধর্ম্ম অর্গলিত রবে,
গার্হস্থ্যের ক্ষুদ্র আয়তনে ; অন্তঃপুরে,
পত্নীদাস্য মুঞ্জরিবে সতীর মন্দিরে,
পতির রজনীবাসে। প্রেমাঞ্চল ভ'রে,
মিলন চরিত্র শুধু আনন্দ লুটিবে।
সে দিন এ মর্ত্ত্যলোকে, ফুটিবে নারীর,
পূর্ণতার সুখচ্ছবি অমিয় পুলকে।

মাধবী। এ কি ! অসম্ভব কথা কহ প্রাণসখি ;
নারি যে চির-প্রার্থিনী পুরুষের দ্বারে ;
বাল্যকালে প্রার্থিনী সে পিতার পোষণে ;
যৌবনে পতির গেহে প্রেম-ভিখারিণী !
জরায় সন্তান-সেবা প্রার্থিনী সাজিয়া,
রমণী কি জীব-কাল করে না যাপন ?
প্রতিপাল্যা মোরা, তারা পালক মোদের,
সমাজের ধর্ম্ম এ যখন—এ সমাজে
তুল্যাদর স্ত্রী-পুংসের, আকাশ-কুসুম।
বিশেষ দুঃখিনী কেবা, এই দাসীপণে,
প্রিয়তম প্রাণেশের পদে,—সাধ ক'রে
কেনে নারী পতি-প্রেম-পুলকিতা দাস্যে
বর্দ্ধিত জীবনী—সুখের সম্বন্ধ-সূত্রে
সুবর্ণমণ্ডিত শিলে অলঙ্কার ধরে।

চিত্রলেখা। সত্যকথা লো সজনি—নারীত্ব মোদের,
বিশেষত্ব পায় শুধু নরাভিজাত্যের ;
যেথায় রমণী ধন্যা পদ-মর্য্যাদায়
সেথায় জানিও স্থির, স্বামীর সমাজ,
প্রতিষ্ঠিত অতি উচ্চে গৌরব-আসনে।
বিধবা, কুমারী, ত্যক্তা, যশস্বিনী কোথা ?
যেটি হয়, সেটি তার নারীত্বে পতিতা,
নিষ্প্রভ পৌরুষটীকা—নিষ্ফলে মণ্ডিতা,
পুরুষত্বে উপার্জ্জিতা, বিদ্যার প্রতিভা,
পুরুষ আদর্শভূতা গচ্ছিতা মনীষা।
নারী-জন্মে ব্যভিচারে করি আস্বাদন,
করি তার চিরশুভ্র নারীত্ব-বর্জ্জন,
পুরুষের মত লভি পৌরুষ প্রকৃতি,
ছদ্মবেশে মঠছত্রে করে বিচরণ ;
নারীর মাধুর্য্যাভাবে পুরুষত্বাকার,
করে না কি নারী-ব্রতে তীব্র কদাকার ?
সুভদ্রা। কেন তা হইবে সখী ? নারীত্ব নারীর,
প্রতিষ্ঠিত উচ্চাসনে পুরুষত্ব যথা ;
ভেদ রাখে বিষয় বিভাগে ; নারী ধরি
গর্ভাধান—পুরুষের পালনাধিকারে,
গড়িছে সংসার শিশু দিব্য-কলেবরে।
পাতিব্রত্য ধর্ম্মশীলতায়,—কে, না বল

দেখিয়াছে,—নিঃস্বার্থের আত্ম-বলিদান ?
সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা সম, সহ্যশীলা—
রমণীর বীর-ধর্ম্ম দুর্জ্জয় বিপদে।
অজানিত, প্রসুপ্ত বেদনা ধরি বুকে,
পতি-পুত্র গৃহের কল্যাণে ;—সর্ব্বত্যাগ
রমণীর নিত্য ঘটিতেছে।

মাধবী। স্বার্থকল্পে
সে মহা বৈরাগ্য সখী,—স্ব মি-পুত্রতরে
সাধ্বীর আত্মোৎসর্গতা ; ত্যাগী পুরুষের
বিশ্ব-প্রেমে আত্মাহুতি নয়—জীবকল্পে
নহে সর্ব্ব স্বার্থ বলিদান—হঠকারী
সে বৈঠকী ধরে শুধু বিদ্যাধরী তান।

সুভদ্রা। শুচিস্মিতে, এ হ'তে কি বল্মীকের স্তূপে
আপনায় লুক্কায়িত রাখি, অনশনে,
আত্মভাব অন্বেষিত বেশী ?—প্রিয়ম্বদে,
অসিমুক্ত রণভূমে, দুঃসাহসে শুধু,
বীরত্বের মত্ততায়, শমনে সাক্ষাত্ ;
অথবা জ্ঞানের ধূর্ত্ত তর্ক-পরিষদে,
উৎসাহিত শাস্ত্রিকণ্ঠে শাস্ত্র-আলোচনা,
উচ্চতর প্রশংসার হবে অধিকারী ?
আত্ম-অন্বেষণ, তর্ক, শমন-দর্শন,
গুপ্ত গর্ব্বে করে সম্পাদন—আত্মানন্দে,

অথবা অলকানন্দে, চেনে কে কজন ?
কিন্তু এক গৃহ-অন্তরীণে, অতিদীন
অভাবের সুতীব্র পীড়নে, অশ্রুস্নাত
করে নারীকুল—যাহা অসাধ্যসাধন,
চিন্তার অতীত তাহা ত্যাগী সন্ন্যাসীর।
দেখ বেলাদেবী, কে দোঁহে অদূর-পথে
করে বিচরণ ?　দক্ষিণে ব্রজের শ্যাম,
পূর্ণ শশধর ; বামে না হের সজনি,
সমান বরণ শ্যাম, সমান আকৃতি,
যমজ কুমার যেন ;　শিরস্ত্রাণে শুধু,
অভ্রাতৃব্য করে প্রতীকাশ ;　শিখিপুচ্ছ-
মণ্ডিত-মুকুট দাদা পরে চিরদিন ;
অপরের শিরে শোভে রত্নোজ্জ্বল মণি।

বেলা।　সত্য দিদি, দোঁহাকার সারূপ্য বর্ণের,
বিধাতার অদ্ভুত কৌতুক ; আসে দোঁহে
এই পথে, প্রমোদ-উদ্যানে ;—চল মোরা
লতা-কুঞ্জাবাসে, পশি পত্র-আবরণে,
শুনি গে, ও মিথুনের নিভৃত আলাপ।

চিত্রলেখা।　আমারো বাসনা বড় হয়েছে প্রবলা,
শুনিবারে অচিনের চোরা সম্ভাষণ।

মাধবী।　ততক্ষণ, আমি ওই আধ-মুকুলিতা,
নব-মল্লিকার মালা গাঁথি গে মোহন,

দোলাতে মাধব-গলে ; তোমরা বিরলে,
চোরের উপরে চৌর্য্য কর আস্বাদন।

সুভদ্রা। যদিও রুষিবে দাদা—তথাপি এ সাধ
না পারি রোধিতে, নারী স্বভাবে দুর্ব্বলা,
আমিও নিকুঞ্জবনে রহিব গোপনে।

[সুভদ্রা ও সখীত্রয়ের অন্তর্দ্ধান।

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। আয় পার্থ, বসি দোঁহে—মাধবী-বিতানে,
কহি গুহ্য মর্ম্মকথা অতি সঙ্গোপনে।

অর্জ্জুন। বাসুদেব,—হে বিশ্বপালক, বিশ্বেশ্বর,
পরম-পুরুষ,—অভ্যাগত দাস ভক্ত,
শ্রীচরণে মাগিছে আশ্রয় ;—অর্জ্জুনের
যা কিছু সম্পদ্, প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা,
হৃদয়ের যা কিছু বৈভব—নরোত্তম
কৈবল্য-পদারবিন্দে—মর্ম্মডালা ভরি—
পুষ্পাঞ্জলি দিনু উপহার ; আত্মাঞ্জলি
পূর্ণাহুতি নেবে না কি যজ্ঞেশ্বর হরি ?

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি পার্থ, অসম্ভব কেন হেন ভাব ?
চমকিত কেন মোরে করিছ পাণ্ডব,
মহাবংশে লয়ে সুজনম—সম্ভ্রমের
উচ্চতম অভ্রভেদী চুড়ে—শোভিতেছ

সুদৃঢ় আসনে ; হেন দৈন্য দাস-ভাব
শোভে কি তোমাতে ? বিশেষ ক্ষত্রিয়-বটু,
শিষ্য ভাল নয় ? আত্মীয়-স্বজনবর্গে,
শুনিলে প্রলাপ, নীচ জ্ঞানে কুকথায়,
নিন্দিবে তোমায়।

অর্জ্জুন। তাহে কি তোমার ক্ষতি,
কমলারঞ্জন ? মহাবংশে সুজনম
হয় যদি অপরাধ বিষ্ণু-সমাগমে,
চাহি না জাত্যভিমান—কৌলীন্য-গরিমা ;
এ বিশ্বজগত্ বক্ষে,—কে এমন আছে,
হরি-উচ্চারণে কুণ্ঠা প্রকাশিতে পারে ;
তাই না গোলোক দোলে সপ্তাকাশ-চূড়ে।
নশ্বর এ জগতের কীর্ত্তি ছায়াময়ী,
বিবেকের শুভ্রজ্যোতিঃ করি কুয়াসিত,
পথভ্রান্ত করায় পথিকে ; দিব্যালোকে
পুলকিত হৃদয় আমার,—ঋষিদত্ত
দিব্যাননে দেখিতেছি, হে শ্যামসুন্দর !
ব্রহ্মজ্যোতি পীযুষিত অদ্বৈতাবতার ;
ছলনার বেড়াজালে ফেলিও না আর,
কৃপা ক'রে দীনাধমে দাও পদরজঃ।

শ্রীকৃষ্ণ। এত যদি বাসনা তোমার—ক্ষিপ্তপ্রায়
আপনায় করিতে বিক্রয়—যাও তবে

দাসবিপণিতে—প্রচুর মিলিবে সেথা
বহুমূল্যে দাস্যামোদী—যুবরাজ ক্রেতা।
কৌরবে বরিয়া দাস্যে নির্ব্বোধ যাদব,
দেবব্রতে না ভেটিবে সমর-আহ্বান।

অর্জ্জুন। নারায়ণ! বলভদ্র-রক্ষিত যাদব,
ভীত কি কিনিতে পার্থে দাস-পদবীতে?
লুপ্ত হোক বংশ-অভিমান—কুলমান
অতল সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত হোক্;
লোকনিন্দা কুক্কুরের চীৎকারের মত,
আত্মচ্ছায়ে করুক তাড়না; শ্রীমাধব,
ভেবেছ কি কাচখণ্ডে করি প্রতারণা,
সুবর্ণের দীপ্তচ্ছবি লুকাবে তোমার?
ক্ষুব্ধ যদি হয় প্রভু, নিতে দাসখত,
তোমার দাসানুদাস্যে বর প্রভুপাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। কি লজ্জার কথা পার্থ,—প্রলাপের মত
নিরর্থক বাক্যাবলী তব; দাসখত—
যাদবে কৌরব দেবে? দাস্য-ব্যভিচারে
কে কোথা যশস্বী মজে?—গৌরীশৃঙ্গ-চূড়া
পড়ে কোথা বিন্ধ্যাচল-পদতলে লুটে?
মহাভ্রান্তি অর্জ্জুন তোমার,—ভ্রাতৃগণ
শ্রবণিলে উদ্ভট প্রলাপ, বৈদ্যহস্তে
অচিরে দানিবে তোমা চিকিৎসা-বিধানে!

অর্জ্জুন। চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে তোমার ;
পাতি ঐন্দ্রজালিকের জাল—ভুলাইবে
স্বয়ং দ্রষ্টা শুকদেব-প্রদর্শিত পথে ;
মানবে দিয়াছ হরি পূর্ণ স্বাধীনতা
নিজকৃত সদসত্ সংশোধন প্রথা
তবে কেন দত্ত ধনে করিছ বঞ্চনা ?
স্বেচ্ছায় অর্জ্জুন দাতা, আত্মদান করে,
দেবতার সর্ব্ববিধ শুশ্রূষা সদনে,
অথবা নির্দ্দেশমত দাসত্ব-পালনে ;
রাখ বা ফেলিয়া দাও, যাহা প্রাণে জাগে।
ফেলিলে জঞ্জালে যাব—রাখিলে চরণে
এ হ'তে অনেক উর্দ্ধে—প্রেমানন্দে রব ;
আরো কত অভাজনে সঙ্গে ক'রে লব ;
জ্যেষ্ঠ-অনুজ্ঞায় তাই এসেছি হেথায়।
শ্রীকৃষ্ণ। এতক্ষণে ধরি সূত্র সদভিপ্রায়ের ;
ক্ষাত্রনীতি-শাঠ্যে তুমি হয়েছ প্রেরিত,
যাদবে বাঁধিতে অগ্রে স্নেহ-সত্যপাশে ;
অথবা সখ্যের জালে মৈত্রেয় বাঁধনে ;
কহ পার্থ, অন্ধরাজ পাণ্ডবে কি আজ,
পিতৃস্নেহে নহে পক্ষপাতী ? জ্যেষ্ঠ যবে,
ফিরিবে দ্বারকাশ্রমে পর্য্যটন-পথে,
নিবেদিব বারতা তোমার ; সহকারী

হেরিবে যাদবে সখে,—যদি রণভূমে
পাণ্ডবে কৌরব ডাকে ভাগের বণ্টনে।

অর্জ্জুন। কৃতার্থ হইল দাস—ব্যর্থ প্রলোভন,
মোহচক্রে ঘুরাতে পাণ্ডবে ; মায়াময়
লৌহচক্র-জাল বিশীর্ণ কি কর নাই
তীক্ষ্ণ-ধার ঋষির দশনে ? প্রেমময়
ফেলিয়া মায়ায় কুণ্ঠা, প্রেমচন্দ্রালোকে,
অর্জ্জুনের দগ্ধ প্রাণ কর সুশীতল।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য পার্থ ভাবনিষ্ঠা তোর ; প্রেমার্ণবে
বাহিছ কেশবতরী কল্পান্তর হ'তে ;
সখ্যসূত্রে আজ হ'তে বদ্ধ হ'নু পণে,
প্রেম-কেলি করিব দুজনে—বন্দী রব
আমরণ প্রেমকণ্ঠী প্রণয়ালিঙ্গনে।

অর্জ্জুন। নতজানু—দাস-ভক্ত ফুকারে প্রার্থনা,
শ্রীগুরু-পদারবিন্দে, ওগো বিশ্বতরু
প্রেমের নিগূঢ় স্বার্থে শিক্ষা দাও মোরে ;
আত্ম-কাম ভস্মীভূত যাহে, যে আলোকে
জ্ঞানাঞ্জন প্রেমাস্পদে দেখে বিশ্ব ভরে,
অভিমান, মাথা খুঁড়ে বিশ্বের দুয়ারে,
নিখিল স্নেহের ঊর্দ্ধে প্রেমামৃতে দেখে।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম-পন্থী রে পাণ্ডুনন্দন ! প্রেমাপ্লুত
ওরে স্বর্ণপোত ! বিশ্ব শোকার্ণব-কূলে—

একমাত্র প্রেমতরী বাহে শুভ্র পালে ;
প্রেমের চাঁদিনী প্রাণ—পঞ্চ মহাভূতে,
অণু-পরমাণু হ'তে সবিতৃ-মণ্ডলে,
স্নিগ্ধতার সুধাংশু-আকরে, সন্ধিবিয়া,
অমরত্বে লভিছে বিশ্রাম। স্পর্শে তার
কদর্য্য পরমানন্দে হয় সুরভিত।
কি আর কহিব সখে, প্রেমযাদুকরী,
প্রতিষ্ঠিত করি এক বাজীকর গড়ে,
জীবাত্মার বীজাঙ্কুরে পরমাত্মা গ'ড়ে ;
লয়ে যায় জীবাত্মায় আত্মার শিবিরে।
প্রেমিকের চিরশুভ্র উন্মুক্ত উদার,
মহাপ্রাণ তপস্বিছে নিত্য মূলাধার ;
দিগ্বিজয়ী প্রেমের নিশান, প্রতিষ্ঠিত
সর্ব্বময় বিরাটের মন্দির-চূড়ায়।

অর্জ্জুন। তবে মোরে দিন দীক্ষা পরম প্রেমিক,
প্রেম-মার্গে সাজায়ে পথিক ; প্রেমগুরু !
দাও শিরে শ্রীচরণ-রেণু, দাও অঙ্গে
দিব্যাঙ্গের হিরণ্য-সুরভি—বক্ষে দাও
স্পর্শ প্রেমিকের। প্রেমাঙ্কিত করপুটে,
ভিক্ষাঝুলি প্রেমাঞ্চলে বেঁধে, প্রেম-ভিক্ষু
মাগিছে, প্রেমাবতার ! শ্রীচরণামৃতে ;
প্রেমময় ভিক্ষা দাও ? সে প্রেম সমাধি,

যেন আর ভাঙে না গো, রেখো এ মিনতি ;
এ প্রেম-সঙ্গম যেন রহে আমরণ ;
স্বতঃসিদ্ধ ক'রে দাও প্রেমাস্পদ ধ্যান ।

শ্রীকৃষ্ণ । কে পারে ভাঙ্গিতে প্রেম—তন্ময় সমাধি ?
কত বিদ্যা জানে সে মন্মথ ? প্রেমিকের
যোগভঙ্গ মহামায়াতীত ; বিশ্ব-শক্তি
লুক্কায়িত প্রেমিকের বাহুর কুলায় ।
হের পার্থ, আসে দূরে, প্রেমিকা মাধবী,
ভগিনীর শিষ্টা সহচরী ; গাঁথি মালা,
দোলাতে শ্রীকণ্ঠে অনুরাগিণী সংশীলা ।

অর্জ্জুন । তুমিও ত আদরিতে আগ্রহে আকুল ;
আসি তবে কমললোচন—থাক্ অলি !
প্রেমিকার পুষ্প-অনুরাগে ।

শ্রীকৃষ্ণ । কেন সখে,
ব্যতিব্যস্ত হেরি তোমা ত্যজিতে আমায় ;
আছে কি এমন কেহ স্মরিয়া যাহায়
রোমাঞ্চিত নবীন কৈশোর ?

অর্জ্জুন । পার্থ নহে,
নিমজ্জিত কৃষ্ণ-সম রমণীর প্রেমে ;
তোমার মোহন সঙ্গ, দুর্ল্লভ যদিও,—
যদিও অমৃতাঞ্জন, তথাপি দুঃসহ ।

(দূরস্থ হওন)

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝা যাবে সময়ে সকল ; কেন সখে
এত তিরস্কার-বাণ হানিছে নয়ন ?

মাধবী। অদ্ভুত আচার তব :—শুদ্ধান্তঃপুরের
অবরুদ্ধ এ প্রমোদোদ্যানে, লয়ে এলে
অবিজ্ঞাত কুলশীলে ; না হের ভগিনী
লাজ-ভরে লুক্কায়িত কুঞ্জবাটিকায়।

শ্রীকৃষ্ণ। কেমনে বুঝিব সই—প্রতিফল এর,
হয় ত ভুঞ্জিতে হবে, সময়ে আমায় ;
দোষ শুধু কি আমার ? ছিল ত সময়,
চ'লে যেতে অন্তরালে পরপুরুষের ;
রমণীর অশিক্ষিতা বুদ্ধির টিপ্পনী,
হানিয়া সহযোগিনী কটাক্ষে বিজলী,
মাঝে মাঝে করে বটে পুরুষে বিস্মিত,
অকস্মাৎ সাময়িক ভাবে ;—কিন্তু তার,
অসারত্ব রহে না অজ্ঞাত—অয়ি ভদ্রে !
নহে হীন অজ্ঞাত পথিক ; বিশ্বখ্যাত
কুরুকক্ষে জন্মাগার যার—সখাখ্যায়
সম্ভাষণ করে যে আমায়,—তারে ভগ্নি !
কি হেতু করিছ লাজ ? কহ শুভাননি !

অর্জ্জুন। আসি তবে, বাসুদেব নমি শ্রীচরণে ;
বিস্মরণ বহির্দ্বারে রেখ না দুর্দ্দিনে।
ভেটিলে স্বয়মাগত, দিও পদরজে। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। এস সখে, শিবময় হ'ক্ দীর্ঘপথ।
মাধবী! কাহার মালা গেঁথেছ মালিনী?
কে বা সেই ভাগ্যবান্—তোমার সোহাগে
প্রফুল্লিত হবে যার সংসার-কুটীর।

মাধবী। বিনা তু মাধব,—মাধবীর প্রাণমধু
কে করিবে পান? কহ বিনা দিনমণি—
কে পারে পঙ্কজ-মধু ফুটাতে পদ্মার।

বেলা। চতুরা মাধবী ধনি;—ভাষার কুহকে
জানাল প্রাণের গুপ্ত রমণ-বারতা;
আর কেন! মালাগাছি দাও গলে তুলে;
মন-সাধে পূর্ণ কর মাধব-মিলনে।

সুভদ্রা। চল সখি, ঘরে যাই,—সন্ধ্যা করণীয়া,
মাঙ্গলিক-ক্রিয়া সব রয়েছে পড়িয়া;
বউদি কুপিতা হয়; তোরা ভাই আয়
যাই আমি ত্বরা ক'রে বেলা ব'য়ে যায়। [প্রস্থান।

মাধবী। গেঁথেছি, মোহন, গলে পর মালাগাছি।

শ্রীকৃষ্ণ। কুসুম, কস্তূরী, হেম, অগুরু, কুঙ্কুম,
বসন্ত, বসন্তসখী, পঞ্চফুলবাণ;
একটি রাধিকাকান্তে শান্তি-বিনোদন;
বিশেষ কুসুম-মাল্য-চিহ্নিত ভূষণ।

[মাল্যগ্রহণ ও সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম সর্গ

স্থান—রঙ্গমঞ্চ

ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, সভাসদ্‌গণ, ও মহিলাগণ

আসনোপরি উপবিষ্ট

ভীষ্ম। রণ-উপাধ্যায়! ধনুর্ব্বেদে কৃতবিষ্ঠ,
পারদর্শী শস্ত্র-ব্যবসায়! কুরুছাত্র-
সম্প্রদায়, কিরূপ অধীত-শস্ত্র, কত
ক্ষিপ্র-হস্ত শস্ত্রচালনায়? রঙ্গমঞ্চে
পরীক্ষা হউক তার: যে ভারত-সেনা
দিগ্বিজয়ী যযাতি-চালিত, পেতেছিল
ভূমণ্ডলে একাধিপত্যতা, সৈন্যাপত্যে
সে বিশাল বলে, দেখান কুমারসজ্যে
আছে কে স্নাতকবলী নিতে সজ্যো ভার।

দ্রোণ। ভীষ্ম, আসে নাই দ্বিজ, ক্ষত্র-ব্যবসায়ী,
রাজশিষ্যে অধ্যাপনা জীবিকা-সংগ্রহে।
আসিয়াছি হেথা আরো, উগ্র প্রলোভনে
প্রশমিতে পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গ হিংসায়;

অদ্যই ব্যবস্থা তার করিব গাঙ্গেয়,
দেখাব কতটা বিদ্যা দিয়াছি কৌরবে ;
বিশিষ্ট ছাত্রের শিক্ষা-প্রদর্শনী ভূমে,
দেখিব তৃতীয় পার্থ, কি গুরু-দক্ষিণা,
দানিবে শিক্ষিত করে ? যে শস্ত্র-বিদ্যায়,
পার্থে করেছি দীক্ষিত—সে বিদ্যা-প্রয়োগে ,
কতটা চমকপ্রদ করে সে দেখিব ।

ধৃতরাষ্ট্র। শস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গ-বিদ্যা, শুধু কি অর্জ্জুনে
দেছেন কুল-শিক্ষক ? এ পক্ষপাতিত্ব
কি হেতু করেন দ্বিজ ?

দ্রোণ। এ পক্ষপাতিত্ব,
শিক্ষকে অপরিহার্য্য ; হে শাস্ত্র-প্রবীণ !
ধীমান্ মেধাবী ছাত্রে, যথা অধ্যাপক,
করান বেদাধ্যাপনা, তথৈব সে জড়ে,
করান ব্রহ্মোপদেশ—কিন্তু সুচিক্কণ
স্ফটিক-দর্পণে, যাহা আঁকে চিত্রপট ;
মৃন্ময় পাষাণে রহে অপ্রতিবিম্বিত ;
অবশেষে গুণবেত্তা সে শাস্ত্রাধ্যাপক,
প্রোজ্জ্বল ধীমানে তার বর্ষে অনুরাগ ।
এ নয় দৌর্ব্বল্য—গুরু-ভাগ্যের লিখন ;
আসি নাই মহারাজ, কৌরব-দুয়ারে,
লোভনীয় বৃত্তি-ভোগাশায় । রামশিষ্য

আসিয়াছে—যথা বিশ্বামিত্র, অন্বেষিতে
প্রবল ভারতবীর্য্যে দুষ্টের দমনে।
শুন ভীষ্ম কুলাধিপ! যে ক্ষণে হেরিনু,
কৌরব-কুমারদলে, কূপে নিপতিত,
ক্রীড়নক উদ্ধারে উন্মনা—ওই পার্থ
প্রথমতঃ জিজ্ঞাসিল মোরে, ক্রীড়নক
পুনরুদ্ধারের পথে, ছিল কি উপায়;
তখনি সহাস্যে বাণে, বাণ পৃষ্ঠোপরি,
বাঁধিয়া তুলিনু চক্রে, দিনু পার্থ-করে।
ক্রীড়াঙ্গ লভিয়া সেই শিশু-সম্প্রদায়
মাতিল ক্রীড়ায় পুনঃ; পার্থ—পদতলে
নমিয়া, প্রার্থিল বাণ-প্রয়োগ-সন্ধানে,
সোৎসাহে দেখিনু তাহে, আজানুলম্বিত-
বাহু, শ্রীব্যঞ্জক,—মানস-কল্পিত ছবি।
যাক্, যে বিদ্যার চর্চ্চা করেছি রাজন্,
তোমার চণ্ডীমণ্ডপে, সে গুণ-দর্শনী
কিঞ্চিত্ পরীক্ষা নিব কুরু-বৎসদের।
যাও কৃপ, প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে,
রঙ্গমঞ্চে কর আনয়ন; অতঃপর,
সুযোধন, ভীম; দলে দলে অন্য অন্য
কৌরব-কুলজ—শেষে পার্থ ও আত্মজ।

[কৃপাচার্য্যের প্রস্থান।

ধৃতরাষ্ট্র। রুষ্ট না হবেন ; ক্ষণভঙ্গুর বিশ্বাসে,
দেই নাই গুরুভার দ্রোণাচার্য্য-শিরে ;
কৃপাচার্য্যে করি অবনত,—তবাত্মীয়
গুরুবংশগত ; এ পক্ষপাতিত্ব নয়,
জিজ্ঞাসা আমার। বৃদ্ধের অন্তর-প্রশ্ন,
কে মোর সন্তানে এই শিক্ষার সুযোগে
প্রতিবন্ধক ঘটাল ? এ বীর্য্যোদ্দীপক
শিক্ষা যে সম্পূর্ণ পেলে, সে শিক্ষানবীশে
ভারতের ছত্রাসনে বঞ্চিত কে করে।

ভীষ্ম। সে দোষ শিক্ষার নয়—দুর্দ্দৈব ভাগ্যের ;
যে দিন হইতে দ্রোণ এল হস্তিনায়,
সে মুহূর্ত্ত হ'তে দেখ, নিশ্চিন্তে কোথায়
অর্জ্জুন অনুপস্থিত ; আহারে, বিহারে,
স্নানে, নিদ্রাগমে, গুরুর সান্নিধ্যচারী ;
এ শিক্ষা সৌখীনে, যদি না বিজয়-লক্ষ্মী
বরে রত্নাসনে—তবে ত শিক্ষাই বৃথা।

দ্রোণ। কিন্তু এ উদীয়মান রবি হস্তিনার,
রাজস্থানে আবদ্ধ রবে না ; সিংহ-বীর্য্য
কোথায় ভিক্ষান্ন-পুষ্ট ? এ সভ্য জগতে
সমগ্র গ্রাসিবে ওর বিজয়বর্দ্ধনে ;
ওই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব আসিছে, দেখ সভ্যগণ
কিরূপ আচার্য্য দ্রোণ শিক্ষা বাটিয়াছে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। প্রণমি, গোস্বামী গুরো, নমি পিতামহ,
নমি জ্যেষ্ঠতাত, আজ্ঞা দিন ভ্রাতৃসুতে,
দেখাতে বিদ্যা-নৈপুণ্য ক্ষত্রবীর-ভুজে।
এ অকৃত্যধমে, শিক্ষার পরীক্ষাহ্বান,—
সৌভাগ্য হ'লেও, আজ আতঙ্ক অজ্ঞের।

দ্রোণ। দেখাও কুমার, বাণের বিদ্যুত্-গর্ভে
আছে কি অনল—যে ঐন্দ্র-অশনিপুঞ্জে,
সমগ্র এ রঙ্গমঞ্চ করে ঝল্‌মল।

যুধিষ্ঠির। হের গুরো—এড়িলাম বিজলী জৃম্ভকে,
দীপ্তিতে হস্তিনাপুরী—পৃথ্বীবাণে ওই,
পুনরায় শান্তিলাম জ্বালা ; গুরুদেব !
আর কি আদেশ আছে বলুন অধমে।

দ্রোণ। সাধু, বৎস—পুরীর প্রাচীরে, কোন্ দ্বারী
রহিবে প্রহরী ?

যুধিষ্ঠির। দুর্গ-দ্বারী।

দ্রোণ। কিসে ভেদ্য ?

যুধিষ্ঠির। অন্তর্ভেদে।

দ্রোণ। রাজস্থান অভেদ্য কি বলে ?

যুধিষ্ঠির। পৌরজনে রামরাট্-প্রজানুরঞ্জনে,
নিকটাত্মীয়ের স্নেহ-বন্ধন-বর্দ্ধনে।

ভীষ্ম। অত্যুত্তম। নীতিজ্ঞের নিরাপত্তিকর
সর্ব্ববাদিসম্মত উত্তর ; ব’স বৎস
মঞ্চোপরি—পরীক্ষার্থী ভ্রাতৃমণ্ডলের
নিরপেক্ষ কর নিয়ন্ত্রণ। সুযোধন,
আসে সহ ভীমসেন ; এ বাড়বানলে
একটা কষায়-তিক্ত রস বিগলিবে।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। সভাস্থ কুটুম্বাত্মীয় মহিলালঙ্কৃত !
অভ্যাগত, লহ মোর শিষ্টাভিবাদন ;
মহাগুরু-স্থানীয় গাঙ্গেয়, দ্রোণ ! লহ
প্রণিপাত, দাও পিতঃ মস্তক-আঘ্রাণ ;
যে বিদ্যা-প্রসঙ্গে, রঙ্গমঞ্চাভিনয়ের,
অসময়ে পূর্ণাধিবেশন ; যথা তত্ত্বে
দুরভিসন্ধি সে। কার্য্যান্তর-ব্যপদেশে
ব্যস্ত রাখি অন্যান্য কুমারে ; রণগুরু
গোপনে দৈবাস্ত্র-বিদ্যা দেছে যা অর্জ্জুনে,
পূর্ণাঙ্গে আত্মজে ল’য়ে ; সে বিদ্যা-দর্পণে
মোদের কলঙ্কারোপ বুদ্ধিহীনতার,
যেন লক্ষ্য অন্যতম উদ্দেশ্যসিদ্ধির।
হেরিয়া, পক্ষপাতিত্ব বিদ্যার মন্দিরে,
আচার্য্যে দুরপনেয় কলঙ্কদূষিত,

আমি এ কয়েক বর্ষ, হলী-বলরামে,
বরি গুরুপদে, গদার সমরবিদ্যা
আয়ত্ত করেছি ; যদি কেহ গদাযুদ্ধে
থাকে সমাধ্যায়ী, সতীর্থে আহ্বান করি।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। আভূমি প্রণামাঞ্জলি দিয়া মান্যবরে,
এ যুদ্ধ-আহ্বান ভীম করিল স্বাক্ষর।
আচার্য্য দ্রোণ—শিক্ষিত গদা কৌশলের
দেখাতে বজ্রাগ্নি-মন্ত্র। গুরুনিন্দা-পটু,
আয় রে হলীর বটু ! দেখি ও গদায়
কতটা হলীর বল করে কোলাহল ?
কটু নিন্দাবাদ, সর্ব্বসমক্ষে সভ্যের—
বিখ্যাত গুরুর, আত্মভীরু—অযোগ্যের
ক্ষীণ আর্ত্তনাদ।

ভীষ্ম। পিতা পুত্র সমস্বরে,
আচার্য্যে দোষিছে।—গুরুদত্ত-প্রেরণায়
স্বয়ংকৃত—অভ্যাসের অত্যল্প-সাধক,
বৈজ্ঞানিকে অনভিজ্ঞ ভীমের দক্ষতা,
অচিরে বিপদ্গ্রস্ত হবে মল্লরণে,
গদাযুদ্ধ-বিশারদ হলি-ছাত্রকরে।
হবে হোক্ ; কর যুদ্ধ ভীম-সুযোধন ;

একটা নিপাত যাও, যে হও অধম।
এ কলঙ্ক মুছ; কিংবা কর সমর্থন।

সঞ্জয়। আজন্ম বিদ্বেষাপন্ন ভ্রাতৃব্যযুগলে,
নিরঙ্কুশ সমরাজ্ঞা দান, নিরর্থক
সন্দেহখণ্ডনে; অপরিণামদর্শিতা
হবে না ত' নীতি অজ্ঞতার?

বিদুর। অসম্ভব
নীতিভ্রষ্ট হবে ভীষ্ম, এটা কি সম্ভব?

(ভীষণ যুদ্ধ)

ভীষ্ম। এখনো অফলোন্মুখ যেহেতু সমর,
অচিরে বিরতি হোক; কর্ম্ম-তালিকার
এখনো অনেক বাকী। রাখ যুদ্ধ-ভান,
ওহে ভীম, সুযোধন, ক্রম-ক্রুদ্ধমান্।

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষান্ত হও, ভীষ্ম-বাক্য শব্দে পালনীয়।

ভীষ্ম। কিন্তু কুরুরাজ, আচার্য্যে কলঙ্কারোপ,
ভীমের যুদ্ধ-কৌশল করে প্রতিবাদ।
ভ্রাতৃদ্বয় কর গে বিশ্রাম; বিদ্যাপীঠে
রোষ-নেত্র অসভ্যতা করে প্রতীকাশ।
তোমরা উভয়ে হেরি গদা-পরীক্ষায়,
সসম্মানে উত্তীর্ণ সম্যক্; অধিকন্তু,
তোমরা উভয়ে হ'লে পরস্পর-জ্ঞাত,

কে কার সমরে ন্যূন, বল তুলনায়।
এবার অর্জ্জুনে আজ্ঞা দিন রণগুরো,
দেখাতে দ্রোণের শিক্ষা কৌরবীয় ভুজে।

দ্রোণ। তথাস্তু, প্রবেশ-পত্র দাও অর্জ্জুনের
নামাতে কলঙ্ক-বোঝা ; এ কৌরব-বীজে,
ভারতাতিরিক্ত কোন নাইকো বলায়ুঃ
অর্জ্জিতে পারদর্শিতা ভার্গব-বিধানে ;
স্বপুত্রে দিয়াছি বিদ্যা—কিন্তু কুলরবি !
সে-ও এ পরীক্ষা দিবে চর্ব্বিত-চর্ব্বণে ;
কিন্তু পার্থ ক্ষণজন্মা শিক্ষিত তরুণ,
এ হস্তান্তরিত জ্ঞানে উর্ব্বরতা দিবে।

(ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। নমোস্তু কৌরবমধ্যবর্ত্তী সার্ব্বভৌম,
মহামান্যবর গাঙ্গেয়, ভার্গবাচার্য্য !
নমোস্তু মাতৃমণ্ডল প্রতিভা-প্রদীপ্তা,
বীরাঙ্গনা কুরুনারীসঙ্ঘ ! নমো নমঃ,
তথাগত সমাহূত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
অপর সভ্য যে আছ নমস্ত পার্থের।
নমঃ জ্যেষ্ঠতাত, সর্ব্বানুমোদনে মোর
অনুমতি-পত্র দিন যোদ্ধৃজীবনের ;
দর্শিতে গুরূপদিষ্ট, ধনুর্ব্বেদ-গুণে।

দিন সে সহানুভূতি, যে পৃষ্ঠপোষণে
অর্জ্জুন আত্মপ্রতিষ্ঠা করে শস্ত্রপাতে।
হোক্ রাজাজ্ঞায় মোর প্রবেশনির্দ্দেশ।

দ্রোণ। আয়ুষ্মন্, কৌরবচক্র-চন্দ্রমণ্ডলে,
প্রলয়ের প্রখরাংশু দেখাও সত্বরে;
উঠাও সে ভবিষ্যের প্রলয়-ঝটিকা;
গ্রাসিবে না ঘনীভূত ক্ষাত্র-মেঘমালা;
শুনাও সে কার্ম্মুকের বিজয়-নিনাদ,
দিবে যা ক্ষাত্র-মণ্ডলে, ঘন বজ্রাঘাত;
নির্ম্মেঘ অশনি-শেল হান, সে ধ্বংসের
করিবে যা জনাকীর্ণে কঙ্কালাবশেষ;
সে দৈব মানুষী বিদ্যা দেখাও সত্বরে,
গুরু অপরাধী আজ তোমার কারণে;
দেখায়ে অনন্যসাধারণ গুণবত্তা
তব, অন্যথা অখণ্ডনীয়, নিন্দাবাদ
মুছ এ গুরুর। এই পরীক্ষামণ্ডপে
দিয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ তার, পক্ষপাতে
দোষদুষ্ট অধ্যাপকে, রক্ষা কর পাপে,
উদ্ধত অভিসম্পাতে।

অর্জ্জুন। ক্ষমা কর গুরো,
ক্ষমা কর শিষ্য-পরিবারে; দ্রোণ তুল্য
কোথা গুরু আর? হেরি কেন শুভ্রানন

মনস্তাপে রক্ত কোকনদ ? কে দুর্ভাগা
বৃদ্ধসিংহে করে গুপ্তাঘাত ? জানে নাকি
গলিত সে নখ-দন্ত-তলে, হিংস্র শিশু
নরখাদক রহে কে ? আজ্ঞা দিন গুরো,
বহুল শস্ত্রশাখার কি গুণাকর্ষণে
অর্জ্জিব বীরেন্দ্রোপাধি ; এই ঐন্দ্রবাণে
সৃজিলাম কাদম্বরী-ঘটা—ক্ষণপ্রভা
গ্রাসিল দিগন্তরালে ; অহো বিদরিছে
নভঃস্তল শত বজ্রাঘাতে। বায়ব্যাস্ত্র
এড়িলাম নিবারিতে আসন্ন প্রলয়ে,
প্রকাশিল মুক্ত ভানু ওই নীলাকাশে ;
হের শ্যেন পক্ষী, পক্ষপাটে বেগবান্,
ধায় মুক্তপথে ; সন্ধানি অব্যর্থ বাণে
নিপাতিনু শূন্য-যমালয়ে ; ধনুর্ব্বেদে
ঔষধি-ইষু সন্ধানে, মৃত বিহঙ্গমে
দিনু মৃতসঞ্জীবনী ; পুনঃ শ্যেন ওড়ে।
হের এ কালাগ্নি-শেল ; মহাস্ত্র কিরীচ,
মন্ত্রপূত ছোটে বহ্নিমুখ, দাহ্যমান
পর্ব্বত-বিদারি ; হের এ কৌশিক-শূল,
বিদীর্ণ নরকাসুর শোণিত তৃষালু ;
হের শব্দভেদী, জীবনে অক্ষতিকর,
দিলে যা আচার্য্য মোরে, একলব্য

গঠিত নিভৃত তপে গুরু-অর্চ্চনায়।
হের এ ব্রাহ্মিকা, অমর-প্রাণঘাতিকা ;
হের বিসূচিকা, কুপিতা শীতলা দেবী ;
ছোটে বিষধরী, হের এ বাড়বানল।
যে কেহ সভাস্থ আছ, বিনা ভীষ্ম-দ্রোণ,
কৃপ, স্নেহাগ্রজ ভীম, ভ্রাতঃ সুযমজ।
অর্জ্জুন-প্রতাপাদিত্য ক্ষাত্রবীর-বলে
করে আমন্ত্রণ ; একা বা সঙ্ঘের বলে
অর্জ্জুন বল-পরীক্ষা চায় সবাকার
যে কেহ বীর্য্যাভিমানী হও অগ্রসর।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। কে রে ! অর্ব্বাচীন দুঃসাহসী রাজপুত।
মিথ্যা-দম্ভে উদগার প্রলাপ ; যে বিদ্যার
কর বাহাদুরী ; বাগাড়ম্বরই তার
যথেষ্ট ইঙ্গিত ; তুমি যে শস্ত্র-বিজ্ঞানে
প্রতিদ্বন্দ্বী কর আকিঞ্চন—সে বিদ্যায়
একান্ত অপরিণামদর্শী তোরে হেরি ;
উচ্চাঙ্গ শিক্ষায়, একান্ত অল্প-শিক্ষিত,
অপাদপে এরণ্ড- পাদপ ! মদোদ্ধত,
রে নব্য পুরুষাবতার, আত্মম্ভরী, মূঢ়,
দেখি ও ভারত-বংশে পুরুরক্তধারা

এখনো কতটা বয় ; অর্দ্ধ-শিক্ষিতের
দুর্ম্মতি-চালিত দম্ভে কিছু শিক্ষা দেই।

অর্জ্জুন। যে কোন সমর-তন্ত্রে, যে কোন আয়ুধে,
সসৈন্যে বা রথারূঢ় হয়ে, আয় বন্য
মিটাই দুরাশা তোর ; বিচিত্রবীর্য্যের
শোণিতঝঙ্কার শুনে যা রে আগন্তুক ;
শোনোনি যা জীবনে কখনো।

কর্ণ। শুনিনি যা,
সে শব্দ অম্বরে নাই ; ওরে অকিঞ্চন !
আমি যে ধনুকে শিক্ষা করেছি শস্ত্রের,
বিজয় তাহার নাম ; সে গুণ-টঙ্কারে
মূর্চ্ছিল একবিংশতিবার ক্ষত্র-যুগ।
আয় তোর বৃথা দম্ভে করি বজ্রাঘাত,
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিই শিক্ষা সাহসের !

ভীষ্ম। কে রে রস-ভঙ্গকারী, প্রকৃতি অদ্ভুত !
সভা-কক্ষতলে, অশিষ্ট বাদানুবাদে,
করিস্ সোয়াস্তি ভঙ্গ ! ওরে নবাগত
কিবা নামধেয় তুমি, কোন্ কুল-জাত ?
রণ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কার অন্তেবাসী
হয়েছিস্ সমরে স্নাতক ! ওরে নব্য
দাও সত্য পরিচয় ? অতঃপর বীর্য্য
তব হবে দর্শনীয়।

কর্ণ। জন্ম-পরিচয়ে,
সূতপুত্র আমি গাঙ্গেয়। ছাত্র-জীবনে,
রণবিদ্যা বৃহস্পতি পরশুরামের,
শিষ্য অন্যতম ; পরিচয় এ নব্যের
আরো কিছু দিবে অদ্য সুনাম কর্ণের।
বীর্য্যের সাহস বলে, নিন্ অজ্ঞাতের,
পরীক্ষা আগ্নেয় স্তূপে ; কুরুকুলদীপ !
পরীক্ষার্থী আমিও সভ্যের ; আজ্ঞা দিন
দণ্ডিব অত্যল্প শিক্ষা-উদ্ধত যুবকে।

কৃপাচার্য্য। আরে তু সারথি-পুত্র, ভারত-সম্রাট্
পুত্রদের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে, মূর্খ, চাস্ ?
রঙ্গমঞ্চ নহে এ মল্লের, ক্রীড়াক্ষেত্র
এ নহে বাল্যের ; তুমি যে আত্মগোপনে
লুণ্ঠিলে ভার্গব-ধনে, দুরদৃষ্টক্রমে,
আজি তা বঞ্চিত হয়ে এসেছ এখানে।
বিনা রাজপুত্র কেহ এ রঙ্গমহলে,
হয় না নাট্যাভিনেতা—বুঝ রে অন্ত্যজ।

ভীষ্ম। ওরে মূর্খ, পাষণ্ড বঞ্চক ! সার্ব্বভৌম
রণাচার্য্যে করেছ বঞ্চনা ; দগ্ধমুখে,
আসিয়াছ লোকালয়ে নিতে বাহাদুরী
সেই চৌরার্জ্জিত ধনে করি ভোজবাজী।

দুর্য্যোধন। এ কি অন্যায় নিয়তি ; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে,

সবাই তুল্যাধিকারী। আত্ম-প্রতিষ্ঠায়,
বর্ণগত বৈষম্যের প্রয়োগ নিষেধ।
কুসংস্কারে মোহাচ্ছন্ন হ'লেও প্রাচীন,
ঈদৃশ পরীক্ষা-মঞ্চে অধ্যক্ষের মুখে,
বীরের অন্ত্যজ সংজ্ঞা নহে সমীচীন।
বীর যে, সেই ত মান্যে রাজ্যের প্রধান,
জাতির শীর্ষস্থানীয় ; উচ্চ-নীচ-ভেদ,
নিকৃষ্ট সামাজিকতা, বলীর বিদ্রূপ ;
বিদ্যালয়ে মানদণ্ড নহে যোগ্যতার।

কর্ণ।　ক্ষত্রিয় স্বভাবে এই স্বজাত্যভিমান,
এত যে নিয়মধর্ম্মী, অগ্রে কে জানিত।
শুনিতাম বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের
জন্মি বহির্ভাগে, তবু দ্বিজের নিষ্ঠায়,
পালিয়া স্বভাব-ধর্ম্ম হইল ব্রাহ্মণ।
কিন্তু এ ক্ষাত্র-কৌলীন্যে কুল-নিষ্ঠাচার,
দেয় না নীচ-জাতিকে সুযোগ্য আসন ;
সেটুকু সম্মান, প্রাপ্য যা গুণানুসারে।
এ ক্ষাত্র সভ্যের দাতব্য প্রশংসাপত্রে,
কি হবে আমার ? ওই আত্মম্ভরী দম্ভে,
রাখিব স্মরণ-পথে, দেশে বা বিদেশে,
যখনি দেখিব কোথা, ওই নপুংসকে
তখনি ভাঙ্গিব ওর নির্ব্বিষ দশনে,

চলিলাম রেখো মনে কর্ণের শপথ।
ও কূপমণ্ডূকে আমি দেখাব জগত।

দুর্য্যোধন। কেন এ বৈষম্য হবে? নির্ম্মুকুট শির,
যদি না আতিথ্যযোগ্য, তবে অভ্যাগতে
মুকুটের দিনু অঙ্গীকার। যাও বীর
এবার সঙ্কল্প-সিদ্ধ হও ধনুর্দ্ধর।

ভীষ্ম। বৎস, এ কৌরব-গৃহে শিক্ষিত কলার,
একটা নাটকমঞ্চ—এ রঙ্গভূমির
কুশীলব দ্রোণ শিষ্য কুরুসম্প্রদায়।
দেবেন্দ্র হ'লেও কেহ? এ রঙ্গমঞ্চের
হ'তেন অযোগ্য নট! তোমার ইচ্ছায়
তথাপি দিতাম আজ্ঞা, যদি না অশুচি
আনিত চৌর্য্যের ঝুলি দম্ভে মাথে করি।

অর্জ্জুন। দিন গুরো ইঙ্গিত অনভিপ্রেত! দাদু!
দিন তুচ্ছ প্রত্যাদেশ—দেখি ও দস্যুর
কত শক্তি পাশব-বলের; দ্রোণ-শিষ্যে
ভাবে যে অল্পশিক্ষিত—সে ভ্রান্ত-বুদ্ধির
নিশ্চয় মস্তিষ্ক উষ্ণ। এ রঙ্গমঞ্চের
শ্লেষোক্ত অভিসম্পাত নহে মার্জ্জনীয়।
আর বন্য নবাগত, মাতৃঘাতকের
কতটা বল-বিক্রম পেয়েছ দেখিব;
যা নিয়ে কৌরব-সিংহে তুচ্ছ মনে ভাব।

কৃপাচার্য্য । স্থানান্তরে হতে পারে, এ রঙ্গ উৎসব ;
এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয় ।
ভীষ্ম । অরে সূতাত্মজ !
যে শিক্ষার কর তুমি এত অহঙ্কার ;
সে শৌর্য্য কৌরব-রক্তে নহে অজানিত ।
গেছে সে যুগান্তরালে, অস্তারুণ-লোকে ।
যেটুকু রক্তিমা ছিল—এই ভীষ্ম-করে
হয়েছে তা কালিমাচ্ছাদিত । সে গরিমা
এখন প্রাগৈতিহাসিক—সে ভুল-বিভ্রমে—
মতিচ্ছন্ন হয়ে যদি হেথা এসে থাক,
এখনি অস্পৃশ্য সূত ! দূরীভূত হও ।
কর্ণ । হাঁ যাই ! যাবার পথে ভীষ্মে ব'লে যাই
এ বংশ করিব ধ্বংস ।

[প্রস্থান ।

দুর্য্যোধন । জাতির দোহাই
দিলেন গাঙ্গেয় আজ আতিথ্যাপমানে ;
যাই "দাদু" সভাস্থল স্নেহে অন্ধ আজ ;
বিচারে কার্পণ্য বড় ।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান ।

অর্জ্জুন । কেন দাদু হ'লে,
সংশয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত, আড়ষ্টাভিভূত ?

নাহি কি কেহই কুরুপাণ্ডব-মহলে
সমরে অকুতোভয় হত' যে কর্ণের।

ভীষ্ম। তুমিই একাকী শক্ত ; ভাব কি কুমার,
রণবিদ্যা শাঠ্য-অনুগতা ; বঞ্চকের
বিলাস-নর্ত্তকী ; জয়শ্রী স্বয়মীশ্বরী।
সে তার ভক্ত-বাৎসল্যে অক্ষয় বরের
দেয় ঢেলে আশীর্ব্বাদী মাল্য, যশোহার।
সে চায় নৈতিক বলে রক্ষিত দুয়ার।
দ্রোণাচার্য্য, আর কিছু আছে অতঃপর ?

দ্রোণাচার্য্য। আছে আত্মজের প্রদর্শনী বাকি, আরো
অবশিষ্ট কুমারের ; কিন্তু আমি আর,
পারি না সময় ক্ষেপ করিতে অসার।
সভাস্থ শুনুন, আত্মনিবেদন আজ ;
শিক্ষাব্রত-দক্ষিণাস্ত উদ্যাপনযোগে,
আছে যা যাচিঞা-যোগ্য ; বৃত্তি রাজকীয়,
দেছ যা অভিভাবকস্থানীয় গাঙ্গেয়,
পারিশ্রমিক হিসাবে, সামান্য সে সব।
মোর মন্ত্রশিষ্য যত গুরুদক্ষিণার,
একটা বিলি-ব্যবস্থা কর অচিরাত্‌ ;
যে লোভে এসেছি আমি এই দীর্ঘপথ।

অর্জ্জুন। গুরুজী, কি আছে দেয় ? যদি সাধ্য হয়,
শিষ্যের প্রাণান্ত চেষ্টা, শস্ত্রশীলতায়,

এখনি তা করণীয়। অবিলম্বে দাস
প্রস্তুত মহত্ গুরু প্রাপ্য নিবেদনে।

দ্রোণাচার্য্য। স্নেহাশিস্ লহ পুত্রাধিক ! প্রিয়তম !
এ দিনের প্রতীক্ষায়, দশম বৎসর
দীর্ঘ, রহি কুরু-বৃত্তি-ভোগী। দ্রোণভুজে,
ছিল যা ভার্গব-ওজঃ, নিঃশেষে তোমায়,
করেছি সমন্ত্র দান। শিক্ষিত তরুণ,
একবার জাগ রে ভারত ; ক্ষত্রবন্ধু
তিরস্কৃত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ; হেয় জ্ঞানে,
প্রবলের প্রভুত্ব-দাপটে ; মৃদুমন্দ
কশাঘাতে কর প্রতীকার ! গুরুদ্রোণ
তবে, ম'লে মুক্ত হবে ; নতুবা ফিরিবে,
পুনশ্চ নব-যৌবনে মন্ত্রের সাধনে।

অর্জ্জুন। কে সে, বন্ধুদ্রোহী ক্ষত্রাধম ? দ্বিজোত্তম
দ্রোণে যে হিংসিল ব্যঙ্গে ;

দ্রোণ। পাঞ্চাল-ভূপাল,
ছিল সহপাঠী মোর গুরু-গৃহবাসে।
হ'ল বন্ধুত্বে প্রণয় ; দিল অঙ্গীকার,
যদি সে পাঞ্চাল-ভাগ্য-বিধাতৃপদের
কভু অধিষ্ঠাতা হয়, তবে সে রাজ্যের
অর্দ্ধাঙ্গ আমায় দিবে মূল্য প্রণয়ের।
মোর কূটচক্রে, আরো কত কুমন্ত্রণা—

শাণিত বিস্তায়, যবে সে দ্রুপদ-যুবা
রাজমঞ্চে পেলে স্বাধিকার; প্রতিদান
দিল সে, চিত্তের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে,
নিদারুণ ব্যথা ; কহিল ঘৃণিত ব্যঙ্গে
"ওহে, চীরবাস দ্বিজ ! এটা রাজগৃহ ;
যথেচ্ছ আকাশ-স্বপ্ন বিলাসে উল্লাস-
করণে বাক্যের মূল্য হেথা কারাবাস।
দারিদ্র্য রাজসম্পদে কোথা মৈত্র-রাগ
সম্ভবে, জান না দ্বিজ, এ বড় বিক্ষোভ"।
বৎস—তাই এ দ্রোণের গুরুদক্ষিণায়,
এত প্রয়োজন ; নিরোধি পাঞ্চাল-বলে,
যে বন্দী দ্রুপদে, মোরে দিবে উপহার ;
সে গুরুদক্ষিণা দিয়ে হবে সোমভাক্।

অর্জ্জুন। করি এ প্রতিজ্ঞা গুরো ! স্বভ্রাতৃমণ্ডলে
পরিবৃত, অথবা একাকী, নিরপেক্ষ,
এ চান্দ্রপক্ষের মধ্যে দানিব দক্ষিণা ;
নতুবা অভক্ষ্য ভক্ষ্য হবে অর্জ্জুনের।

দ্রোণ। এ দৃঢ় শপথ-পত্র অর্দ্ধেক পূরণ,
দ্রোণেচ্ছার। পরিতুষ্ট হলাম কুমার।

ভীষ্ম। কৌরব-কুমারসঙ্ঘ ! এখনি সৈন্যের
কর গে পরিচালনা পাঞ্চালাভিমুখে,
দিতে পৃষ্ঠপোষকতা পার্থ অভিযানে,

কৃতসঙ্কল্প পালনে। মোরা বৃদ্ধগণে,
নির্লিপ্ত রহিব, স্পষ্ট বিশ্বাস লঙ্ঘনে
সন্ধিপত্র সততায়—যাও অরিন্দম!
ভবিষ্যত ভারত-প্রদীপ! পরীক্ষার
রঙ্গমঞ্চ হ'তে রক্ত-সমরমর্দ্দনে।
এখনি ভৈরব-বীর্য্যে হও আগুয়ান,
অদ্যকার মত সভাভঙ্গ হ'ক তবে।

[সকলের প্রস্থান।



ষষ্ঠ সর্গ

স্থান—হস্তিনাপুর রাজপথ।

সময়—মধ্যাহ্ন।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। ওই দর্পে, কৌরবের বিলাস-মন্দির,
ক্ষাত্র-তেজে উদ্ভাসিত, বীর্য্যের ভূধর,
যশস্বীর পুণ্য নিকেতন! ওই হর্ম্ম্যে,
বর্দ্ধিত হইত শিশু, আসিত যদ্যপি,
সীমন্তিনী গর্ভিণী দোলায়। তুঙ্গ-শৃঙ্গ,
প্রত্যেক সৌধের চূড়ে, গর্ব্বিত কেতনে,
বাখানিছে পূর্ব্বতন পুরুষ-গরিমা।
উচ্চাকাঙ্ক্ষা জলে চারিভিতে; রে হস্তিনা!
কর্ণেরে দিয়াছ তুমি যে অবমাননা,
সে দিনের রঙ্গালয়ে, তার প্রতিশোধ,
কি হ'তে পারে তা জান? ও স্বর্ণ-পুরীর,
প্রধান বরিষ্ঠ ভীষ্মে শ্মশানস্থ করি,
বংশনাশ করিব পশ্চাতে; পূতিগন্ধি—

শ্মশানের নগ্ন ছবি, ফোটাব নগরে।
তবু মণ্ডলাধিপতি স্মৃতি-সৌধতলে
অগ্নি দিতে প্রাণ নাহি চায় ; কি করিব,
ক্ষমা ক'রো বীর্য্যের সমাধি! কর্ণ আমি,
জাতিচ্যুত সূত ; লাঞ্ছিত, পতিত আমি ;
দীন আমি, দস্যু আমি, অশান্তি বিপ্লব,
সংসার চাহে না মোরে, চাহিল না মায়ে,
প্রিয়-শিষ্যে বিতাড়িল রাম ; তুমিও ত
চাহ নাই কোন দিন, রে সুন্দরী পুরী,
কর্ণের স্বদেশ-সেবা ? তবে কেন আমি,
ক'রে যাব প্রাণপণে সবার পোষণ,
পরক্ষণে করে যারা রৌদ্র উপহাস।
না না, আমি লব এর তীব্র প্রতিশোধ,
কুরুক্ষেত্রে বসাব শ্মশান। ওই পিতা
ভগবান জগত্প্রসূতি! রক্ত-চোখে,
করেন ভর্ৎসনা ; সূর্য্যপুত্র ডরিবে কি
বালক অর্জ্জুনে—যদিও গাঙ্গেয় থাকে
পৃষ্ঠপোষণে তাহার ? কে আসে অদূরে,
বামন ব্রাহ্মণ-বটু। ক্ষিপ্রপদভরে,
অগ্নি-শিখা ঝলসে শরীরে ; শ্যামকান্তি-
নীলকান্তমণি ; কিবাদেশ দ্বিজবর ?
ব্রাহ্মণ! স্বয়মাগত পদে নমস্কার।

(বালকবেশী ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। হে বীরভূষণ ! পার কি বলিতে মোরে ?
রাজগৃহ রহে কতদূরে ? ভিক্ষাঝুলি,
জীবিকা-সম্বল ; দান লব রাজগৃহে।

কর্ণ। ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ ! প্রতিগ্রাহী হও যদি
দাতৃ-ভরসায়, নাহি ইতস্ততঃ কর ;
তবে জন্ম-সহজাত সুবর্ণকুণ্ডল,
সূতপুত্র দানিছে তোমায় ; লহ দেব।
এ ভিক্ষাবৃত্তির দৈন্যে করিতে নির্লোপ,
যদ্যপি অসত্ প্রতিগ্রাহী হও দ্বিজ।
পার্শ্বে ওই রাজগৃহ শোভে স্বর্ণচূড়,
বিস্তৃত যোজন-পথ, যমুনাপুলিনে।

ব্রাহ্মণ। উচ্চদান বটে ! কিন্তু যে ভিক্ষার ঝুলি,
বেঁধেছিনু ব্রহ্মচর্য্যে তণ্ডুলকণায়,
তাহাতে সুবর্ণদীপ্তি, রত্নোজ্জ্বল ভাতি,
সন্দেহী চক্ষের বালি হবে, জনপদে ;
দেখি সে কনককান্তি কর্ম্মঠ কোটাল,
তখনি ধর্ম্মাবতারে—দিবে উপহার।
ব্রাহ্মণ-সেবায় রত্নদানে ইচ্ছা হয়,
চাই আমি ধরণীর প্রকৃষ্ট নীলায় ;
পার কি হে দিতে মোরে, সূতের তনয় ?

কর্ণ। কিন্তু সে যে প্রতিজ্ঞায় করিয়াছি দান।

হে ব্রাহ্মণ! যদি কভু সূতের নন্দন,
ভার্গবের শিক্ষা-তপে, পারে অর্জ্জিবারে
সে মণি-কাঞ্চন, রাজপুত্র সুযোধনে।
তদ্ব্যতীত আর কিছু থাকে চাহিবার,
কর্ণ তোমা দেবে সুনিশ্চয়, দ্বিজোত্তম!
সদিচ্ছা দাসের প্রতি করুণ বিধান।

ব্রাহ্মণ। দান-বীর! আপাততঃ প্রয়োজন আর
নাহি দেখিতেছি, অন্য আছে চাহিবার;
ব্রাহ্মণের করি বাক্যদান, একদিন,
আতিথ্যসৎকার কিছু করিব গ্রহণ,
দানেপ্সুর গার্হস্থ্য সেবায়। যা যাচিব
চাই কিন্তু মোর; অস্বীকারে ব্রহ্মতেজে
ভস্মীভূত হবে। এ বহুক্ষতির পথে,
স্বল্প পুণ্য-লোভে, আছ কি প্রস্তুত সূত?
অন্যকার মত তবে যাই রাজগৃহে,
দেখি অভুক্তের ভোজ্য জোটে কি কপালে!

কর্ণ। আমন্ত্রণ নিবেদিনু তোমায় ব্রাহ্মণ।
যে দিন যে ভাবে যাবে, চিনি বা না চিনি;
আমরণ হস্তিনায় রব যদবধি।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) কেবা ওই তরুণ ব্রাহ্মণ! শরতের

চান্দ্রভাস, শ্রীমুখের সুধাংশু বিতরে।
দ্বিজপুত্র! অথচ কপোল-চুমে কেশ-
বিনায়িত ; ভ্রূযুগলে ভঙ্গী মাতোয়ারী ;
বিজলী-উজ্জ্বল বপু, বঙ্কিম চাহনি,
ব্রহ্মচর্য্য-পরিচয় দেয় না কোথায় ;
অথবা সে কাঠিন্যের রেখা উঠে নাই!
যত্নে অভ্যাসিত, যেন স্থৈর্য্য বয়ানের,
অতর্কিতে মৃদুমন্দ হাস্যস্ফুট হয়।
সহজে চলিয়া গেল, কিন্তু মোর বুকে,
ঢেলে গেল বিজিতের সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।
জানি না কতই হেন, ব্রাহ্মণ-বল্কলে,
ঘুরিতেছে ভগ্নদূত, দুরভিসন্ধির ;
কর্ণে করি উপহাস, কে তুমি ব্রাহ্মণ!
অজ্ঞাত নিগূঢ় স্বার্থ, করিলে সাধন?
কর্ণে প্রতারিয়া কে রে গুণী বিষহরী,
গোখুরায় করিলে প্রহার ; ফেনায়িত
বিক্ষুব্ধ ভুজঙ্গ গর্ত্তে করিলি প্রবেশ?
হে অজ্ঞাত, মহিমামণ্ডিত। যদি পাই
তোমারে আবার? ভিক্ষুকের চীরবাসে,
অথবা সে তন্মাত্রার নিগূঢ় স্বরূপে,
বুঝাইবে কর্ণ তোমা, কারে প্রতারিতে,
এসেছিলে শ্যামরূপ! কে তুমি রমণী!

(কুন্তীর প্রবেশ)

কুন্তী। কে তুমি রমণী! ওই শুন রে জগত্,
জিজ্ঞাসিল পুত্র মায়ে, কে তুমি রমণী!
আমি কিন্তু দূর হ'তে সারূপ্য স্মরণে
চিনেছিনু পুত্র-পরিচয়ে। এ দুর্ভাগ্য
মায়েরা পাইনি কেউ কুন্তী রাঁড়ী বই।
পুত্র মায়ে সম্বোধিছে কে তুমি রমণী!
আয় মা'র কোলে, আরে-রে অবোধ ছেলে,
মায়ে তোর চাহ না চিনিতে? জ্যেষ্ঠাত্মজ,
অকালে আসিয়া ভুলে গর্ভের কারায়,
লজ্জার জঞ্জাল হ'লি, কৌমার-হিয়ায়।
বালিকা-সুলভ ভয়ে করিলাম ত্যাগ,
অজানায়—জানিতাম সূর্য্যের তনয়।
কর্ণ। হাঃ! হাঃ! দেবী; স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে তোমার!
আমি যে সূতের সুত, ক্ষত্রী মহাদেবি!
অর্জ্জুনের আমৃত্যু অরাতি; জানি, আমি
পৃথা-গর্ভে সূর্য্যের তনয়; আরো জানি,
পরিত্যক্ত গর্ভধারিণীর। যে জননী
করে ত্যাগ শিশু সুকুমারে; যে মাতৃত্ব—
ভুলে যায় স্নেহের নির্য্যাসে; নবক্ষীরে
উচ্ছ্বসিত, স্তন-যুগ্ম হ'তে প্রতারিত,

করি সদ্যোজাতে—যে প্রসূতি শিশু মারে,
আপনার কুমারীত্বে রাখিতে বজায়—
অভিজাত-বংশ-বধূ-পদ-লালসায় ;
সে শীলায়, কহ দেবি, কেমনে সন্তান,
মাতৃপূজা করিবে বোধন ? সে মাতার
মাতৃমূর্ত্তি ফোটে কি কোথায় ? কে কোথায়,
এরূপ দুঃস্বপ্ন-বার্ত্তা করেছে শ্রবণ ?
মাতৃ-কোল সন্তানেরে দেছে বিসর্জ্জন,
স্বেচ্ছায় মরণে তুলে ; ফিরে যান গৃহে ।
শুনে যান, শুধু মাত্র মায়ের দোষেতে,
অবিমিশ্র মাতৃ-অপরাধে, কর্ণ আজ
জগতের ঘৃণ্য, নগ্ন, ত্যক্ত, অনাহূত !
আর কি কহিব মাতা, নহ কি লজ্জিতা ?
মাতৃকণ্ঠে ত্যক্তপুত্রে করিতে আহ্বান ।

কুন্তী । কি বলিব পুত্র তুই মোর । কুরু-বধূ
করে কি আহ্বান কারে দুঃখিনীর বেশে—
তার লজ্জা-সম্ভ্রমের দায়িত্ববহনে ?
কি করিবি কর্ণ তুই ? এখনো শ্বশুর—
গাঙ্গেয় জীবিত আছে—অভ্যুদয়শীল
অর্জ্জুনে, অভয়-রক্ষা কবচ-বেষ্টনে ।
এখনো পুত্রের শিরে দেই নাই ভার,
সজীব শ্বশুর-শাখা রক্ষিতেছে দ্বার ;

তবে মাতা আমি তোর ; পূর্ব্ব অপরাধে
কুণ্ঠিতা পুত্রের দ্বারে। আয় কর্ণ, আয়,
ভুলে যা রে মাতৃকৃত ভীরু দুষ্ক্রিয়ায়।

কর্ণ। মা গো ! কর্ণ তোর এত কি হৃদয়হীন ?
এত কি নির্ম্মম স্নেহশীলতায় ? সে কি
দুর্ব্বলতা জননীর পারে না বুঝিতে ?
কিন্তু তোর পুত্রদের রঙ্গালয়ে মা গো,
ওই ভীষ্ম মোরে, নিতান্ত দুর্ব্ব্যবহারে,
রুক্ষস্বরে গড়িয়াছে নির্ম্মম পাষাণ।
দেখি তো মা পুত্র তোর, বীজ ভার্গবের,
ভীষ্মে না কর্ণের শীলে অঙ্কুরিত বেশী ?
ভাগ্যের দুর্দ্দৈব-চক্রে ভায়ে করে অরি,
এখন অনন্যোপায়—বন্দী শপথের,
কি করিতে পারে কর্ণ, সংকল্প ব্যথিছে।

কুন্তী। কিন্তু এ কি অদ্ভুত কাহিনী ? মিথ্যাভ্রমে
নিতান্ত অস্বাভাবিকী—জ্ঞাতি-শত্রুতায়,
তীক্ষ্ণবাণে ভ্রাতৃরক্তে করিবে দোহন ?
যেই ভাই শোণিতের অর্দ্ধ-অংশীদার,
যে ভাই আশ্রম-মৃগ ভিক্ষু করুণার ;
বাল্যের সহজ-স্নেহে প্রবিভক্ত ব'লে,
সেই ভায়ে শত্রুভাবে করিবি নিধন ?
আর আমি মা'র চক্ষে করিব দর্শন ?

বীর-পুত্র প্রসবের এই ত সুসার ;
ক্ষত্রী যাহা শিবপদে বর মেগে লয় !
কর্ণ মোর জ্যেষ্ঠ সুত, ভীষ্মে যে অভীরু ;
ধর্ম্মের নিগূঢ় পন্থী, মধ্যম কুমার ;
তৃতীয় গর্ভজ ভীম, দুরন্ত ক্ষত্রিয় ;
সর্ব্বোত্তম কৃষ্ণসখা কনিষ্ঠ দুলাল।
আরো দুটি স্নেহের শাবক, নারীজন্মে
অক্ষয় সুবর্ণ-গৃহ গড়েছে আমার ঃ
বল কর্ণ, এ দর্পিতা পুত্রবতী নারী,
রবে কি পরের ঘরে লাঞ্ছিতা যবনী ?
অদিতি ছিলেন যথা দিতিজ-বন্দিনী।

কর্ণ। শুন মাতঃ ! আজি মোর মস্তিষ্ক বিকৃত ;
প্রতিজ্ঞায় অন্ধ আমি, তুমিও জননী,
মাতৃ-বাক্য ত্যজি বা কেমনে ? মহাপাপ
স্পর্শিছে আমায় ; দুই গিরি-সঙ্কটের
মালভূমে তুলিয়া প্রাচীর ; কর্ণ রথী,
আপন বৈশিষ্ট্য মাতঃ করিবে রক্ষণ।
শুন মা গো, এই মনঃসঙ্কল্প এখন ;
পঞ্চপুত্র-মাতা তুমি রবে, হয় জ্যেষ্ঠ,
নয় তোর সর্ব্বোত্তম জীবনান্ত হবে।
গিয়াছে জনৈক সাধু, এই অল্পক্ষণ
ব্রাহ্মণের দ্বাদশী-ভিক্ষায়। যাও মাতঃ !

দুয়ারে স্বয়মাগত মঙ্গল উদিত।
চলিল সন্তান তোর মন্ত্রণা-আগারে,
কতক্ষণে হস্তিনায় রক্তনালা ভরে।

কুন্তী। এই তোর শেষ বাণী নির্ম্মম-সন্ততি ?
মা'র কাছে শ্লেষকণ্ঠে করিলি উদ্গার,
একপুত্রে যমপুরে পাঠাবি নিশ্চয়।
শোন্ মাতৃ-অভিশাপ, কর্ণ রে নির্দ্দয় !
নিজপুত্রে নিজহস্তে করিবি হনন,
তবে এ কুন্তীর প্রাণে হবে শান্তিলাভ।
যাই ফিরে ; ভেবো কিন্তু বিশ্রামাবসরে।

কর্ণ। কি আর ভাবিব মা গো ? অভিশাপ-রোগে,
রাধেয় ভাবে না আর মস্তিষ্ক-পেষণে ?
ওটা হয়ে গেছে মোর চর্ম্মের দোসর,
জন্মাবার দিন হ'তে, রব যদবধি,
তদবধি অভিশাপ রহিয়া পশ্চাতে,
কর্ণ অভ্যুদয়-মুখে সিংহদ্বার তুলি ;
বিদ্যার অর্জ্জিত বীর্য্যে করিবে নিষ্ফলা ;
উন্নতি-প্রতিবন্ধক হয়ে প্রতিপদে,
মানুষের অমরত্বে রাখিবে বঞ্চিত।
জানি মাতঃ, শেষ নতি লহ অভাগার।

(নমস্কার)

কুন্তী। আয় কর্ণ, নে রে মা'র ব্যথিত আশ্বাস ;

মাতৃকণ্ঠে অভিশাপ দেছি যা সন্তানে,
হোক্ তা নির্ম্মাল্যভূত আশিস্ মঙ্গলে।

[প্রস্থান।

কর্ণ। রে বিধাতঃ! নির্ম্মম দারুণ! কর্ণে কেন
গড়িয়াছ তিক্ত উপাদানে? স্নেহাশিস্
জননার দিলে না আমায়; লোকে যাহা
আকণ্ঠ দুর্ভাগ্য লয়ে, ভুঞ্জিছে জগতে;
ভ্রাতৃ-প্রেম কেড়ে নিলে, বিচ্ছেদ ঘটালে,
বিশ্বজয়ী শ্রীগুরুর শ্রীচরণামৃতে।
তোমার ভাণ্ডারে আছে যত অভিশাপ,
কুটিল, কুৎসিত, কূট, বিষাক্ত, বিস্বাদ,
কর্ণে তা ভরিয়া দেছ। শুধু এ হৃদয়
কেন রাখ অচল অটল? মেরুবক্ষে
কেন বা ভাতিছ তুমি, পাষাণ কঠোর
কর্ত্তব্যের স্বাধীনতা রক্ত-যবনিকা?
এস সখে! পথযাত্রী তোমারি মন্দিরে।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। শুনি সমাচার এক ব্রাহ্মণের মুখে,
আসিয়াছ বন্ধুবর; এসেছি ছুটিয়া।
অশান্তি বেড়েছে বড় তোমারে লভিয়া;
না পারি থাকিতে একা আর গৃহকোণে।

সমগ্র কৌরবসেনা পাঞ্চালাক্রমণে
নগরবহিঃস্থ আজ ; প্রাচীর-বেষ্টনে,
এ সময়ে নিরুৎসাহে থাকা—মর্ম্মান্তিক
নিঃস্বার্থপরতা। তাই তব সঙ্গাশায়,
ছিলাম উদ্বিগ্ন-চিত্ত ; এসেছ যখন,
চল মোর গৃহেতে ধীমান্ ; অতঃপর
কর তব বাসাগার মন্দির আমার।

কর্ণ। আয়ুষ্মন্! অজ্ঞাত-স্বভাব-শীলে—আর
জান না কিছুই যার রহস্য বীর্য্যের ;
অযুক্ত অপরিচিতে করি বাক্যদান,
পারিবে কি অন্ধভাগ্যে করিতে বরণ ?
নির্ব্বিচারে মোরে যদি চাহ নররায়,
তোমার গৃহেতে গৃহী রহিব ধরায়,
যতদিন দুঃসঙ্কল্প সুসিদ্ধ না হয়।

দুর্য্যোধন। আমি যে তাহাই চাই ; দুঃসঙ্কল্পালয়ে,
দুরাশা দুর্দ্দমনীয়া সমাদর লভে।
যেরূপে থাকিতে চাহ, থাকিবে সেরূপে ;
শুন সখে! চাই শুধু সখ্য প্রণয়ের।
তোমার রঞ্জনে যদি হয় প্রয়োজন,
ত্যজিতে স্বভাবাত্মীয়ে, তখনি ত্যজিব।

কর্ণ। তবে শুন সখে, অন্ধ অন্তরের কূপে,
লুকায়ে যা রেখেছি দুর্নীতি ; যে উদ্গার,

একদিন ভস্মিবে নগরী। শুন সখে,
সে ধূম্র আগ্নেয়-স্তূপে ধাতুদ্গিরণের,
প্রথম বর্ষণ দিবে ভস্মিতে পার্থের,
উদ্ধত কৈশোর তনু; সে ভস্মাবশেষে,
ভীষ্মের স্থবির অস্থি দিব গঙ্গাজলে।
প্রথমাঙ্কে শত্রু ওই তৃতীয় পাণ্ডব,
উহার দমনাকাঙ্ক্ষা, কর্ণের উৎসব।
চল সখে, যাই তব গৃহ-আচ্ছাদনে।

দুর্য্যোধন। আমারো ওইটি লক্ষ্য, মন্ত্রের সাধনে;
চাই সেই অতিকায়ে; যে পুরুষাকার
সম্পূর্ণ নিযুক্ত রয় পার্থের দমনে।
উহারি দুশ্চিন্তা চিত্তে নরকাগ্নি জ্বালে।
উহারি বিজেতা ভাগ্য-বিধাতা এ ভালে।

কর্ণ। দুরাশা দুর্নীতি আজ মিলিল সঙ্গমে,
বাহিতে পুণ্যের তরী বৈতরণী পারে।
আমাতেও দুঃস্বপন সুস্বপন হবে।

দুর্য্যোধন। চল সখে, যাই মোরা পাঞ্চালাভিমুখে;
ভীষ্মের আদেশে স্পষ্ট অমাত্যকরণে,
জনক পড়িবে বড় নিন্দিত পীড়নে।

কর্ণ। চল সখে, বিশ্রাম-আগারে। অতঃপর
সর্ব্বদিক্ রক্ষা করি হব অগ্রসর।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম সর্গ

ভীষ্মের বিশ্রাম-কক্ষ।

সময়—পূর্ব্বাহ্ন।

ভীষ্ম-উপবিষ্ট।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। গাঙ্গেয়,—অর্হত্-সত্য—স্থবির পুণ্যায়ুঃ,
কৌরব-গৌরব-রবি ; নমঃ পূজ্যপাদ !
এনেছি জয়নৈবেদ্য দিতে উপহার,
পাঞ্চালরাজমস্তক গুরু-অর্চ্চনার।

ভীষ্ম। এস নবীন স্নাতক ! যথা শুক্রাচার্য্য-
অধ্যাপিত গুরুপুত্র কচ। গুরুদীক্ষা
প্রত্যক্ষ ফলদা করি, এস কুরুক্ষেত্রে,
চন্দ্রবংশ-গুণধর ! শতাশ্বমেধের,
ক্ষত্রোক্ত ঘটস্থাপনা করিলে কুমার !
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে যাহা আশীর্ব্বাদী আছে,
নিঃশেষে দিলাম তোরে। যে কুরু-পাঞ্চাল,
শতাব্দী উপর্য্যুপরি, রণ-কোলাহলে,
নিয়ত রয়েছে ব্যস্ত, সে মীমাংসা-ক্ষেত্র

তুমি উদ্ভাবিলে আজ। রণ-বিদ্যাপীঠে
শস্ত্রী-উপাধিলাঞ্ছিত ; জাত্যভিমানের,
স্বর্ণ-মিনাকে চিহ্নিত ; ধনুর্ব্বেদাচারে
রে বিজ্ঞ ! সর্ব্বাঙ্গসূত্রে ! প্রয়োগবিজ্ঞানে
আছে যা গুহ্য রহস্য, কৌশিক-বিশ্রুত,
আঙ্গিরসি ইষু-চালনায়, সে শস্ত্রাঙ্গে
দুর্ল্লভ তত্ত্বোপদেশে দিব দীক্ষাদান।
ভারত-সন্তান-সঙ্ঘে তুমি বীর্য্যবান্।
কিন্তু মামকীয় দান, রেখ সাবধানে,
জামদগ্ন্য রণবিদ্যা হ'তে ও উত্তম।

অর্জ্জুন। হে কুলদেবতা ! পাঞ্চাল-জয়ের মান,
এইবার হ'ল ফলবান্ ; যশোমাল্য,
কি হবে আমার ? যদি না সে জয়শ্রীর,
যৌতুকে আনুষঙ্গিক থাকে বিদ্যালাভ ;
যে ধন, মরণে সঙ্গী, জীবনে অক্ষয়,
উহাই পরম লক্ষ্য। স্নেহাঙ্কুশে সব
ভুল-ভ্রান্তি ঘুচায়ে আমার, করিমদে
পূর্ণ কর মোরে। জনশ্রুতি শুনিয়াছি,
আত্মজ্ঞানলভ্যং কভু নহে দুর্ব্বলের।
দাও সে বলায়ুঃ সত্ব, যে বীর্য্যরোপণে
সৎচাষী তুমিই দাদু এ পৃথ্বীমণ্ডলে।

ভীষ্ম। দিব তা ষড়ঙ্গ জ্ঞানে। কোথায় রেখেছ

প্রবল পাঞ্চালরাজে ? সে দুরন্ত বলে
ক'রো না মাৎসর্য্যে প্রতিহিংসা-পরায়ণ।
গুরু-স্বার্থোদ্ধার শিষ্যের উৎসাহক্রম,
বুঝায়ে পাঞ্চালে ; নিজস্ব দায়িত্ব কোন
বহিও না শিরে। পাঞ্চাল নবাধিকৃত,
কৌরবে, জয়-গৌরব-সংশ্লিষ্ট নহেক।
করেছ গুরু-আদেশে দ্রুপদে বন্ধন,
অবশ্যকর্ত্তব্যজ্ঞানে ; নিঃসঙ্গ স্বয়ম্
জয়োল্লাসে, নির্ব্বিরোধী রবে সমস্যায়।
দ্রোণ ও দ্রুপদ যাক্ নিজ-মীমাংসায়।

অর্জ্জুন। তাহাই করেছি দাদু। পাঞ্চাল-বারিধি
ফেনিলে তুরঙ্গবলে ; নিযুত যোদ্ধার,
গর্জ্জিলে তরঙ্গ-ঘোষ ; কোটি গজবাজি
ছুটিলে বন্যার হাঁকে ; দেখিলাম যেন
সর্ব্বগ্রাসী সিন্ধু কড়কড়ে। আমি একা,
তটস্থ কৌরববলে, মন্থনদণ্ডের
অদম্য মৈনাক দেহে, ছিনু উচ্চশির।
ক্রমে স্তব্ধ করি সে পয়োধি, জয়শ্রীর
লভিনু স্বর্ণ-গাগরী সুধাসঞ্জীবনী।
নাগপাশে প্রথম বাঁধিনু, মহামান্য
দ্রুপদ রাজার যেই ; চকিত বিস্ময়ে,
কহিল ভর্ৎসনা-স্বরে, কেন রে পাণ্ডব

পাঞ্চালে শত্রুতা কর ? ক্রম-ঘনায়িত,
আগামী গৃহবিচ্ছেদে, এ পাঞ্চালরাজ
হইত পৃষ্ঠপোষক, অনাথ পাণ্ডবে'।
মুক্ত করি বন্ধন তখনি, অপ্রতিভ,
যেন কি অজ্ঞানকৃত পাতিত্বে, কহিনু,
"হে বীরপুঙ্গব—মোর বাল্যচপলতা,
ক্ষমার্হ গুরু আত্মীয়ে ; কিন্তু এ আমার,
গুরু-দক্ষিণার কড়ি, পাঞ্চাল-বিজয়,
হ'লেও অসত্-কৃত, আমি নিরুপায় ;
কিন্তু ওই আত্মীয়তা চিরস্মরণীয় ।"

ভীষ্ম। করেছ নীতিসঙ্গত। আজি এ কক্ষের
অন্তরালে ক'রে দাও দ্রোণ দ্রুপদের,
শুভঙ্করী মীমাংসা ভুলের। দৌত্যবাহি,
যাও দ্রোণ দ্রুপদ-সমীপে ; আপ্যায়ন
জানায়ে আমার, সমাদরে ল'য়ে এস
জীর্ণ-ভীষ্মের কোটরে ; ব'ল, উভরায় ;
বিপ্র-রাজ আতিথ্যের ভীষ্ম সেবাদায়।

অর্জ্জুন। এ যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ দাহু মহাশয় !

ভীষ্ম। গাঙ্গেয় কৌতুকপ্রিয় নহে কদাচিত্ ।
তবে স্পষ্ট বল তারে ; পূর্ব্ব-চুক্তি-মতে
বাধ্য তিনি দিতে দ্বিজে অর্দ্ধ-রাজপাটে।
অন্যথায় দ্রোণে দেখি বদ্ধপরিকর,

বুঝিয়া লইতে প্রাপ্য ; এই মীমাংসার,
দায়িত্ব তাদেরি পরবর্ত্তী ভূমিকায়।

অর্জ্জুন। ন্যায্য কথা ; এই বার্ত্তা দানিব পাঞ্চালে ;
ইহাতে যে ছিদ্র দেখে, নৈতিক ভণ্ড সে।

ভীষ্ম। সে ছিদ্র অপরিহার্য্য। বলীর নির্দ্দোষ,
প্রমাণসাপেক্ষ নয়। যাও প্রাণাধিক
এ জরাজীর্ণের যষ্টি ! বিভক্ত সখ্যের,
মিলাও সংঘট্টযোগ। দেখিবে অচিরে,
দুইটি প্রবল শক্তি হবে পাণ্ডবের,
করিতে বলবত্তর কৌরবীয় হ'তে ;
যে রণ-সাহায্যে, বন্ধুবান্ধব বলের,
অনতিকাল-বিলম্বে হবে প্রয়োজন।

অর্জ্জুন। এ কি ভবিষ্যত্ বাণী, দিলে পুরাতন ?
এ বক্র হেঁয়ালি ছিল কণ্ঠে ভূমিকার—
প্রথম স্নেহবিন্যাসে, যে দিন কেশব,
ছলিল ভক্তের প্রাণ। অখণ্ডনীয় কি,
ভ্রাতৃ-কলহের ওই ভেদ-পরিণতি ?
জ্যেষ্ঠতাত আছেন জীবিত ; এ দ্বন্দ্বের
পরোক্ষ-সহানুভূতি রবে কি তাঁহার ?

ভীষ্ম। পরোক্ষ দূরের কথা, প্রত্যক্ষ থাকিবে ;
আত্মজ ও ভ্রাতুষ্পুত্রে বিস্তর প্রভেদ।
সেই যে কটাক্ষপাত গুরু-পক্ষপাতে,

করিল পুত্রবৎসল হিংসা-তাড়ণায় ;
তাহা যে সংশয়-মুক্ত, স্বার্থপরতায়,
এ কথা বলি বা কি সে ? এবার স্বার্থের
শিয়রে জ্বলেছে বহ্নি ; কুপরামর্শের
উঠেছে বৈশাখী ঝড় ; এ বাড়বানলে,
প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গ তোরে অতিষ্ঠ করিবে।
তাই ও পাঞ্চাল-রাজ্যে দ্বিজ-তুষ্টি-কোপে,
তোমাদেরি ইষ্টানিষ্ট। এ বাল্য-বেলায়,
যদ্যপি গৃহ-ঝঞ্ঝাটে পড় একবার ;
সমূহ শিক্ষা-সুযোগ হবে ছারখার।
তাই কোনমতে, পাঞ্চালে মৈত্রতা পাতি,
গুরু-দক্ষিণান্ত কার্য্য কর উদ্যাপন।
মন্ত্রের গূঢ়ার্থ ভেদে, পরার্থ প্রসব,
যত না ইত্যবসরে ঘটে তা মঙ্গল।
প্রথমে আচার্য্য দ্রোণে, এই কক্ষতলে
নিঃশব্দে দেখাও পথ ; অতঃপর যেথা
আছেন পাঞ্চালরাজ ; সে বন্দিশালায়
অভিব্যক্ত করি মনোভাব, জ্ঞাততত্ত্বে
লয়ে এস অন্দরে আমার। এ গোপ্যের
আর কোন অন্তরঙ্গ রেখ না তোমার।

অর্জ্জুন। আর অন্তরঙ্গ কোথা পাব ? অন্তর্য্যামী
বিনা সে অন্তরতম। সে ত বহুদূরে

আছেন নির্ভাবনায় ; হৃদ্দেশে যে বীজ
সঙ্গোপনে করিলে রোপণ, সে অঙ্কুরে
জগত দেখিবে ফুলে আর ফলভারে।
সাক্ষী কেহ রহিবে না স্ফীত অন্তঃসারে।

ভীষ্ম। নিশ্চিন্ত হলাম। কৌরব-মন্ত্রণাগারে,
একটা নব পদ্ধতি হতেছে সূচিত,
জ্ঞাতি-শত্রু নিপাতনে। পিতৃব্য বিদুরে,
নিরুদ্বেগে শ্রদ্ধা দিয়ে রেখ ; ভগ্নদূত
কৌরব-মন্ত্রণা-ভেদে রবে সে উৎসুক।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

(স্বগত) একটা প্রতিভা বটে ! কুরুবংশ-নাশ,
হলেও রহিবে বেঁচে স্মৃতির নিঃশ্বাস,
রাষ্ট্রভূমে ভারতের, বীর ভূমিকায়।
এ জরাগলিত দেহে, রক্ষণাবেক্ষণ,
পিতৃহীন অনাথ বাল্যের, প্রাথমিক
কর্ত্তব্য হলেও মোর ; কর্ত্তব্যপালনে
দেখি না তিলার্দ্ধ আছে কার্য্য স্বাধীনতা।
জ্ঞানতঃ অধর্ম্মরক্ষা ভীষ্ম শিরোনামা,
ঘোষিবে দুর্ভাগ্য মোর প্রয়াণ প্রাক্কালে।
পাণ্ডব-ধ্বংস-মন্ত্রের, দুর্ব্বার নিয়তি,
একটা পথ নির্দ্দেশ করেছে কৌরবে ;
তাই এ পাঞ্চাল-জয় বীর বালকের,

আতঙ্ক দিলেও ক্ষত্রে, অশ্রাব্য অন্ধের।
যে বিশাল জয়বার্ত্তা কৌরব-কুলের,
আনিল কুমার পার্থ; কেহ না দেখিল,
উপেক্ষায় রহিল অজ্ঞাত। কৌরবের
গুপ্ত অভিযান, পাঞ্চালে মৈত্রানুরাগ;
ভীষ্মের আদেশামাত্রে নিয়োগি সন্তানে,
জানাল পাঞ্চালে, দ্রোণ-সংশ্লিষ্ট সে নহে।
এ রাজনৈতিক দৃষ্টি অন্ধ যে রাজার,
তার পথানুবর্ত্তী হওয়া লজ্জাকর।

(দ্রোণের প্রবেশ)

আসুন পণ্ডিতবর! পাঞ্চাল-রাজার,
অতীত কৃতাপরাধে হ'ক সুবিচার।
দ্রোণ। ধর্ম্মাধিকরণ-মঞ্চে থাকিতে গাঙ্গেয়,
ন্যায্যের অর্থানুবাদে—বিচার-বিভ্রাট,
হওয়া সম্ভবে কোথা? সে কষ্টকল্পিত—
ইঙ্গিত অনুপযুক্ত। অযথা আমার
প্রতি সন্দেহ-পোষণ, কেন যে গাঙ্গেয়
এত করেন নিত্যশঃ, অবোধ্য এখনো।
ভীষ্ম। সন্দেহ এ নহে দ্বিজ; ক্ষত-চিকিৎসকে
প্রশংসা, অস্ত্রোপচারে নীত আতুরের।
পাঞ্চাল করেছে দোষ; বাগ দত্ত পণে.

দ্রুপদ স্বকৃতভঙ্গ ; সত্যদ্রোহিতার,
না হয় শাসন যদি, না হয় বিচার,
তবে কি হবে না ন্যায়-প্রাধান্যে ন্যক্কার ?
ঘোষিবে মিথ্যাবাদীর জয় জয়কার,
তুলিয়া সত্যধর্ম্মের পথে নিত্য ঝড়।
পাঞ্চালে বিচার কর ; আর সে বিধানে,
করিও, অর্জ্জুন প্রতি কিছু অগ্রদান।

দ্রোণ। পার্থ কি পাঞ্চাল চায় ? হউক নৃপতি
অর্জ্জুন পাঞ্চাল-ভূমে ; আমি সেনাপতি
সানন্দে বহিব আজ্ঞা বীর বালকের।

ভীষ্ম। সাম্রাজ্য নগণ্য দ্বিজ—পার্থ-উচ্চাশায়।
সে চায় মাথুর সঙ্গ ; ভরা সম্বৎসরে,
দেখ সে শতেকগামী দ্বারাবতী পুরে ;—
যেথায় কংসারি কৃষ্ণ নব রাজধানী,
পাতিয়াছে দ্বারকানগরী ; জরাসন্ধ
অভিযানে পেতে পরিত্রাণ। গিরিবর্ত্মে,
প্রায়শঃ গোপনচারী পার্থ মথুরেশ।
নাই তার গুরুপ্রাপ্য-হরণে প্রয়াস ;
সে চায় পাঞ্চাল মৈত্রী, ঔদার্য্যে ক্ষমীর।
যে সাম্যে অভিভাবক ছিল কৌরবের,
সে কর্ণ-বুদ্ধির, জটিল মন্ত্রণাজালে—
ঔরসজাতের স্বার্থে হয়ে পক্ষপাতী.

পাণ্ডব রক্ষা-দায়িত্বে, ক্রমে আস্থাহীন।
আমি ত মরণোন্মুখ, তুমি অর্থদাস,
কৌরব স্বার্থের ; পাঞ্চালের বীরভূমে,
ভেঙ নাকো পাণ্ডবের অনাথ-নিবাস।

দ্রোণ। পাণ্ডবান্ত প্রাণ! তব বক্র রসিকতা
সুদূর-প্রসারী যেন। অর্দ্ধরাজ্য-ভাগ
আমি যা লইব আজ, সে বিত্তস্বত্বের
উত্তরাধিকারিসূত্রে হবে অংশীদার,—
পুত্র আর পার্থ গুণধর। সে প্রাপ্যের
কতটা ত্যজিতে স্বার্থে বল বন্ধুবর?

ভীষ্ম। কণার্দ্ধ বলি না দ্বিজ! লক্ষার্দ্ধ অংশের,
এখনো দ্রুপদে রাখ রাজ-প্রতিনিধি,
জোগাইতে অর্থকোষ। যাবত না দেখ,
তোমার শিষ্যমণ্ডলী, রাজ্যাভিষেকের,
একটা চূড়ান্ত কৃত্য নিষ্পত্তি করেছে।

দ্রোণ। যেন কি ভাবনাতুর হেরি, ইচ্ছাময়!
তোমায় ঘনায়মান ভবিতব্য রোধে?
এত কি বিপন্ন আজ হেরিছ পাণ্ডবে?
যে ক্ষণে বিজয়লক্ষ্মী করতলগতা,
নিরখি, অঙ্ক-শায়িনী অজ্ঞানুবর্ত্তিনী।
কংসারি সৎসঙ্গী যার, সে উদারমানে
এত কি মেঘাড়ম্বরে ঘেরে অকস্মাত্‌!

ভীষ্ম। সন্ধিক্ষণে স্বকর্ণে শুনেছি, অন্ধরাজ
গুরু-নিন্দা করিল ঈর্ষায় ; অপগণ্ড
কর্ণের রাখিল মান, ভ্রাতুষ্পুত্রদের
করি ভূরি নিন্দাবাদ। এ কয় দিবস
মন্ত্রচক্রে ঘোরে অন্ধরাজ ; এ লক্ষণ—
কখন জ্ঞাতি-সদ্ভাবে নহে শুভঙ্কর।

দ্রোণ। যথাজ্ঞা ক্ষাত্র-বরিষ্ঠ ; অর্দ্ধ-পাঞ্চালের
রব আমি ঔপাধিক রাজা ; যাবত না,—
হস্তিনার সিংহাসন অলঙ্কৃত হয়,
যোগ্যতম কৌরবাধিবাসে ; আর কিবা
উপভোগ্য হতে পারে এ সন্ধি-স্থাপনে ?

ভীষ্ম। শুধু উপভোগ্য কেন ? এ ত্যাগ-স্বীকারে
যথার্থ স্বার্থ-প্রতিষ্ঠা, করিলে শিষ্যের।
কুরু শিবিরের যত বিনিদ্র রজনী
কাটিল অভেদ্য কূট মন্ত্রণা-বিবরে ;
তোমার স্বকৃত ত্যাগে হবে পাপ-ভোগ।
দেখ কে অরুণারুণ উজ্জ্বল মধুর—
ধ্রুবজ্যোতিষ্ক পশ্চাতে, ম্লান শশধর—
উদিত দ্বিতীয়া যামে। শিক্ষক এবার
শিষ্যের দক্ষিণা লাভে হন অগ্রসর।

(অর্জ্জুন ও দ্রুপদরাজের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। পূজ্যের অনুমত্যানুসারে, গুরুদ্বারে

এনেছি দক্ষিণাস্তের অনন্ত প্রতীক,
দ্রুপদ রাজাধিরাজে।

দ্রুপদ। আমি সে বিজিত,
বন্দীকৃত দ্রুপদ, যজ্ঞের পশু ; আছি
মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষায় খড়্গ-পানে চাহি।

দ্রোণ। বন্ধুবর ! আশৈশব সহপাঠী হয়ে,
দারিদ্র্যের অযোগ্যতা ছিল যে আমার,
তোমার সমত্ব-লাভে ; অন্তর্হিত আজ—
এবার সে অধিকার পেয়েছি আমার,
তোমার সত্যধর্ম্মের। জোর সত্ত্বে আজ,
অর্দ্ধেশ্বর হয়ে পাঞ্চালের, করি দাবী
বন্ধুত্ব তোমার ? আপত্তি ন্যায়সম্মত,
থাকে কিঞ্চিদপি, জানাও ধর্ম্মাবতারে,
স্বয়ম্ সত্যাধিরাজ গাজেয় আসনে।

দ্রুপদ। কৌতুক অস্বস্তিকর ! রাজবন্দী আমি,
যুদ্ধে পরাজিত ; অনুগ্রহ-নিগ্রহের
প্রাপ্যে উদাসীন। আত্মপক্ষ-সমর্থনে,
অবসর-দান, আর্ত্তে আকাশ-কুসুম ;
ভাবার্থে ফলে না কোথা। হয়ে আহাম্মুখ,
ও দানের প্রার্থী নই আমি। বশ্যতার,
অন্য কিছু ব্যবহার থাকে যদি কর।
রণে পরাজিত নহে বিবেক-বিস্মৃত।

ব্রহ্মকোপ পেলে অবসর, সহজে যে
ছাড়ে নাক, জানে তা দ্রুপদ।

ভীষ্ম। ব্রহ্মমন্যু
অপেক্ষা রাখে না কার; পেলে অবসর,
ক্ষমায় দয়ার্দ্র হয়। সে পূর্ব্ব-সখ্যের,
প্রতিশ্রুতি করিলে স্বীকার; নাটকীয়
বিচার-বিভাগ, রহস্যে রহিয়া যায়।
অন্যথা আমায়, মধ্যস্থে করিতে হয়,
বিচার-প্রসঙ্গে সব নিষ্পত্তি দ্বন্দ্বের।

দ্রোণ। দ্রুপদ, বিশ্বাস কর। বিশ্বাস-ভঙ্গের
যা কিছু প্রতিভূ চাও, দিব তা তোমায়।
ব্রাহ্মণ কৌতুকী নয়; আকাশ কুসুম
সম, নহে এ অলীক। রাজনীতিজ্ঞের
হয় ত প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, নহে দূষণীয়;
ব্রাহ্মণ্য-সাধন সত্য-বর্জ্জন দ্বিজের
পরন্তু অমার্জ্জনীয়! প্রলয়-ঝটিকা
সমুদ্রযাত্রার পথে। সত্য অপলাপে
শূদ্রত্ব দ্বিজের প্রাপ্য। এস বাল্যসখা,
পুনরায় মিলি দুজনায়; ভুলে যাই—
অহি-নকুল-বিবাদ।

দ্রুপদ। প্রণয়-বিচ্ছেদ,
একবার ঘটিলে অন্তরে, সে বয়নে

হটিবে নৈপুণ্য মনস্তত্ত্বজ্ঞ শিল্পীর।
অর্দ্ধেক পাঞ্চাল তোমা দিনু দ্বিজবর,
স্বাধীনতা-ক্রয় মূল্যে মোর। ক্ষত্র কভু
রাজত্বের অঙ্গচ্ছেদ-ক্ষত সহে নাক;
যাবত্ শিরায় তার বহিবে ধমনী।
এ ব্রাহ্মণে দান, স্বাধিকারে বিশ্বরাজ্য,
নহে দান সম্রাট্ হরিশ্চন্দ্রের; এটা
মাতৃ-অঙ্গচ্ছেদ মোর, দাসত্বের টীকা।
চাহিতে যদ্যপি দ্বিজ? সসৈন্যে পাঞ্চাল
থাকিত পশ্চাতে তব, যাবত ভূভাগ,
হত, না নবাধিকৃত; দ্রোণাভিষেকের,
যোগাতে চন্দন-মাল্য। কিন্তু পাঞ্চালের
প্রত্যেক মাটীর কণা আমার জীবাণু।
দ্রোণ। আমারো ত মাতৃভূমি; মাতৃ-অঙ্গচ্ছেদ,
কে কোথা সন্তান করে? কিন্তু মাতৃধন
সন্তানে সমান প্রাপ্য। অখণ্ড পাঞ্চাল
থাক রাজা, রয়েছে যেমন। রাজত্বের
অর্দ্ধেক আমার প্রাপ্য; দিও তা আমায়।
না দাও, বলাধিকৃত-বিষয়ানুরাগ,
বলীর অবৈধ নয়; হোক তা তোমার
যতই অরুচিকর! এ অর্দ্ধ-রাজ্যের
রবে তুমি রাজ-প্রতিনিধি; যোগাইতে

ব্রাহ্মণের রাজযোগ্য ব্যয়-বিলাসিতা,
অর্থকোষে স্বাধীনোপজীবিকার। বন্ধু!
এ আমার জয়-মূল্য, ছাড়িব না কভু।

দ্রুপদ। তবে কেন জিজ্ঞাসা-হেয়ালী? যথারীতি,
সহিব দাস্যের দৈন্য; যাবত্ না কেহ,
করে মোর বন্ধন-মোচন। অর্দ্ধরাজ্যে
আমিই স্বাধীন রব, অন্তর্বাহিরের;
অপরার্দ্ধে ভুঁইয়া মালিক, অর্থদণ্ড,
যোগাইব রাজকরে, মুক্তিপ্রতিদানে।
এই ত দণ্ডানুবাদ? অথবা তোমার,
সর্ব্বত্র প্রভুত্ব আঁখি বর্ষিবে অনল,
আভ্যন্তরীণ শাসনে? কহ মহাভাগ!
দণ্ডের সারাংশ ভাগ! বন্ধুত্বের দাবী,
আপাততঃ অলক্ষ্যে থাকুক। প্রভু-দাসে
মৈত্রতা সম্ভব নয়। হ'লে সমন্বয়,
আমিই প্রথম মান্য দানিব সখায়।

দ্রোণ। হোক্ তাই, মহাশয়! সেবার সম্ভ্রম,
দানিতে আপত্তি নাই?

দ্রুপদ। নেছি তা অগ্রেই,
তোমার শিষ্যের ঘরে। বিচার-বিবরে,
সুতীক্ষ্ণ ঘাত ব্যতীত, বীর-ব্যবহারে,
পেয়েছি প্রাপ্যাতিরিক্ত। পাণ্ডব অর্জ্জুনে,

বাস্তবে যে রণজিত, প্রতিহিংসালেশ
নাহিক কণার্দ্ধমাত্র। বীর্য্যাপমানের
করেছি বিস্তর খেদ ; অন্তরে সহসা
বন্দী হনু বীরবালকের—বীরভুজে
হেরে ও বিস্তর সুখ। অরির শিবিরে
কাটে মোর সুনিদ্র রজনী। স্বদেশের
পথযাত্রী হইব প্রভাতে, নতুবা এ
ভীষ্মের আতিথ্য-ভোগ না দিতাম ছেড়ে।

ভীষ্ম। যান্ তবে সম্রান্ত অতিথিবর। হেথা
কিংবা আতিথ্য পার্থের, ভীষ্মেরি দে'য়া সে।
তবে দ্রোণ শাস্তি পেত' বন্ধুসহবাসে।

অর্জ্জুন। রাজার বিদায়োৎসবে, আতিথ্যনির্দ্দেশ,
বিশিষ্ট স্নেহের পাত্রে, মানপত্রিকার
বিশেষ-গূঢ়ার্থবাদী ; এ রাজ-সম্মানে,
গুরুজী ! নির্ভুল ঠিক ধারণা শিষ্যের ?

দ্রোণ। হাঁ বৎস ! শিষ্যের গুরু-ভ্রাতৃব্য সম্মান,
অবশ্যকর্ত্তব্য কৃত্য ; সুনীতি-তন্ত্রের,—
যাহা ধারাবাহিক-নিয়মানুবর্ত্তিতা,
তাহে আমি কেন বাদী হব ? কিন্তু রাজা !
এ সুযোগ প্রত্যাখ্যান করি, সবিশেষ,
তুমি যে হইবে সুখী, ভেব না কদাপি।
এ বৃদ্ধ দ্রোণের মৈত্রী স্বস্তি না হ'লেও,

বিশেষ অস্বস্তিকর হ'ত না কখনো;
এ বাল্যপ্রণয়াতুর হিত উপকার। [দ্রুপদার্জ্জুনের প্রস্থান।

ভীষ্ম। যাচকের রাজনৈতিক মৈত্রতা,—বন্ধু।
বুঝে না কেহই ; বিনা বিপদ্‌গ্রস্তের
আপাতঃ অনন্যোপায়ী। অকস্মাৎ ঘটে
যা প্রণয়-রোগ ; তাই চিরস্থায়ী হয়।
পূর্ব্বাপর সম্বন্ধীয় প্রীতি ক্ষীণজীবী।
দুঃখ কি তাহাতে দ্বিজ ; দ্রুপদে বিলায়ে
পেলে আজ ভীষ্মের প্রণয়। এ বার্দ্ধক্য
তোমার সখ্যানুরাগ ভুঞ্জিবে নিয়ত।

দ্রোণ। দুঃখিত বিশেষ নয় ; শৈশবের স্মৃতি,
বার্দ্ধক্যে অমৃতস্রাবী ; তাই ও মূর্খের
এত অনুরোধপত্র, দিয়াছি সখ্যের।
এবার মুছিয়া দিনু স্মৃতি কুগ্রহের,
তোমার বন্ধুত্বে ভীষ্ম প্রতিশ্রুতি পেয়ে।

ভীষ্ম। চল বন্ধু! বাগ্‌বিতণ্ডার শব্দ জ্ঞানে,
নাই কোন চিত্তবিনোদন! পুষ্পোদ্যানে,
চল যাই, অর্ঘ্য-পুষ্প করিতে চয়ন ;
সায়াহ্নে পুষ্পবাটিকা রম্য-উপবন।

দ্রোণ। চলুন গাঙ্গেয় ; অর্ঘ্য-বেলা ব'য়ে যায় ;
দ্বিজত্বে সন্ধ্যার তারা, বড় রুক্ষ হয়,
অকৃত-সায়াহ্ন-কৃত্যে ; চল শীঘ্র যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম সর্গ

স্থান—খাণ্ডব-বনপ্রদেশ।

সময়—পূর্ব্বাহ্ন।

(শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। হু-হু-স্বরে জ্বলে হুতাশন! আর্ত্তনাদী,
আসন্ন মরণোন্মুখী, কৃতান্ত কয়েদী—
জীবন্ত জ্বলনকুণ্ডে, পরিত্রাহি ডাকে—
দিশেহারা জীবকুল। বাণ-খড়্গাঘাতে,
পশ্চাতে কাটিয়া ফেলি, বাঁচে কোনরূপে।
এও যদি ধর্ম্ম হয়! অধর্ম্ম কোথায়?
কোথায় যুগান্তরালে অপেক্ষা করিছে?

শ্রীকৃষ্ণ। অধর্ম্ম অপেক্ষা পার্থ করে কি কোথায়?
মানুষের সে যে প্রিয় বড়; স্বভাবের
আসল নিকটাত্মীয়; উহার বর্জ্জনে,
মানুষের সুখস্বপ্ন সব টুটে যাবে।
ধর্ম্ম শুধু ভয়ে ভয়ে তস্করের মত,
কোথায় উন্মুক্ত দ্বার খুঁজে পেতে লয়।
অধর্ম্ম দেখিতে তুমি পেলে না অর্জ্জুন?

ওই যে কুণ্ঠার রেখা, অবিশ্বাস-ছায়া,
ওইটি অনর্থকর, অধর্ম্ম-নিশানা।
ভাব দেখি জীবগ্রাম কে তব ভারত ?
হের আসে ইন্দ্র দেবরাজ ; বজ্রপাণি
স্বয়ম্ রক্ষিবে তার আরণ্য শ্বাপদে।
কিন্তু ওই দ্বিজগুরু বৈশ্বানর রোষে,
অনর্থ কি হ'তে পারে বিচারিও মনে।

অর্জ্জুন। কি অনিষ্ট হ'তে পারে, ভাবিব কি সখে ?
আসে বজ্রধর ব'সে শিষ্য কি ভাবিবে ?
গুরু ত রয়েছে কাছে। অধর্ম্ম কোথায়
করেছি বলুন প্রভু চিন্তার ধারায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। এখনো বুঝনি সখে ! একে প্রসাদিতে
অন্যের অসংখ্য প্রাণ নিতেছ ছিনায়ে।
ইহা ধর্ম্ম, কহে শাস্ত্রকার ; ধর্ম্ম রয়—
সঙ্কল্পে মন্ত্রের, কর্ম্মে নয়—বিজ্ঞ তারা,
দীর্ঘকাল তপস্যা-প্রভাবে, করেছিল
এ সত্য দর্শন ; মিথ্যা কি হইতে পারে,
ঋষির বিজ্ঞতা ? কিন্তু ওই বাক্‌সিদ্ধ
ঋষি পুরাতন, এত মিতাক্ষরবাদী
ছিল তারা—সাধারণে রহস্যজনক,
পারিল না মহাসত্যে দিতে শাব্দ ভাষ,
কি চান সে ব্রহ্মসূত্রে করিতে প্রকাশ।

সরল ছিলেন তাঁ'রা, নাহি বুঝিতেন,
জন্মিবে এমন বাগ্মী, কালের প্রবাহে—
ওই আপ্ত-বাক্যে দিয়ে বিরুদ্ধ অন্বয়,
সমাজে অর্জ্জিবে যশ, হবে পূজ্যপাদ।
এই ত তুমি না, যথাতত্ত্বে ধর্ম্মব্রতে
সঙ্কল্প করিয়া, অনলের অগ্নিমান্দ্যে
খাণ্ডব-বনানী খণ্ড, ভোজ-প্রদানিতে—
ধরিয়াছে ধনু তব ; তথাপি সংশয়,
করিতেছ ধর্ম্ম কিংবা অধর্ম্ম ইহাতে ?
কর্ম্মেতে রহে না ধর্ম্ম রয় মনোরথে।
নেহার মেঘাড়ম্বরে ছাইল গগন ;
ডুবে পৃথ্বী অসহায়া জলের প্লাবনে।

(অর্জ্জুনের শরত্যাগ)

অর্জ্জুন। কই, কোথা সখে ! জাগিয়া স্বপন তুমি
দেখ কি কারণ ? নীলাম্বরা যবনিকা,
সূক্ষ্মতর অন্তরীক্ষে সভয়ে লুকায়,
দেবরাজে তক্ষকের সনে। দাও সখে
অনুমতি, ইন্দ্রে বিমুখিতে ? বৈশ্বানর,
দেছে দৈব মহাধনু কোদণ্ড গাণ্ডীব,
আয়ুধের একাধিক অক্ষয় তূণীর,
বৈদ্যুতিক ব্যোমযান কপিধ্বজ-রথ,
শুধু ঐন্দ্র-পরাক্রমে রোধিতে সম্যক্।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ইন্দ্রে বিমুখিতে।
একাই অনল ওই খাণ্ডবে দহিত,
দিত না গাণ্ডীব, যুগ্ম অক্ষয় তূণীর,
অথবা এ মহারথ—যার চূড়াপরে,
শোভিছে বীরেন্দ্র হনু বিরাট শরীরে।
ওই বজ্রপাণি-অরি; খাণ্ডব-দাহনে,
উহারে ব্যর্থিলে তবে অনলে তুষিবে।

অর্জ্জুন। তবে আজ ইন্দ্রজিত হব নারায়ণ।
যে পদ-লাঞ্ছিত হয়ে, কর্ব্বুর-গৌরব
মেঘনাদ পেতেছিল একাধিপত্যতা,
বিশাল জগত-রাজ্যে; যে বীর্য্যনিপাতে,
ত্রেতায় বনানুগামী ব্রতশীলানুজ
চতুর্দ্দশ-বর্ষ ছিল দিবা-অনাহারে
রজনী বিনিদ্র চোখে; যার হত্যা-ঘটা
রামায়ণ-কাব্যামোদে ক্ষুণ্ণ ক'রে গেছে;
সে মহামহিমান্বিত কর মোরে আজ।
ধরি ও চরণে, আজ্ঞা দিন গুণাকর;
দেবরাজে পরাজিতে হই অগ্রসর।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। (স্বগত) অরে—রে পাগল পার্থ, ইন্দ্রে পরাজিতে,
এতদূর হতেছ চঞ্চল? তোর তরে

রচিব যা অমূল্য সম্পদ্ ; বোধি-ক্রমে
ধ্যানস্থ পাবে না কেহ। বিশ্বরূপ মোর,
সমাধি-অগম্য যাহা নিদিধ্যাসনায়,
দেখিবে প্রত্যক্ষীভূত মদনুকম্পায়।

[প্রস্থান।

(ইন্দ্র ও তক্ষকের প্রবেশ)

ইন্দ্র। হের সখে, আসিছে ফাল্গুনি ওই ; যেন
জয়শ্রীর আদুরে দুলাল। পার্শ্বে হরি
রক্ষিছে ভক্তবৎসল। তথাপি তোমার
বাঁচাব সন্তানে আমি রোধিয়া অর্জ্জুনে।

তক্ষক। দেবেন্দ্র ! শুনুন মোর অন্তরভিলাষ ;
শত্রু যদি অতিশয় বলশালী হয়,
মিত্র যদি করে তারে ভয়, তবে তার
উচিত সে স্থান হ'তে করিতে প্রস্থান,
দূরান্তরে শত্রু যবে রণে ব্যস্ত রয়।
শুনিয়াছি কর্ণ নামে আছে মহারথ,
অর্জ্জুনের আমৃত্যু অরাতি—রাম-শিষ্য
তার কাছে লইব আশ্রয় ; তবে যদি
সন্তানে ছাড়িয়া নিজে বাঁচিতে বা পারি।

ইন্দ্র। আমারে ত্যজিলে সখে, এখনি মরিবে ;
ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত ভারত ; বাণ তার

মনের বাসনা-পথে করে বিচরণ।
সাবধান তক্ষক এখনো, প্রাণ যাবে,
সবংশে মরিবে তুমি দেখিতেছি আজ।

তক্ষক। সে কি সখে? তুমি তারে ব্যস্ত রাখ রণে;
সেই ক্ষণে করিব প্রস্থান। তৎকালে সে
যদি মোরে করে আক্রমণ, তবে তুমি
কি করিতে থাকিবে তখন? দেবশক্তি
নারিবে কি পার্থে দিতে মুহূর্ত্তের বাধা?
তবে বল সখে, কেমনে রক্ষিবে তুমি?
নিশ্চিন্তে যা নারিবে সাধিতে, ভারস্কন্ধে
কেমনে তা করিবে পালন? যাই সখে! (অন্তর্দ্ধান)

(নেপথ্যে দৈববাণী)

"কুরুক্ষেত্রে পালাল তক্ষক; কর্ণদ্বারে
মাগিতে আশ্রয়; মিলিবে আশ্রয় তার।
ভারতের ক্ষাত্র-শক্তি মারিবে তক্ষক।
অলকায় যাও ফিরে, খাণ্ডব পুড়িবে,
মুরারি এরূপ ইচ্ছা করেছে যখন।"

ইন্দ্র। বিনা যুদ্ধে পালাব লুকায়ে; হায়! হায়!
এরি নাম দেব-ভর্গ সুধা-সঞ্জীবিত।

(ইন্দ্রের অন্তর্দ্ধান ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন কোথায় বাসব? দৈবমায়া প্রহেলিকা!
এই ত ছিলেন হেথা, গেলেন কোথায়?

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ ।　সখে, ওই ভোগার্থীর ভীরু-রাজনীতি,
অমরের মৃত্যুভয় করেছে সৃজন ;
তাই ওরা রণে ভঙ্গ দেয়, অমৃতের
স্বাদ ভুলে, প্রাণ লয়ে সুদূরে পলায় ।

অর্জ্জুন ।　কহ সখে ! পলায়েছে যদি দেবরাজ,
মোরা আর কি করিব দাঁড়ায়ে হেথায় ?
পবনের শ্বাস, অগ্নিবর্ষণ ছড়ায় ।
আহা এ ক্ষীণার্ত্তনাদ কোথা হ'তে আসে ?

শ্রীকৃষ্ণ ।　শ্রীময়দানব শিল্পী, নিপুণ নির্ম্মাণে,
বসে বিশ্বকর্ম্মা-সুত এ খাণ্ডব-বনে ;
উহার জীবন-দানে হ'লে পরাঙ্মুখ,
সবাই দোষিবে ; অগ্নি হবে না বিমুখ,
কেননা শিল্পের রক্ষা সভ্যতা-সূচক ।

(ময়দানবের প্রবেশ)

অর্জ্জুন ।　এস ময় ! দিনু প্রাণদান ; যথা ইচ্ছা
বাসস্থান কর বিনিময় ; প্রার্থনার
পূর্ব্বাহ্নেই পেলে পরিত্রাণ ।

ময়দানব ।　　হে পাণ্ডব,
যেমন শরণাগতে দানিলে অভয়,

ইহার প্রত্যুপকার পাইবে নিশ্চয় ;
যখনি সৌভাগ্যোদয়ে হবে সুসময়।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। নূতন সাম্রাজ্যে, ইন্দ্রপ্রস্থ নবধাম,
স্থাপিব বিদগ্ধ বনপ্রদেশে সুন্দর—
এ ময়-শিল্পীর সূক্ষ্ম রচনা-কৌশলে ;
দ্বিতীয় অমরাবতী-তুল্য শ্রীনগর।

শ্রীকৃষ্ণ। ঙের সখে, আসিছে ব্রাহ্মণ। পক্ষপুটে
লুক্কায়িত ঋষি ; স্বাধ্যায়ে, যে কৃতবিদ্য,
শুধু জ্ঞানশীল ; আসেন তোমার পাশে,
পেতে ত্রাণ বৈশ্বানর-কোপে ; হে গাণ্ডীবী !
কেমনে ত্যজিবে ব্রত ব্রাহ্মণে বাঁচাতে।

অর্জ্জুন। ব্রাহ্মণ অবধ্য ভবে ; ব্রাহ্মণ-রক্ষণে
ব্রতভঙ্গ হয় যদি ; সে ভঙ্গ-কলুষ,
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে ধৌত হয়ে যাবে।
বিশেষ এ বেদবিদ্ দ্বিজসম্প্রদায়ে
রক্ষণাবেক্ষণ ধর্ম্মে বাধ্যতামূলক।
বহ্নিরে তুষিব পরে দ্বিগুণ সমিধে,
যদি বিনিময় তিনি চান্ ব্রহ্মবধে ?
ব্রাহ্মণের বধবার্ত্তা ছিল না ত পণে।
প্রণমি বৈদিক ঋষি, কিবাদেশ প্রভু !
পালিবে দাসানুদাস ?

(পক্ষিরূপী ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

পক্ষী। নর-নারায়ণ !
বড়ই বিপন্ন মোরা চারি সহোদর ।
পিতা পর্য্যটনে গেছে ; পূর্ব্বকথামত,
হুতাশন দেবে মুক্তি পার্থ যদি ছাড়ে ;
শপথে সংস্কারি কিছু পার কি রক্ষিতে ?
অর্জ্জুন। ব্রহ্মকল্প দ্বিজরাজ ! পার্থানুকম্পায়
রক্ষে যদি ঋষির জীবন ; সে নির্দ্দয়
সহাস্তে গাণ্ডীবে পারে করিতে বর্জ্জন,
বাঁচে যদি খাণ্ডবের স্থাবর-জঙ্গম ।
মুক্তি-পত্রিকায় দিনু এখনি স্বাক্ষর,
ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব পণে ।
পক্ষী। কিবানন্দ দিলে !
হেরি এ মানব-ধর্ম্ম, সমন্বয় ভাবে,
যৌগিক বেষ্টনী দিয়ে ব্যক্তিত্ব পাসরি,
অধ্যাত্ম আনন্দমঠে বাঁধিছে সোপান ;
হেরিতেছি পরমার্থে, সচ্চিদানন্দের
সারূপ্যে, আতিথ্য দেন রাজেশ্বরী রসে ;
হেরি রাস-পূর্ণিমার নগ্ন নীলিমায়,
চন্দ্রিকা চাতক তৃষা ভরায় চুম্বনে ।
যে ধনুক ধর্ম্মবৃদ্ধি করে ধার্ম্মিকের,

সে জয়ন্তী রক্ষণীয় সদা ক্ষত্রিয়ের।
বর্জ্জিলে ও দেব-ধনু অধর্ম্ম হইবে ;
ত্যজিতে যে বলে, সেই বর্জ্জনীয় হবে।
করি আশীর্ব্বাদ, রহ এই সাধু পথে,
এ পথের ডাকে তুমি সর্ব্বোত্তমে পাবে ;
আসি নীলকান্তমণি—লক্ষ প্রণিপাত ;
তোমার আশিস্ যেন বড় বিসম্বাদ।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সবাই আমার প্রতি কেমন বিরস !
ভাল ত বাসে না কেউ ? জানে না ত কেউ ?
কিরূপে বাসিতে ভাল প্রেমাস্পদে হয়।
অতীন্দ্রিয়ে অন্ধ হয়ে, জ্ঞানের নেশায়
সদা কি—নিঝুম মোহে রহিবি ধরায় ?
দেখ না রয়েছে পরপারে মনোহর !
দিব্য জ্যোতিষ্মান্ কেবা পুরুষপ্রবর !
সুন্দর যে বেদ হ'তে, বেদান্ত যাহার
অনিন্দ্য পীযুষানন্দ করিছে প্রচার—
শ্রীকান্তের কান্তি যদি দেখিতে পেলি না ;
কিরূপে পরমজ্যোতি চিনিবি বল না ?
অর্জ্জুন। তবে কি ও, ভালবাসা একটি মুকুতা,
ফুটেছিল অম্ভোজার হৃদয়-পুলিনে ?

জগতের সরোবরে ফোটে না কোথায় ;
কেবল বৈরাজে দোলে ! বলুন সুন্দর ।
অথবা সে পঙ্কজা পদ্মিনী—রবি-বধূ
উন্মাদ প্রেমিকা ! যে ভাস্করে প্রাণে ধ'রে
দেখে তারে বিশ্ব হ'তে সুন্দর মধুর ।
যদি না বাসিত ভাল, মুদিয়া নয়ন,
থাকিত কি ভোর নিশা বিরহ-ব্যথায় ?
চন্দ্রমা আলোক-চিত্রে করিত না হেলা ;
হেরিতে যামিনী পারে পুনঃ সূর্য্যোদয় ।
নরে ত বাসে না ভাল ? কয়টি দেবতা
তোমার প্রণয়-মুগ্ধ বলুন রমেশ ?
হেন পীরিতি-পুষ্পনিধি ফোটে না মরতে ।

শ্রীকৃষ্ণ । কে মোরে বেসেছে ভাল ? প্রণয়-দর্পণে
কে প্রতিবিম্বিত, যথা অভেদাত্মা শিব ;
পূজা পুষ্পাধারে বল, কোন্ ফুলবালা !
রূপ-গন্ধে বিকশিছে যেমন কমলা ?
বন্দনার মধুকরী কোন বীণা-তারে
ফুটায়েছে সামগান—বিনা নারদের ।

অর্জ্জুন । উমেশ দেবাদিদেব ! ত্রিগুণাতীতের
সাধনা লোকসংগ্রহ যোগ-ক্ষেম-দানে ;
নির্ব্বিকল্প সদাশিব স্বয়ম্ভূর সনে,
তুলনা করিলে ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ?

তথাপি শম্ভুর ওই প্রণয়-আরতি,
পারাশর-পূজা-সন্ধ্যে, ছাপায়ে উঠে কি ?
পদ্মমধু-সুরভির মাঁদকতা, প্রভু।
করে কি পাগল যথা রাধা-কুঞ্জ মধু ?
প্রেমিকের অগ্রদূত নারদ সুজন,
সামগান বিলায়েছে বটে ; কিন্তু ওই
ধ্রুবজ্যোতিঃ নিত্যসাক্ষী ভজনানন্দের।
তাই বুঝি ক্ষিপ্রগতি সারিতেছ কাজ,
দেবলোকে যেতে হবে ব'লে ; ভাল সখে !
যেথায় আনন্দ পাবে, সেথায় থাক গে।

শ্রীকৃষ্ণ। অমনি বিমর্ষ হলে ; দেখিলে না ভেবে,
এটি মোর খেদের কাহিনী। পরিপূর্ণ
নরগণে, রচিলাম আত্ম-অবয়বে,
তথাপি কুসঙ্গে তারা, রহে আত্ম ভুলে ;
চিনিল না গোত্রপিতা পরম-পুরুষে।

অর্জ্জুন। হের সখে ! জিহ্বাকৃতি কে আসে বিজলী ?
ক্রোধ-বহ্নি জ্বলিছে নয়নে ; ফেলিব কি
কাটিয়া অনলে ?

শ্রীকৃষ্ণ। আসে ওই নাগকন্যা
রুদ্ধশ্বাসে ভিক্ষা ল'তে সন্তান-জীবন !
উলূপী উহার নাম ; দিও না আশ্রয়,
স্ত্রী-যোনি যাচিলে মুক্তি, দিও পরিত্রাণ।

(অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। হের নারায়ণ ! ওই আসিছে উলূপী,
জ্বালাময়ী বিষধরী ; ভক্ষিলে উহারে,
বিষাকীর্ণ হবে ধূমরাজি ; কূটশ্বাসে,
পার্শ্ব-বন-ভূমিভাগে মরিবে সকলে।
উহার বিষাক্ত দেহ লব না উদরে।
সবলে বনোপকণ্ঠে বিতাড় সত্বরে ;
চলিনু পাবকগুচ্ছে লইতে উদরে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। আমিও চলিনু পার্থ, ডরি নাগিনীরে।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। তাই ত সহসা কেন উৎকট কার্মুক,
হতেছি নাগিনী-রূপে অত্যল্পবয়সে ;
যেন কি বিষাক্ত নেশা প্রবেশি অন্তরে,
করিছে পাগল মোরে ; নাগিনী-নিশ্বাস
ক্রমশ করিছে কিম্‌কর্ত্তব্যবিমূঢ় ;
অন্তরে গিঁথিছে সূক্ষ্ম কামাঞ্জন-শলা,
বিঁধিছে অন্তরতমে ; কেন নারায়ণ
গেলেন সুদূরে ? কি গুণের সাহসিকা !
এল বিদ্যাধরী মদনোন্মাদিনী ! মোরে
ফেলে বা বন্ধনে আজ ! কে গো কুহকিনী ?

(উলূপীর প্রবেশ)

উলূপী। নাগকন্যা আমি ধনুর্দ্ধর ; পুত্রগণে
এখনি অনল-মুখ গ্রাসিবে গোগ্রাস ;
ফিরে দাও সন্তান-জীবন ; যাচিবে যা
করিব প্রদান।

অর্জ্জুন। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক,
খাণ্ডব করেছি দান হুতাশন-ভোজে ;
এবে এক পারি শুধু বাঁচাতে তোমায়,
আত্ম-মেদোমজ্জা-বিনিময়ে ; নাগবালা !
পার কি অর্জ্জুনে দিতে অঙ্গসুধা-রাগ ?
গর্ভজাতে সঞ্জীবিতে, স্বদেহ-রক্ষণে,
পার্থের প্রেমালিঙ্গনে দাম্পত্য-প্রবাহ,
হইবে ক্ষণিকমাত্র। সবংশ বাঁচাতে
পারি শুধু আত্ম-মেদোমজ্জাবিনিময়ে,
তুলা-দণ্ডে মেপে দিয়ে স্বমাংস-রুধিরে ;
অন্যথা অনন্যোপায় ! কাম-ক্ষুধা মোর
মিটাও স্পর্শজসুখে ; তুষিব তোমায়।

উলূপী। মোর অঙ্গসুধা শুধু চাহ, বিনিময়ে,
মায়ের মুমূর্ষু সুতে দিয়ে প্রাণদান।
পার্থ তুমি ! জানে মোর আত্মীয়-সমাজ-
যদিও নহেক মোর স্বঘর-স্বজাত,

তথাপি ভরতবংশ ; তোমারে দানিলে,
আমার যৌবন-মন অম্বরে না যাবে ;
করিব প্রণয়ারতি তোমায় ভারত,
যত দিন রবে তুমি এ প্রেম-পিয়াসী।
ফিরাও সন্তানে মোর, যমদ্বার হ'তে।

অর্জ্জুন। এই শরে, বৈশ্বানরে, আহ্বান করিনু ;
ওই আসে সর্ব্বভুক্ হবি-ওজস্বিন্।
ভিক্ষা লব প্রারব্ধের ক্ষণ অবসর,
রতি দান করিতে তোমায় ; অতঃপর,
ভোজন-ভাণ্ডার ক্ষয় করিব পূরণ,
দিয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন ; এস নাগবালা!

[উভয়ের প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। স্নাত পার্থ আসিছে অলসে ; ক্রূরহাসি
হাসিছে দ্বিজিহ্ব-আঁখি ; এখনি দংশিবে।

(অগ্নির প্রবেশ)

অগ্নি। নিখিলেশ! এ কি তব শিষ্যের আচার ;
আত্ম-প্রাণ দিতে চায় নাগিনী উদ্ধারে।

শ্রীকৃষ্ণ। জানি দেব, তিষ্ঠ ক্ষণকাল ; ওই আসে
ইন্দ্রিয়ের দাস, এখনি বিচার হবে।

(অর্জ্জুন ও উলুপীর প্রবেশ)

এ কে পার্থ, কে মোহিনী সঙ্গিনী তোমার ?
যে রূপ-পতঙ্গে চাহে পাবকে পোড়াতে,
সেই তব প্রেমসাথী ; ধন্য রে প্রেমিক !

অর্জ্জুন। ইন্দ্রিয়-অনলে দেছি, সমাংস-আহুতি ;
শপথে করেছি দান।

শ্রীকৃষ্ণ। দেহ'বলিদানে,
শপথে ক্ষমতা কই ? বিশ্বপবহিতে,
যদি কেহ করে প্রাণদান ; যুদ্ধে নয়,
শান্ত মনোভাবে ; তবে সেই আত্মহার
দেব-দরবারে হবে নিষ্ঠুর বিচার।
তাহে যদি রক্ষা পায়, তবেই নিস্তার।
নতুবা প্রাণের দাগ মুছিয়া যাইবে,
জড়ত্বের অধস্তনে নির্ব্বাসিত হবে ;
দীর্ঘ জীবনের শিক্ষা বিস্মরিত হয়ে,
অন্তকাল সে মরিবে ; তার মরণের
ভবিষ্যত্ কথামালা বড় শোকাকুলা !
ভেবেছ কি পার্থ তুমি ভূস্বামী তোমার ?
তোমার জীবাত্মা তব স্বাধীন স্বরাট্ ?
পরধনদানপত্রে লিখিতে পার না।
পক্ষান্তরে. শপথের উদ্দেশ্য ফলিবে,

তোমার সন্তান রবে অনলে বাঁচিয়ে,
উলূপী যা করেছে ধারণ ; কি বলেন ?

অ গ্ন। পার্থ-অনুকল্পে আমি করিনু বিধান,
অন্তঃসত্ত্বা উলূপীর প্রণয়ি-বিচ্ছেদ।
নতুবা পার্থের প্রাণ করিব সন্ধান।

উলূপী। তাতেই সম্মত হ'তে পারি হুতাশন,
ভর্ত্তার অনুমত্যনুসারে ;

অর্জ্জুন। মাতা তুমি
সন্তানের ! স্বামি-পুত্র-জীবন-রক্ষায়,
যৌবনের ক্ষুধা-ক্লিষ্ট বিরহ-যন্ত্রণা,
মন্দের অনেক ভাল। যাও গো কল্যাণি,
স্বামিপুত্রে রক্ষা কর বিচ্ছেদ-বরণে।

উলূপী : এত শীঘ্র অঙ্গরসে এসেছে অরুচি ?
বেশ ত রসিক তুমি ! কামুকের জ্বালা
মিটাইতে চাহ মূর্খ মহিলা-সঙ্গত।
তোমরাই বীর বিশ্বে, তোমার শাসনে,
নাহি কোন শক্তি আজ ; হায় কি অদ্ভুত,
বিধাতার ব্যঙ্গ এই ! বাঁচুক শাবক,
অথবা সে পুড়ুক অনলে ; এ নাগিনী
চলিল পার্থের প্রাণ, করিতে সন্ধান
যে কোন বিষাক্ত বাণে ; তবে শান্তি পাবে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ।　ধর্ম্মে তুমি হওনি পতিত ;　রে ভারত !
জন্ম-শত্রুতায় কভু হয় কি প্রণয় ?
উলূপী চাহিল প্রাণ, যা নিয়ে পীরিতি ;
ম'রে গেলে স্পর্শ কোথা পাবে ?　হাড়-ভস্মে
সাক্ষী দেবে চোরা পীরিতের। পরকীয়া—
প্রেম ! ওটা প্রহেলিকা ; ক্বচিত্ বাস্তব ;
যদিও ফুটেছে বিশ্বে, লুকায়ে ঝরিছে,
কোথায় রয়েছে প'ড়ে তীব্র অনাদরে।
তার জন্য প্রাণ দে'য়া বাক্যে শুধু ভাল,
ভাবার্থ বেখ'-না তার ; যে প্রীতি-বর্দ্ধনে,
প্রতিজ্ঞা রাখিতে হবে ; সে প্রিয়া, পিয়ার
প্রণয়-পীড়িত প্রাণ, পারে কি পোড়াতে ?
তা হতে শতেক বর্ষ কাটাবে বিরহে।
প্রভু বৈশ্বানর—সন্তুষ্ট হয়েছ যদি,
শাবকে নিও না কাড়ি ; পর্ব্বত-বহ্নিরে,
কয়টি পাষাণ-খণ্ড নিঃস্ব না করিবে।
নাহি শত্রু আর তব ; দেবে কি বিদায় ?
অগ্নি।　নারায়ণ !　নমি পদে—সন্তুষ্ট হয়েছি,
যথা ইচ্ছা করুন গমন ; হে পাণ্ডব !
কপিধ্বজ দেবযান করেছি প্রদান,
গাণ্ডীব অক্ষয় তূণ ; আর এই দিনু
আগ্নেয় মহাস্ত্র, যাহে মরিবে ফণিনী।

অর্জ্জুন। প্রণমি সহস্রজিহ্ব ! মস্তক-ভূষণ,
হইল এ দেয-দান ; বিদায় এক্ষণ।

উভয়ে। চলিলাম মোরা তবে, নমি হুতাশন !

[অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

অগ্নি। এ এক অদ্ভুত লীলা ! দাসের চরণে
প্রণমিল মহাপ্রভু ; রহস্য বিরাট্।

[প্রস্থান।

আদি-পর্ব্ব সমাপ্ত।

